দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা শুক্রবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২০৮ ॥ ১৫ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ৩০ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা ॥ ১২ জমাঃ আউঃ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে ক্রেতা হিসেবে নিজেও চাপে : খাদ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির জন্য ক্রেতা হিসেবে নিজেও চাপে আছেন বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার। বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) খাদ্য অধিদফতরে খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে সমন্বয় সভাশেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ মন্তব্য করেন তিনি। খাদ্য উপদেষ্টা বলেন, উচ্চ মূল্যস্ফীতির জন্য ক্রেতা হিসেবে নিজেও চাপে আছি। আমি মধ্যবিত্ত, নিজে বাজার করে খায়। তবে, নতুন ধান ও সবজির সরবরাহ বাড়লে বাজারে স্বস্তি আসবে। তিনি আরও বলেন, আমন ধান উঠলে ও শীতের সবজি ভালো করে বাজারে আসলে আশা করি বাজার পরিস্থিতির উন্নয়ন হবে।

সংস্কারের গতিই ঠিক করবে নির্বাচন কত দ্রুত হবে : এএফপিকে ড. ইউনূস

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বৃহস্পতিবার আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত কপ-২৯ জলবায়ু সম্মেলনের ফাঁকে সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে'র সঙ্গে বৈঠক করেন। -পিআইডি

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর দেশে নির্বাচন দেওয়ার আগে অবশ্যই সংস্কার করা প্রয়োজন। আর এই সংস্কারের গতিই বলে দেবে দেশে নির্বাচন কত দ্রুত হবে। গত বুধবার বার্তা সংস্থা এএফপিকে এই কথা বলেছেন তিনি। আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে (কপ২৯) আলোচনার ফাঁকে এএফপিকে সাক্ষাৎকার দেন ড. ইউনূস। বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক ভোটের দিকে নিয়ে যাবেন বলে জোর দিয়েছেন তিনি। ড.ইউনূস বলেন, এটি একটি প্রতিশ্রুতি যা আমরা দিয়েছিলাম। আমরা প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশে নির্বাচন হবে এবং নির্বাচিত ব্যক্তিরাই দেশ পরিচালনা করতে পারবেন। তিনি বলেন, দেশে সম্ভাব্য সাংবিধানিক সংস্কারের পাশাপাশি সরকার, জাতীয় সংসদ ও নির্বাচনি বিধিমালার কাঠামোর বিষয়ে দেশে দ্রুত ঐকমত্য দরকার। সরকারের মেয়াদ নিয়ে ড. ইউনূস বলেন, আমরা অন্তর্বর্তী সরকার। তাই আমাদের মেয়াদ যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত। আগস্টে ছাত্র আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার পতনের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেন ড. ইউনূস। তবে শেখ হাসিনার পতনের পর থেকেই দেশে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। ড.ইউনূস বলেন, যে কোনও সরকারই স্থিতিশীলতার বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন হবে। আমরাও উদ্বিগ্ন। বিপ্লবের পর মাত্র তিন মাস পেরিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা আশা করছি এর সমাধান করতে এবং একটি শান্তিপূর্ণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আসতে পারব।

হাসিনাকে গ্রেপ্তার ইস্যু সরকার চাইলে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করতে রেড এলার্ট জারির যে অনুরোধ গেছে, তাতে সাড়া দিয়ে ইন্টারপোল যদি ব্যবস্থা নেয়; সেক্ষত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ চাইলে ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক চ্যানেলে যোগাযোগ করবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনকূটনীতি বিভাগের মহাপরিচালক তৌফিক হাসান এই কথা বলেন। তিনি বলেন, "এটি রাজনৈতিক বিষয়। রেড এলার্ট জারি হলে সংশ্লিষ্ট কোনো বিভাগ যদি বলে তাহলে আমরা এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে পারি। তবে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে এ ধরনের কোনো বিষয় আসেনি।"রেড অ্যালার্ট জারির জন্য আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলের কাছে অনুরোধ করে চিঠি পাঠিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়। গত ১২ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কাছে এ-সংক্রান্ত আবেদনও করেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। সম্প্রতি তিনি বলেন, "তিনি (শেখ হাসিনা) যেহেতু

২-এর পাতায় দেখুন

ভারতীয় গণমাধ্যম বাংলাদেশ নিয়ে মিথ্যাচার করছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

বরিশাল প্রতিনিধি : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবঃ) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ভারতীয় গণমাধ্যম প্রতিনিয়ত আমাদের নিয়ে মিথ্যাচার করছে। এই ব্যাপারে আমাদের গণমাধ্যম ও গণমাধ্যম কর্মীদের সোচ্চার থাকতে হবে। বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) দুপুরে বরিশাল জেলা পুলিশ লাইন্সের ড্রিল শেডে বরিশাল বিভাগের আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা শেষে এ কথা বলেন তিনি। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমাদের বাহিনীগুলোকে জনবান্ধব করে গড়ে তুলতে হবে। সেজন্য আমাদের চেষ্টাগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, দায়িত্ব নেয়ার পর বরিশালে এটাই আমার প্রথম পরিদর্শন। এখানে এসে নিজেকে খুব ধন্য মনে করছি, অন্যান্য জায়গা থেকে এখানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেক ভালো। তিনি আরও বলেন, ভারতীয় গণমাধ্যম প্রতিদিন আমাদের সম্বন্ধে অপপ্রচার করছে, এ ব্যাপারে আপনারা সবসময় সজাগ থাকবেন। তারা মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে, তারা যাতে মিথ্যে রিপোর্ট না দেয় সেজন্য আমি আপনাদের সহযোগিতা চাচ্ছি। সাংবাদিকদের উদ্দেশে উপদেষ্টা বলেন, আপনারা সত্য রিপোর্ট দেন, আমরা যদি কোনো ভুল করি, আপনারা বলেন

২-এর পাতায় দেখুন

অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কারের সঙ্গে ৩১ দফা মিলে যাবে : ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ৩১ দফা শুধু বিএনপির কোনো দফা নয়, যারা আন্দোলন করছিলাম তাদের সবার সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতে তৈরি। এই ৩১ দফা অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কারের সঙ্গে অনেকগুলো মিলে যাবে। বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) রাজধানীর বনানীতে লেকশোর হোটেলে বিএনপির ৩১ দফা রাষ্ট্র

২-এর পাতায় দেখুন

মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবো: তারেক রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, 'গত ১৬ বছরে আমার নিজের, আমার দলের এবং গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তি তথা আপনাদের অনেকের ফ্রিডম অব স্পিচ, ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন এবং ফ্রিডম অব অ্যাসোসিয়েশন সম্পূর্ণভাবে হরণ করা হয়েছে। সেই উপলব্ধিকে ধারণ করে, আমরা সব নাগরিক, বিশেষত মানবাধিকারকর্মী, সংবাদকর্মী ও সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সারদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবো, ইনশাআল্লাহ।' রাষ্ট্র সংস্কারের লক্ষ্যে প্রণীত ৩১ দফাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। '৩১ দফা রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রূপরেখা ও নাগরিক ভাবনায়' শীর্ষক আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তারেক রহমান বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য এমন একটি রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলা, যেখানে ইউটিউব, ফেসবুক ও অন্যান্য অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নিজেদের ভাবনা প্রকাশের কারণে, কিংবা প্রধানমন্ত্রীসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিষয়ে মন্তব্যের দায়ে, কাউকে হেনস্থা করা হবে না।' 'সত্য গোপন করতে মেইনস্ট্রিম ও সোশ্যাল মিডিয়া যেমন বাধ্য থাকবে না, তেমনি মিথ্যা তথ্য দিয়ে সেটির

এসএসসির ফরম পূরণ শুরু ১ ডিসেম্বর, ফি বেড়েছে ১০০ টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : ২০২৫ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নিতে শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণ আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে। জরিমানা ছাড়া এ প্রক্রিয়া চলবে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এবার প্রতি বিভাগে (বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মনবিক) পরীক্ষার্থীদের ফি গত বছরের (২০২৪ সাল) তুলনায় ১০০ টাকা বেড়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ফরম পূরণের পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ফরম পূরণে শিক্ষার্থীদের তথ্যসংবলিত সম্ভাব্য তালিকা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। সম্ভাব্য তালিকা থেকে ১ থেকে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিলম্ব ফি ছাড়া অনলাইনে ফরম পূরণ করতে পারবে শিক্ষার্থীরা। বিলম্ব ফি ছাড়া

২-এর পাতায় দেখুন

প্রকৃতির পরিচর্যা করে পর্যটনের বিকাশ ঘটাতে হবে : হাসান আরিফ

স্টাফ রিপোর্টার : প্রকৃতিকে বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত না করে পরিবেশবান্ধব পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে এবং এর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ। বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সভাকক্ষে কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন। পর্যটন উপদেষ্টা বলেন, অপার সৌন্দর্যের অনুপম লীলাভূমি বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চল আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। পর্যটনের বিকাশে স্থানীয় ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্যকে কাজে লাগাতে হবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্যে পরিণত হবে। এ সময় সরকারি কর্মকর্তাদের শহীদের আত্মত্যাগকে অর্থবহ করতে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান উপদেষ্টা। বেসামরিক বিমান পরিবহন

২-এর পাতায় দেখুন

২০২৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার সিলেবাস ভাইরাল যা জানাল শিক্ষা বোর্ড

স্টাফ রিপোর্টার : সম্প্রতি ফেসবুকে ২০২৬ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার পাঠ্যসূচি (সিলেবাস) সম্পর্কিত যে চিঠি ভাইরাল হয়েছে, তা সঠিক নয় বলে জানিয়েছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকারের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ২০২৬ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার পাঠ্যসূচি সম্পর্কিত যে চিঠি প্রচারিত হয়েছে, যা ঢাকা বোর্ড থেকে ইস্যুকৃত নয়। ২০২৬ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচি সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ ধরনের অপপ্রচার থেকে সতর্ক থাকার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে বোর্ডের পক্ষ থেকে অনুরোধও করা হয়েছে।

গভীর রাতে বিক্ষোভরত আহতদের কাছে ৪ উপদেষ্টা, দাবি পূরণের আশ্বাস

স্টাফ রিপোর্টার : অবশেষে প্রায় সাড়ে ১৩ ঘণ্টা পর সড়ক থেকে হাসপাতালে ফিরতে রাজি হয়েছেন জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিরা। অন্তর্বর্তী সরকারের চারজন উপদেষ্টা ও প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার একজন সহকারী তাঁদের দাবি পূরণের আশ্বাস দেওয়ার পরই সড়ক ছাড়তে রাজি হন তারা। এর আগে যথাযথ চিকিৎসার দাবিতে গত বুধবার দুপুর থেকে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান-নিটোর (পঙ্গু হাসপাতাল) সামনের সড়কে অবস্থান নিয়েছিলেন তারা। এসময় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগমের পদত্যাগেরও দাবি করেন তারা। অভ্যুত্থানে আহত এই ব্যক্তিদের শান্ত করতে গত বুধবার দিবাগত রাত আড়াইটায় পঙ্গু হাসপাতালের সামনের সড়কে তাদের কাছে ছুটে

২-এর পাতায় দেখুন

দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি, দিশেহারা সাধারণ মানুষ। তাই স্বল্পমূল্যে তেল, চাল, ডাল কিনতে টিসিবির ট্রাকের সামনে মানুষের দীর্ঘ লাইন। বৃহস্পতিবার রাজধানীর পল্টন এলাকা থেকে তোলা ছবি

বাবা কারাগারে, মা হারা ৪ শিশুকে দেখভালের নির্দেশ হাইকোর্টের

স্টাফ রিপোর্টার : রাজনৈতিক মামলায় বাবা কারাগারে থাকায় মা-হীন যমজ শিশুসহ মোট চার ভাই-বোনকে দেখভাল করতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। স্থানীয় সমাজসেবা অধিদফতর ও গোপালগঞ্জের ডিসিকে এ নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে। এছাড়াও অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়কে আদালতে আদেশের বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দিতে বলা হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত এই ঘটনা নজরে নিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ স্বতপ্রণোদিত হয়ে এ আদেশ দেন। আদালতে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন নজরে আনেন আইনজীবী ব্যারিস্টার হামিদুল মিসবাহ, ব্যারিস্টার নাজিয়া কবির ও ব্যারিস্টার সিফাত মাহমুদ শুভ।

২-এর পাতায় দেখুন

প্রথমবারের মতো করাচি থেকে পণ্যবাহী জাহাজ এলো চট্টগ্রামে

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : পাকিস্তানের করাচি ও চট্টগ্রাম রুটে কনটেইনারবাহী জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে পানামার পতাকাবাহী একটি জাহাজ দুবাইয়ের জেবেল আলী বন্দর থেকে করাচি বন্দর হয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে। সোমবার (১১ নভেম্বর) জাহাজটি চট্টগ্রামে পৌঁছায় বলে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব মো. ওমর ফারুক জানিয়েছেন। তিনি বলেন, জাহাজটিতে ৩২৮ বক্স কনটেইনারে ৩৭০ টিইইউস (২০ ফুট এককের) কার্গো ছিল। পরদিন মঙ্গলবার জাহাজটি ইন্দোনেশিয়ার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম বন্দর ছেড়ে যায়। জাহাজটির স্থানীয় এজেন্ট সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, জাহাজটি দুবাই থেকে করাচি হয়ে চট্টগ্রাম এসেছে। চট্টগ্রাম থেকে ফিরতি পথে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া হয়ে আবার দুবাই যাবে। এ রুটে জাহাজটি নিয়মিত চলাচল করবে বল আশা করছেন তারা। বুধবার (১৩ নভেম্বর) ঢাকাস্থ পাকিস্তান হাইকমিশন জানিয়েছে, করাচি থেকে সরাসরি পণ্যবাহী একটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে এসেছে, যা দুই দেশের মধ্যে প্রথম সরাসরি সামুদ্রিক সংযোগকে চিহ্নিত করেছে। এই যাত্রা দুই দেশের মধ্যে সরাসরি বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে তুলে ধরেছে। ঢাকায় নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার সৈয়দ আহমেদ মারুফ সরাসরি শিপিং রুটটিকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক বৃদ্ধির পাশাপাশি সমগ্র অঞ্চলে আরও সমন্বিত ও বাণিজ্য নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেন।

হাইকমিশনার বলেন, এই উদ্যোগ কেবল বিদ্যমান বাণিজ্য প্রবাহকে ত্বরান্বিত করবে না বরং ছোট ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে বড় রপ্তানিকারকদের উভয় দিকের ব্যবসার জন্য নতুন সুযোগের প্রচার করবে।

VOLUNTEER TEAM
Manabik Foundation is a voluntary organization engaged in the service of humanity. It's working for the welfare of the poor and helpless people of the country.
MANABIK FOUNDATION
Let's join us
+8801887454562

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা শুক্রবার ॥ ১৫ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ৩০ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা

কুইক রেন্টালে দায়মুক্তির বিধান অবৈধ : হাইকোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার : কুইক রেন্টাল সংক্রান্ত বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বাড়ানো (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ এর অধীন কোনো কর্মকাণ্ডের বিষয়ে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না এবং ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রীর একক সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিধান অবৈধ ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট। এ বিষয়ে জারি করা রুল যথাযথ ঘোষণা করে বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরী হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন। রিটের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী শাহদীন মালিক। রায়ের পর তিনি বলেন, আদালত বলেছেন- এ আইনের অধীন চুক্তিগুলো এখন সরকার পুনর্মূল্যায়ন করতে পারবেন। এর আগে আইনের ৬ (২) ও ৯ ধারা বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহদীন মালিক ও আইনজীবী তাইয়্যেবুল ইসলাম সৌরভ। রিটের পর গত ২ সেপ্টেম্বর শাহদীন মালিক জানিয়েছেন, এটি কুইক রেন্টাল আইন নামে পরিচিত। সরকারের সব ক্রয় একটি প্রক্রিয়া তথা টেন্ডারের মধ্য দিয়ে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে মন্ত্রী একক বিবেচনায় যাকে ইচ্ছা তাকে দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কোনো সভ্য রাষ্ট্রে মন্ত্রীর একক ক্ষমতা থাকতে পারে না। আর বলা হচ্ছে, এ আইনের অধীনে কর্ম নিয়ে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না। আদালতের এখতিয়ার রদ করতে পারে এমন কোনো আইন হতে পারে না। এটা চ্যালেঞ্জ করেছি। আদালত সপ্তাহের জন্য রুল দিয়েছেন। রুলে আইনের ৬(২) এবং ৯ ধারা কেন আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়েছেন। আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং বিভাগের সচিব, অর্থ বিভাগের সচিব, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ সচিব, পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়। এ রুলের ওপর গত ৭ নভেম্বর শুনানি শেষ হয়েছিল।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বাড়ানো (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ এর 'আদালত, ইত্যাদির এখতিয়ার রহিতকরণ' সংক্রান্ত ৯ ধারায় বলা হয়েছে, এ আইনের অধীন কৃত, বা কৃত বলিয়া বিবেচিত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা, প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশের বৈধতা সম্পর্কে কোনো আদালতের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৬ (২) ধারার বলা হয়েছে, উপধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীর সম্মতি গ্রহণক্রমে যেকোনো ক্রয়, বিনিয়োগ পরিকল্পনা বা প্রস্তাব ধারা ৫ এ বর্ণিত প্রক্রিয়াকরণ কমিটি সীমিত সংখ্যক অথবা একক কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ ও দরকষাকষির মাধ্যমে ওই কাজের জন্য মনোনীত করে ধারা ৭ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে অর্থনৈতিক বিষয় বা সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে পাঠানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

ভোটার স্থানান্তরের আবেদন সাতদিনের মধ্যে নিষ্পত্তির নির্দেশ ইসির

স্টাফ রিপোর্টার : কোনো ভোটার তার ভোটার এলাকা স্থানান্তরের আবেদন করলে তা সাত কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য মাঠ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) নির্দেশনাটি মাঠ কর্মকর্তাদের পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়াও একগুচ্ছ নির্দেশনা প্রতিপালনের জন্য বলা হয়েছে সব আঞ্চলিক ও জেলা এবং উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, মাইগ্রেশন আবেদন প্রাপ্তির সাত কার্যদিবসের মধ্যে মাইগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। মাইগ্রেশন আবেদন গ্রহণের সময় আবেদনকারীকে উপস্থিত হতে হবে সশরীরে। এ ছাড়া আবেদনপত্র জমাদানের সময় আবেদনকারীর ফিংগার প্রিন্ট নেওয়ার প্রয়োজনীয় কারিগরি ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে একজন ভোটার কতবার ভোটার স্থানান্তর করতে পারবেন, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কার্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে জেলা নির্বাচন অফিসারদের গরমৎধঃরড়হ আবেদন দেখার ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানান্তরের বিষয়টি একটি কমিটি করে যাচাই-বাছাই করে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। অন্যদিকে ম্যাডনেস স্ট্যাটাসে থাকা ভোটারদের তথ্যের জটিলতা নিরসনে একটি বিবরণী উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার কর্তৃক প্রেরণ করা হলে পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে কারিগরি অধিশাখাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

এ ছাড়া দ্বৈত ভোটার (Duplicate Voter) নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ভোটারের

৭-এর পাতায় দেখুন

বেনাপোলে এক কিলোমিটার জায়গাজুড়ে যাত্রী টার্মিনাল তৈরি হবে : নৌ-উপদেষ্টা

বেনাপোল প্রতিনিধি : বেনাপোল চেকপোস্টে যাত্রীদের হয়রানি বন্ধে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বন্দরে কার্গো ভেহিকেল টার্মিনাল উদ্বোধনের পর তিনি এ নির্দেশ দেন। এম শাখাওয়াত হোসেন বলেন, ভারতীয় পণ্যবোঝাই ট্রাক এ কার্গো ইয়ার্ডে রাখা হবে। একই সঙ্গে রপ্তানিমুখী বাংলাদেশি পণ্যবোঝাই ট্রাকগুলোও এ ইয়ার্ডে অবস্থান করবে। প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সময় স্কেলে ট্রাকগুলো ওজন করা হবে। ফাঁকির কোনো সুযোগ থাকবে না। পাসপোর্টযাত্রীদের দুর্ভোগের বিষয়ে উপদেষ্টা বলেন, আমরা একটি মাস্টার প্লান তৈরি করছি। যাত্রীদের আর কাকের মত বাইরে বসে থাকতে হব না। এক কিলোমিটার জায়গা নিয়ে বড় ধরনের একটি যাত্রী টার্মিনাল তৈরি করা হবে। সেখানে বসা, খাওয়ার জায়গাসহ সব সুযোগ-সুবিধা থাকবে। বাস থেকে নামার পর চেকপোস্টে যাত্রীদের নানাভাবে হয়রানি বন্ধে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। এসময় নৌ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব দেলোয়ারা বেগম, বন্দরের চেয়ারম্যান মানজারুল মান্নান (অতিরিক্ত সচিব), জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম, বিজিবি দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের রিজিওন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হুমায়ুন কবির, বেনাপোল কাস্টমসের কমিশনার মো. কামরুজ্জামান, শার্শা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী নাজিব হাসান, শার্শা উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা নুসরাত ইয়াসমিন, বেনাপোল স্থলবন্দরের উপ-পরিচালক মামুন তরফদার, বেনাপোল সিঅ্যান্ডএফ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শামসুর রহমান ও সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান সজন প্রমুখ উপস্থিত ছিলন। ৩২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ টার্মিনালে একসঙ্গে ১২০০-১৫০০ পণ্যবাহী ট্রাক রাখা যাবে। ফলে দীর্ঘদিনের ভোগান্তি কমে আসবে। দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত বাণিজ্য ও রাজস্ব আয় বাড়বে বলে মনে করেন।

৮ বাস যাত্রীকে পুড়িয়ে হত্যা: সাবেক রেলমন্ত্রীর ভাতিজা গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : ২০১৫ সালে বাসে পেট্রলবোমা হামলার ঘটনায় সাবেক রেলমন্ত্রী ও কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) আসনের আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) মুজিবুল হকের ভাতিজা তোফায়েল হোসেনকে (৫০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে চৌদ্দগ্রাম থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোহাম্মদ আবদুল্লাহ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গ্রেপ্তার তোফায়েল উপজেলার বুসয়ারা গ্রামের মৃত আম্বর আলীর ছেলে। তিনি চৌদ্দগ্রাম থানা আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সদস্য। পুলিশ সূত্র জানায়, মুজিবুল হকের ভাতিজা তোফায়েল চৌদ্দগ্রামে আট বাস যাত্রীকে পুড়িয়ে হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। এ ছাড়া তার বিরুদ্ধে কুমিল্লা কোতয়ালি মডেল থানায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলা ও হত্যাচেষ্টার

৭-এর পাতায় দেখুন

সিলেটে মোমেন দম্পতিসহ ২১৩ জনের নামে বিস্ফোরক আইনে মামলা

সিলেট প্রতিনিধি : এবার বিস্ফোরক ও হত্যাচেষ্টা মামলায় আসামি হলেন ড. এ কে এম আব্দুল মোমেন ও সেলিনা মোমেনসহ ২১৩ জন। মামলায় ১৫৩ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরও ৫০ থেকে ৬০ জনকে আসামি করা হয়েছে। সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার মোগলাবাজারের জালালপুরের সদরপুর গ্রামের বাসিন্দা মৃত তফুর আলীর ছেলে মো. আলাল মিয়া কোতোয়ালি থানায় এ মামলা দায়ের করেন। সিলেটের কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জিয়াউল হক মামলাটি রেকর্ডের বিষয় নিশ্চিত করে বলেন, ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩/৪ তৎসহ দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩২৩/৩২৫/৩২৬/ ৩০৭/১০৯/১১৪ ধারায় এ মামলা রুজু করা হয়। সিলেট-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ও তার স্ত্রী সেলিনা মোমেনসহ ছাড়াও এজাহারে উল্লেখযোগ্য আসামিরা হলেন- সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী (৫০), মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন (৬১), মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি আফতাব হোসেন খান, ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর এস এম শওকত আমীন তৌহিদ (৪৬), মহানগর

৭-এর পাতায় দেখুন

১১ দিনে ১৩শ' সরকারি আইন কর্মকর্তা নিয়োগ

স্টাফ রিপোর্টার : নভেম্বর মাসের ৩ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত ১১ দিনে দেশের ২৫টি জেলার বিভিন্ন আদালতে ১ হাজার ২৯৯ জন আইনজীবীকে সরকারি আইন কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়। গতকাল বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান মন্ত্রণালয়ের পাবলিক রিলেশন্স অফিসার ড. মো রেজাউল করিম। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সরকারি কৌসুলি (জিপি), অতিরিক্ত সরকারি কৌসুলি, সহকারী সরকারি কৌসুলি, পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি), অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর ও সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে ১ হাজার ২৯৯ জন আইনজীবীকে নিয়োগ দিয়েছে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এর বাইরে আরও ২০ জন আইনজীবীকে বিডিআর (বর্তমানে বিজিবি) বিস্ফোরক দ্রব্য

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেলে আহতদের পুর্নবাসন করা হবে : সালাউদ্দিন

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে আহতদের পুনর্বাসন নিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন আহম্মেদ বলেছেন, আমরা আগামীতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেলে আহতদের পুনর্বাসন করা হবে। বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) রাজধানীর পঙ্গু হাসপাতালে জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহতদের দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। এ সময় আহতদের তারেক রহমানের পক্ষ থেকে ৫ লাখ টাকা সহায়তা দেন তিনি।

সালাউদ্দিন বলেন, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নির্দেশ দিয়েছেন আহতদের পাশে থাকতে। তাৎক্ষণিকভাবে গতরাতে তিনি ৫ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন। সেটা পৌঁছে দিতে এসেছি এখানে। সালাউদ্দিন বলেন, দেশে এখনও ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী কীভাবে মুক্ত বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। কীভাবে দেশে রাজনীতি করার কথা বলে আমরা বুঝি না।

৩০ নভেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে হজের প্রাথমিক নিবন্ধন

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি বছর হজ নিবন্ধনের সময় আর বাড়ছে না। ৩০ নভেম্বরের মধ্যেই শেষ করতে হবে হজের প্রাথমিক নিবন্ধন। বৃহস্প?তিবার (১৪ নভেম্বর) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ অনুবিভাগ হতে এ-সংক্রান্ত পত্র জারি করা হয়। হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তি, হজ এজেন্সি ও সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্রে বলা হয়, ২০২৫ সালে হজে গমনের জন্য পূর্ব ঘোষণা অনুসারে আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সরকারি-বেসরকারি উভয় মাধ্যমের হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তিরা তিন লাখ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে প্রাথমিক নিবন্ধন সম্পন্ন করবেন। প্রাথমিক নিবন্ধনের সময় সরকারি মাধ্যমে সাধারণ হজ প্যাকেজ-১ ও সাধারণ হজ প্যাকেজ-২ এর যে কোনটি নির্বাচন করা যাবে। ৩০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রাথমিক নিবন্ধনের পাশাপাশি প্যাকেজের সম্পূর্ণ টাকা জমা দিয়ে চূড়ান্ত নিবন্ধনও করা যাবে। তবে

৭-এর পাতায় দেখুন

জেনেভায় আসিফ নজরুলকে হেনস্তা : শ্রম কাউন্সেলরকে স্ট্যান্ড রিলিজ

স্টাফ রিপোর্টার : কদিন আগেই সুইজারল্যান্ডের জেনেভা বিমানবন্দরে হেনস্তার শিকার হন আইন, বিচার ও প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুল । এ ঘটনায় জেনেভায় বাংলাদেশ মিশনের শ্রম কাউন্সেলর মুহাম্মদ কামরুল ইসলামকে 'স্ট্যান্ড রিলিজ' করা হয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাকে ঢাকায় ফিরতে বলা হয়েছে। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র গত বুধবার রাতে গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্রের বরাত দিয়েও একাধিক গণমাধ্যম খবর প্রকাশ করেছে। জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) গভর্নিং বডি এবং সংস্থাটির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করতে দেশটি সফরে যান আসিফ নজরুল। বৈঠক শেষে গতকাল বৃহস্পতিবার দেশে ফিরছিলেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। দূতাবাসের প্রটোকলে তিনি গাড়িতে করে জেনেভা

৭-এর পাতায় দেখুন

কুয়াশায় ভেজা সকালে পোকামাকড় থেকে ফসল রক্ষায় পটল গাছের মাচায় কীটনাশক স্প্রে করছেন এক কৃষক। ছবিটি রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার ভড়ুয়াপাড়া এলাকা থেকে তোলা।

মৃত্যুর ৯৮ দিন পর মিরাজের লাশ উত্তোলন

লালমনিরহাট প্রতিনিধি : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ঢাকার যাত্রাবাড়িতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ৯৮ দিন পর কবর থেকে মিরাজুল ইসলাম মিরাজের লাশ উত্তোলন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর ৫টার দিকে লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার মহিষখোচায় ইউনিয়নের আনছার খার পুকুর এলাকায় নিজ বাড়ির পাশে কবরস্থান থেকে তার লাশ উত্তোলন করা হয়। তিনি ওই গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে। আদিতমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নুর ই আলম সিদ্দিকী লাশ উত্তোলনের সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় মামলার তদন্ত কর্মকর্তাসহ পুলিশের কর্মকর্তারাও তার সঙ্গে ছিলেন। লাশ উত্তোলন করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ। জানা গেছে, স্থানীয় মহিষখোচা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০২১ সালে এসএসসি পাশ করে সিএনজি

৭-এর পাতায় দেখুন

ডায়াবেটিসে আক্রান্তের হার গত ৩০ বছরে দ্বিগুণ হয়েছে : গবেষণা

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্বব্যাপী ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দ্রুতহারে বাড়ছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিবাসীরা অধিক হারে ডায়াবেটিসে আকান্ত হচ্ছেন। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ২০২২ সাল পর্যন্ত বিশ্বে ডায়াবেটিসে আক্রান্তের হার ছিল গড়ে ১৪ শতাংশ। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বিশ্বে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ২০০ মিলিয়ন। বর্তমানে বিশ্বে ডায়াবেটিসে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮০০ মিলিয়নে।

ডায়াবেটিস টাইপ ওয়ানে আক্রান্তদের বেশিরভাগই তরুণ। ইনসুলিনের অভাবের কারণে এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন তারা। টাইপ টু-তে আক্রান্তদের বেশিরভাগ মধ্য বয়সী। এই বয়সী-রা ইনসুলিনের প্রতি সংবেদনশীলতা হারানোর কারণে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হচ্ছেন। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, জাপান, কানাডা বা পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ যেমন ফ্রান্স এবং ডেনমার্কের মতো কিছু ধনী দেশে ডায়াবেটিসে আক্রান্তের হার একই রয়ে গেছে। এমনকি কমেছে। কিন্তু নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে ডায়াবেটিসে আক্রান্তের হার ক্রমবর্ধমানভাবে বাড়ছে। যেমন পাকিস্তানের প্রায় এক তৃতীয়াংশ নারী এখন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। কিন্তু ১৯৯০ সালের আগ পর্যন্ত পাকিস্তানে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত নারীর সংখ্যা দশ শতাংসেরও কম ছিল। গবেষকেরা জোর দিয়ে বলছেন, ডায়াবেটিস টাইপ টু প্রধানত অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণের কারণে হয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি একটি উদ্বেগজনক ব্যাপার যে, নিম্ন মধ্যবিত্ত দেশগুলোতে তরুণরা আক্রান্ত হচেছ এবং চিকিৎসার অভাবে তারা জীবনব্যাপী নানা জটিলতায় ভুগছে। এসব জটিলতার কারণে হৃদরোগ, কিডনির

৭-এর পাতায় দেখুন

সাবেক এমপি মুকুল কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় রাজধানীর মিরপুরে নাহিদুল ইসলাম হত্যা মামলায় ভোলা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আলী আজম মুকুলকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) তাকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও মিরপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর মো. আল আমিন তালুকদার। এদিন আসামি পক্ষের আইনজীবী খায়ের উদ্দিন শিকদার জামিন চেয়ে শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষে ঢাকা মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক এর বিরোধিতা করেন। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাতুল্লাহ তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। বুধবার (১৩ নভেম্বর) রাতে রাজধানীর

৭-এর পাতায় দেখুন

১৮৪ কোটি টাকা পাচারের মামলায় বিএনপি নেতা ফালুসহ ৩ জনকে অব্যাহতি

স্টাফ রিপোর্টার : দুবাইয়ে ১৮৩ কোটি ৯২ লাখ টাকা পাচারের মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসনের সাবেক উপদেষ্টা মোসাদ্দেক আলী ফালুসহ তিন জনকে অব্যাহতি দিয়েছেন আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকার বিভাগীয় বিশেষ জজ এসএম জিয়াউর রহমানের আদালতের তাদের অব্যাহতির আদেশ দেন। অব্যাহতি পাওয়া অপর দুই আসামি হলেনড় আরএকে সিরামিকস লিমিটেডের ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এ কে ইকরামুজ্জামান এবং স্টার সিরামিকস প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালক সৈয়দ এ কে আনোয়ারুজ্জামান। আসামিদের পক্ষে মাসুদ আহমেদ তালুকদার অব্যাহতি চেয়ে শুনানি করেন। দুদকের পক্ষে মীর আহাম্মদ আলী সালাম আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জগঠনের পক্ষে শুনানি করেন।

৭-এর পাতায় দেখুন

শেষ কার্যদিবসে সূচকের উত্থান, বেড়েছে লেনদেন

স্টাফ রিপোর্টার : সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সূচকের উত্থানে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন ডিএসই ও সিএসইতে আগের কার্যদিবসের চেয়ে টাকার পরিমাণে লেনদেন কিছুটা বেড়েছে। সেই সঙ্গে উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দাম বেড়েছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে জানা গেছে, দিন শেষে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ৩৯.৩০ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৫ হাজার ৩৫৫ পয়েন্টে। ডিএসই শরিয়া সূচক ৪.৫৬ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ১৮৯ পয়েন্টে এবং ডিএস৩০ সূচক ১৪.২০ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৯৮৬ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। ডিএসইতে মোট ৩৯৬টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ২৫৮টি কোম্পানির, কমেছে ৮৩টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৪৫টির। এদিন ডিএসইতে মোট ৫৭৬ কোটি ৩৩ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৪৭৯ কোটি ৮৭ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই)

৭-এর পাতায় দেখুন

গাজীপুরে সড়ক অবরোধ করে পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভ

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের শ্রীপুরে এইচডিএফ অ্যাপারেলস লিমিটেড নামে একটি পোশাক কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের নোটিশ দেওয়ায় একটি আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন শ্রমিকরা। এতে ওই সড়কে যানবাহন আটকে পড়ে দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের জৈনাবাজার কলেজ রোড এলাকায় ওই কারখানার সামনে জৈনাবাজার-কাওরাইদ সড়কের ওপর অবস্থান নিয়েছেন শ্রমিকরা। কারখানার ফিনিশিং সেকশনের অপারেটর তাসলিমা বেগম, জোছনা আক্তার, রোজিনা বেগম, নিটিং সেকশনের কোকিলা, নাসরিন আক্তার এবং সুইং সেকশনের সানোয়ার হোসেন বলেন, আমরা প্রায় ৪শ শ্রমিক এই কারখানায় কাজ করি। আমাদের ন্যায্য পাওনা হাজিরা বোনাস, নাইট

৭-এর পাতায় দেখুন

সদরঘাট-গুলিস্তানের জ্যামে ঘণ্টা পার, নিরসনের উপায় কী?

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর ব্যস্ততম এলাকারগুলোর অন্যতম সদরঘাট। নৌপথে ঢাকায় প্রবেশ কিংবা লঞ্চে ঢাকা ছাড়ার একমাত্র পথ এটি। কোর্টে আসা-যাওয়া বা ব্যবসার কাজেও এই এলাকায় প্রতিদিন লাখো মানুষের সমাগম ঘটে। মহল্লায় মহল্লায় কাঁচাবাজার থেকে শুরু করে চাল, আলু, পেঁয়াজ, ফলমূলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্যের আড়ত এখানে। আছে সরকারি-বেসরকারি ঐতিহ্যবাহী অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ঐতিহাসিক অনেক স্থাপনারও অবস্থান সদরঘাটের কাছাকাছি। নানা কারণে এই এলাকাটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও যানজটের কারণে এখানে আসার কথা ভাবলে আঁতকে ওঠেন অনেকে। দিনের পর দিন চলা তীব্র যানজটে নাজেহাল-হয়রান এই এলাকার বাসিন্দা থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজে দূর-দূরান্ত থেকে আসা যাত্রী ও যানবাহনের চালকেরা। গুলিস্তান-সদরঘাট এলাকা ঘুরে, পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ, যানবাহনের চালক-যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে যানজটের বেশ কয়েকটি কারণ। তারা জানান, দক্ষিণের পথে অনেকটা বাধাহীনভাবেই রাজধানীতে প্রতিদিন ঢুকছে অনুমোদনহীন বাস। এসব অতিরিক্ত যানবাহনের অধিকাংশ গুলিস্তান-ফুলবাড়িয়া এলাকায় চলে আসছে।

তাছাড়া শিথিল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে সড়ক ও ফুটপাত দখল, ব্যাটারিচালিত রিকশা এবং রাইড শেয়ারিংয়ের মোটরসাইকেলের এলোমেলো চলাফেরা, অবৈধভাবে পার্কিং বাড়িয়ে দিচ্ছে যানজটের তীব্রতা।রাস্তার ওপর দোকান গুলিস্তানের আশেপাশে একটু ঘুরলেই দেখা যাবে, সড়কের বেশিরভাগ অংশ দখল করে বসানো হয়েছে দোকানপাট। গুলিস্তান সিনেমা হলের সামনে থেকে গোলাপশাহ মাজার পর্যন্ত একমুখী চলাচলের সড়কটি চার লেনের। দু'পাশের ফুটপাত, সঙ্গে ওই সড়কের তিনটি লেনে দোকানপাট। সেখানে একটি গাড়ি কোনোমতে জায়গা করে নিয়ে চলতে পারে। সার্জেন্ট আহাদ পুলিশ বক্স থেকে

৭-এর পাতায় দেখুন

ঝালকাঠিতে আমুসহ ৫৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা

ঝালকাঠি প্রতিনিধি : ঝালকাঠি জেলা বিএনপির কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুর করার অভিযোগে আওয়ামী লীগের উপদেষ

চাকরি ছাড়লেন আবু সাঈদের দুই

ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক ইয়াসিন হোসেন দুই ভাইয়ের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন। আমাকে করা হয়েছিল বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকার এক্সিকিউটিভ কর্মকর্তা ও আমার ছোট ভাই আবু হোসেনকে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল নিউজ টোয়েন্টিফোরের এক্সিকিউটিভ কর্মকর্তা। আমাদের কর্মস্থল বলা হয়, রংপুরে; কিন্তু কী কাজ, আমরা জানি না। তাই কর্মস্থলে যোগদান করিনি। ৮ নভেম্বর আমরা বসুন্ধরা গ্রুপের ই-মেইলে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি। আবু হোসেন বলেন, ৮ নভেম্বর বসুন্ধরা গ্রুপের ই-মেইলে পাঠালেও ১০ নভেম্বর কর্তৃপক্ষের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও পদত্যাগপত্র পাঠাই। মঙ্গলবার রেজিস্ট্রি করে ডাকযোগেও পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি। চাকরি ছাড়ার বিষয়ে জানতে চাইলে আবু হোসেন বলেন, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার কারণে কর্মস্থলে উপস্থিত হতে পারছি না। তাই কাজ ছাড়া বেতন নিয়ে আবু সাঈদের আত্মত্যাগের মহিমাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাই না আমরা। গত ১৬ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত হন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ।

বন্ধ বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো চালুর

ধারার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের দুই আইনজীবী। রিটে বিবাদী করা হয়েছে, আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং বিভাগের সচিব, অর্থ বিভাগের সচিব, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজসম্পদ সচিব, পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানকে। আইনের ৬(২) এবং ৯ ধারা কেন আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না এই মর্মে রুল জারির আর্জি জানানো হয়েছে।

কমে আসবে তাপমাত্রা

২৪ ঘণ্টায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। এসময় সারা দেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

৫ আগস্ট পুলিশের গুলিতে আহত

অপারেশন হয়। দু-দিন পর তাকে রিলিজ দেওয়া হলে তিনি বাসায় চলে যান। তবে যশোর গিয়ে তার প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হলে তাকে আবার ঢাকা মেডিকেলে আনা হয়। চিকিৎসকরা মাথার ভেতরে ইনফেকশন দেখতে পান যা তরল প্লাজমার মতো গলে গলে পড়তে থাকে। আবার তার অপারেশন করা হয়। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় গত ২২ আগস্ট তাকে সিএমএইচে স্থানান্তর করা হয়।

বাবা কারাগারে, মা হারা ৪ শিশুকে

অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তানিম খান, সাজিয়া আফরিন ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন। পরে আইনজীবীরা জানান, এক মাস আগে জন্ম নিয়েছে শিশু সাজ্জাদ মোল্লার (১৩) যমজ দুই বোন। যমজ সন্তানদের জন্মের এক সপ্তাহ পর মারা যান মা। এদিকে রাজনৈতিক মামলায় কারাবন্দি হন সাজ্জাদের দিনমজুর বাবা জামাল মিয়া। এতে নবজাতক দুই বোনসহ তিন বোনকে নিয়ে খেয়ে না খেয়ে দিন পার করছে সাজ্জাদ। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ার চিত্রাপাড়া গ্রামের জামাল মিয়া পেশায় দিনমজুর। একমাস আগে জামাল মিয়ার স্ত্রী সাথী বেগম যমজ কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। এর ছয়দিন পর সাথী বেগম মারা যান। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সদ্য জন্ম নেওয়া দুগ্ধপোষ্য দুই কন্যাসহ চার ছেলেমেয়ে নিয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন জামাল মিয়া। ঘরে অসুস্থ মা ও চার শিশু সন্তানের লালন পালন করে দিন কাটছিল তার। এ অবস্থায় গত ৮ নভেম্বর দিবাগত রাতে কোটালীপাড়া থানা পুলিশ জামাল মিয়াকে বাড়ি থেকে ধরে থানায় নিয়ে যায়। এরপর গোপালগঞ্জ সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়। গোপালগঞ্জ সদর থানা পুলিশ পরদিন ৯ নভেম্বর জামাল মিয়াকে স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ক্রীড়া সম্পাদক শওকত আলী দিদার হত্যা মামলায় সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠায়। জামাল মিয়ার ভাই মনির মিয়া বলেন, আমার ভাই কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত নেই। একসময় সে আমতলী ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক ছিল। পুলিশ কী কারণে আমার ভাইকে ধরে নিয়ে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে জেলহাজতে পাঠিয়েছে তা আমাদের জানা নেই। তার সন্তানদের ঘরে খাবার নেই। কষ্টে দিন পার করছে তারা। এর মধ্যে নবজাতক দুই শিশুর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। তিনি জানান, জামালের প্রথম সন্তান সাজ্জাদ মিয়া (১৩) এম এম খান উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। দ্বিতীয় সন্তান ফারিয়া চিত্রাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণির ছাত্রী। এ ছাড়া এক মাস বয়সী দুটি কন্যাসন্তান রয়েছে তার। স্ত্রী সাথী বেগম মারা যাওয়ার পর চার সন্তান ও বৃদ্ধা মায়ের দেখাশোনাও জামালই করতেন। তাদের দেখার আর কেউ নেই।

গভীর রাতে বিক্ষোভরত আহতদের

যান আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার, স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, উপদেষ্টা মাহফুজ আলম এবং প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায় সহকারী (স্বাস্থ্য) হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মো. সায়েদুর রহমান। উপদেষ্টারা ভুল স্বীকার ও দুঃখপ্রকাশ করেন। তাঁরা আহতদের দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনার জন্য গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ২টায় সচিবালয়ে বৈঠকে বসার কথা বলেন। আহতদের প্রতিনিধি দলের যাওয়ার জন্য দুটি গাড়ি পাঠাবেন বলে জানান। আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য একটি রূপরেখা তৈরি করে ডিসেম্বরের মধ্যে তা বাস্তবায়নের ঘোষণা দেন। আহতদের উদ্দেশে উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেন, এখন এখানে আপনাদের কথা শোনার মতো উপযুক্ত সময় নয়। আগামীকাল (গতকাল বৃহস্পতিবার) ২টার সময় সচিবালয়ে আসেন। সেখানে আলোচনার ভিত্তিতে একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা হবে। সেই রূপরেখা ডিসেম্বরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। এখন পর্যন্ত সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, আপনাদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা হবে। আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, আমাদের ব্যর্থতা, আমাদের ভুল আছে। কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে আমাদের ঘাটতি ছিল না। যে কোনও কারণেই হোক আমরা পারিনি। আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখুন, আমরা একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা দিব, লিখিত দিব। নিজেদের দুর্বলতার কথা স্বীকার করে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, একটা ভঙ্গুর অবস্থার মধ্যে আমরা দায়িত্ব নিয়েছি। বহু সমস্যা দেখা দিয়েছে। আসুন আমরা আলোচনার ভিত্তিতে একটা রূপরেখা তৈরি করি। সেটা ঠিকমতো বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা, তা দেখার জন্য আপনারা একটা টিম করবেন। স্বাস্থ্য উপদেষ্টার সহকারীর দায়িত্বে আসা ড. মো. সায়েদুর রহমান আহতদের দেশের সেরা চিকিৎসা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেন। উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, আমরা কথা দিচ্ছি, আপনাদের সমস্যাগুলোর সমাধান করব। না পারলে তখন যা ইচ্ছা করবেন, কোনও আপত্তি থাকবে না। তবে আপনাদের সুষ্ঠু চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা হবে। এরপর আহতরা হাসপাতালে ফিরতে রাজি হন। তখন উপদেষ্টারা তাঁদের নিয়ে হাসপাতালে ঢোকেন। রোগীদের হাসপাতালের শয্যায় পৌঁছে দিয়ে পঙ্গু হাসপাতাল ও জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে ভর্তি অন্য রোগীদের দেখে রাত সোয়া ৪টার পর বাসার উদ্দেশে যাত্রা করেন উপদেষ্টারা। এর আগে পঙ্গু হাসপাতাল ও পাশের জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অর্ধশতাধিক ব্যক্তি গত বুধবার দুপুর ১টা থেকে হাসপাতালের সামনের সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এই ব্যক্তিদের কারও এক পা নেই, কেউ হুইলচেয়ারে বসা, আবার কারও চোখে ব্যান্ডেজ রয়েছে। তাঁরা এক পর্যায়ে স্বাস্থ্য উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান দেন। পরে হাসপাতালে ফিরে যেতে চার উপদেষ্টাকে সেখানে উপস্থিত হওয়ার শর্ত দেন। তাদের শর্ত অনুযায়ী উপদেষ্টারা না যাওয়ায় রাত ১২টার পর হাসপাতাল থেকে বিছানাপত্র এনে সামনের ওই সড়কে অবস্থান চালিয়ে যান তাঁরা।

প্রকৃতির পরিচর্যা করে পর্যটনের

ও পর্যটন সচিব নাসরীন জাহানের সভাপতিত্বে সভায় বক্তৃতা করেন ট্যুরিজম বোর্ডের সিইও আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সায়েমা শাহীন সুলতানা, ফাতেমা রহিম ভীনা প্রমুখ।

এসএসসির ফরম পূরণ শুরু ১

অনলাইনে ফি জমা দেওয়ার সময় ১০ ডিসেম্বর। ১০০ টাকা বিলম্ব ফি বা জরিমানা দিয়ে শিক্ষার্থীরা ১১-১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফরম পূরণ করতে পারবে। জরিমানাসহ ফি জমা দেওয়া যাবে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বিলম্ব ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর। সব বিভাগে ফি বেড়েছে ১০০ টাকা বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের জন্য প্রতি বছরের মতো এবারও আলাদা ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। এবার বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ ফি দিতে হবে ২ হাজার ২৪০ টাকা। গত বছর বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ ফি ছিল ২ হাজার ১৪০ টাকা। অর্থাৎ, ফরম পূরণ ফি ১০০ টাকা বেড়েছে। একইভাবে মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় এবার ফি ১০০ টাকা বাড়িয়ে ২ হাজার ১২০ টাকা করা হয়েছে, ২০২৪ সালের এসএসসি পরীক্ষায় যা ছিল ২ হাজার ২০ টাকা। বোর্ড জানিয়েছে, ফরম পূরণের এ ফি'র মধ্যে ব্যবহারিক পরীক্ষা, কেন্দ্র ফিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এদিকে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিলম্ব ফি নিতে পারবে সর্বোচ্চ ১০০ টাকা। তাছাড়া পরীক্ষা যখনই হোক না কেন, নবম ও দশম শ্রেণি মিলিয়ে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ২৪ মাসের বেশি সময়ের বেতন ও সেশন চার্জ নেওয়া যাবে না।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত

প্রচারেও সরকার কাউকে চাপ দেবে না। তবে দেশ গঠনের দায়িত্ব সবার এবং আমরা মিডিয়ার কাছ থেকে নিরপেক্ষ এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রত্যাশা করি।' 'বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম, অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা ও বিচার, পরোয়ানা ছাড়াই গণগ্রেফতার এবং চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের মাধ্যমে যে ভয়ের সংস্কৃতি গত ১৬ বছরে গড়ে উঠেছিল, জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলে বিএনপি সরকারের সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে সেটি নির্মূল করার জন্য। জাতিসংঘ প্রণীত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুসারে আমরা নিশ্চিতের চেষ্টা করবো প্রতিটি নাগরিকের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা।' 'নিজ গতিতেই ক্যাপিটাল আসবে' বিএনপির শীর্ষনেতা বলেন, 'আমরা যদি একটি রুলস-বেসড রাষ্ট্র কাঠামো নিয়ে আসতে পারি, সারা পৃথিবী থেকে প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ও প্রাইভেট ক্যাপিটাল নিজ গতিতেই বাংলাদেশে আসবে। আমাদের পাবলিক সেক্টরের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে, দেশের উন্নয়ন ও উৎপাদনে ভূমিকা রাখবে।' 'আমরা নিশ্চিত করতে চাই, আগামীর বাংলাদেশে আর কোনও ব্যক্তি, এমনকি প্রধানমন্ত্রীও স্বেচ্ছাচারী হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারবে না। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে সরকারের প্রতিটি লেভেলে নিশ্চিত করা হবে কেউ জবাবদিহির ঊর্ধ্বে না, কেউ আইনের ঊর্ধ্বে না।' তিনি বলেন। বিএনপির পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে তারেক রহমান উল্লেখ করেন, বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে, আমরা দল-মত নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেন, 'ঠিক যেভাবে আজ থেকে দুই দশক আগে, বিএনপি সরকারের সময়, বাংলাদেশে মিডিয়া নির্ভয়ে সরকারের সমালোচনা করতে পারতো, কার্টুন আঁকতে পারতো।' সভায় অংশগ্রহণকারী দলীয় নেতা ও অতিথিদের একাংশ সভায় অংশগ্রহণকারী দলীয় নেতা ও অতিথিদের একাংশ তারেক রহমান বলেন, 'আপনাদের নিশ্চই মনে আছে, আমাকে নিয়ে এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়ে, মিডিয়ার একাংশ ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করেছিল, মিডিয়া ট্রায়াল ও প্রপাগান্ডা ক্যাম্পেইন করেছিল। কিন্তু আমরা তার প্রতিদানে কোনও মিডিয়ার কণ্ঠরোধ করিনি, কাউকে হেনস্থা করিনি, কোনও সম্পাদককে জেলে পাঠাইনি।'

তিনি বলেন, 'ক্ষমতার পরিবর্তন মানে কেবল একটি দল থেকে অন্য দলের কাছে রাষ্ট্রের ক্ষমতা হস্তান্তর নয়। বরং, ক্ষমতার পালাবদলে এমন এক রাজনৈতিক সংস্কৃতির সূচনা হওয়া উচিত, যেখানে সমাজের পরিবর্তিত অবস্থা ও জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখা যায়।' তিন মানে কী করেছে বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজের দলের পরিস্থিতি তুলে ধরে বলেন, 'ফ্যাসিবাদের পতনের পর গত ৩ মাসে বিএনপির জাতীয় নেতারা এমন অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেনড় যাতে রাজনীতিতে আধুনিকায়নের উন্মেষ ঘটে। সেসব উদ্যোগকে তারুণ্যের উদ্দীপনায় দেশজুড়ে প্রতিপালন করেছে বিএনপির তৃণমূল।''ফলে আপনারা দেখেছেন, অতীতের মতোই কিভাবে বিএনপির নেতা-কর্মীরা বন্যার সময় সর্বোচ্চ সাংগঠনিক শক্তি ও সাহায্য নিয়ে জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে। গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও আহত পরিবারগুলোকে আন্তরিক সহায়তা প্রদানের চেষ্টা করছে। জনদুর্ভোগ এড়াতে মোটরসাইকেল বহর বা শোভাযাত্রা থেকে নিজেদের বিরত রাখছে। রাজনৈতিক প্রোগ্রাম শেষে ওই জায়গা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করছে। নগরের দেয়াল থেকে ব্যানার ও পোস্টার অপসারণ করছে। তুরান্বিত করার চেষ্টা করছে জনসম্পৃক্ত ও সমাজবান্ধব রাজনীতিকে।' শেখ হাসিনার ১৬ বছরের শাসনামলের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগের নেতা- কর্মীরা সীমাহীন খুন, হামলা, ধর্ষণ, ও চাঁদাবাজির মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়লেও দলীয়ভাবে তাদের শাস্তি দেওয়ার কোনও ইতিহাস নেই। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি থেকে দেখা যায়, দেড় হাজারেরও অধিক গণতন্ত্রকামী মানুষকে গণঅভ্যুত্থানে হত্যা করার পরেও আওয়ামী লীগের কোনও নেতার কোনও অনুতাপ, অনুশোচনা বা আত্মসমালোচনার নজির নেই।' তিনি জানান, বিএনপির ৬০ লাখ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রয়েছে। বলেন, 'তারপরেও এত বিশাল সংগঠনের নাম ব্যবহার করে কেউ বিচ্ছিন্নভাবে কোনও অপরাধে জড়িত হলেড় তা জানামাত্রই আমরা দ্রুত সাংগঠনিক পদক্ষেপ নিয়েছি। ৫ আগস্টের পর দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছিল, পুলিশের অনুপস্থিতি ছিল।' 'সেই সময়ে দলীয়ভাবে বিএনপি সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, দেশকে আগলে রেখেছে, নিশ্চিত করেছে জননিরাপত্তা ও রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা। প্রতিহিংসার রাজনীতিতে না জড়িয়ে সহিংসতাকে প্রতিহত করেছে এবং সহাবস্থান নিশ্চিত করেছে।' তারেক রহমান জানান, ফ্যাসিবাদের দোসরদের ষড়যন্ত্র ঠেকাতে পূজার সময় বিএনপির নেতাকর্মীরা মন্দির ও উপাসনালয় পাহারা দিয়ে হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধসহ সব মানুষের সুরক্ষায় পাশে দাঁড়িয়েছে। 'জাতীয়তাবাদের আদর্শই বিএনপির রাজনীতি। আমরা বিশ্বাস করিড় ধর্ম, দল ও মত যার যার, তবে রাষ্ট্র সবার।' 'সংস্কার বলতে বেকারত্বের সমাধানকেই বুঝি' ৩১ দফার মধ্যে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান ও চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার অবদান উল্লেখ করে তাদের জ্যেষ্ঠ সন্তান তারেক বলেন, 'আমরা ৩১ দফার যে আলোচনা এখানে করেছি, তা নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে। আকাঙ্ক্ষার আলো দেখাবে পরিবর্তনকামী গণমানুষকে।' 'রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের এই রূপরেখা তৈরি হয়েছে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ভিশন ২০৩০, বিএনপির জনসম্পৃক্ততা ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার আলোকে প্রথমে প্রদত্ত ২৭ দফার ওপর ভিত্তি করে, যা পরবর্তীকালে যুগপৎ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শরিক সব রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যে ৩১ দফায় পরিণত হয়।' বিএনপির ভারপ্রাপ্ত প্রধান বলেন, 'বর্তমানে দেশে আলোচিত প্রায় সব সংস্কার প্রস্তাবই আমাদের ৩১ দফায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমি সংস্কারের উদ্দেশ্য বলতে সেটিই বুঝি, যে সংস্কারের মাধ্যমে সংবিধানের কয়েকটি বাক্য নয়, বরং মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে। অর্থাৎ একজন মানুষের রোজগারের ব্যবস্থা হবে, তার ও পরিবারের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা ও সঞ্চয় নিশ্চিত হবে।' 'আমি সংস্কার বলতে সেটিই বুঝি, যা কর্মসংস্থানের মাধ্যমে প্রতিটি নারী ও পুরুষের বেকারত্ব সমস্যার সমাধান করবে। যে সংস্কার নারীদের সম্মান, স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করবে।' বিএনপিনেতা বলেন, 'যে সংস্কার সব মানুষের জীবনের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। যে সংস্কার দেশের সন্তানদের আধুনিক শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ গঠন করবে। যে সংস্কার মানুষকে কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা দেবে। যে সংস্কার বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম স্থিতিশীল রাখবে। আমি সংস্কার বলতে সেটিই বুঝি, যা কৃষক, শ্রমিক এবং সব কর্মজীবী মানুষের ন্যায্য ও প্রাপ্য মজুরি নিশ্চিত করবে।'

অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কারের সঙ্গে

সংস্কার প্রস্তাবনা ও নাগরিক ভাবনা শীর্ষক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপি মহাসচিব বলেন, ২০২৩ সালের ১৩ জুলাই অর্থাৎ প্রায় দুই বছর আগে যে রাষ্ট্র সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছিল বিএনপি তা আবার সবার সামনে তুলে ধরতেই এই আয়োজন। তিনি বলেন, ৩১ দফা শুধু বিএনপির নয়, যুগপৎ আন্দোলনের শরিকদের মত নিয়েই এই রাষ্ট্র সংস্কার প্রস্তাব দেওয়া হয়। নতুন যে প্রস্তাব দেওয়া হবে এর সঙ্গে ৩১ দফা মিলে যাবে, মিলতে হবেই। কারণ, এটা জাতিকে এগিয়ে নেওয়ার ভাবনা থেকেই করা হয়েছে।

এ আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত রয়েছেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

ভারতীয় গণমাধ্যম বাংলাদেশ নিয়ে

আমরা সেটা রেক্টিফাই করব। আমার ভেতরে কোন রকম দুর্নীতি থাকলে, আপনারা বলুন, আমার উত্তর দিতে দ্বিধা নেই। কিন্তু কোন মিথ্যা রিপোর্ট আপনারা দিবেন না। তিনি বলেন, ভারতীয়রা মিথ্যা রিপোর্ট দেয় সেটা সবাই জানে, এখন তারা সত্যি রিপোর্ট দিলেও সেটাও সবাই বলবে মিথ্যা রিপোর্ট। আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে এর প্রতিবাদ করুন, আর আপনারাই এ ব্যাপারে আমাদের বড় শক্তি। সাংবাদিক সাগর-রুনি হত্যাকান্ডের বিষয়ে তিনি বলেন, এবারে অবশ্যই একটা সুরাহা হবে, এখানে ছয় মাসের সময় দেওয়া হয়েছে। আইজিপির নির্দেশে নতুন একটি টিমও করে দেওয়া হয়েছে। এসময় বাংলাদেশ পুলিশের আইজিপি মো. ময়নুল ইসলাম, র‍্যাবের মহাপরিচালক একেএম শহিদুর রহমান, বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার মো. রায়হান কাওছার, বরিশাল সেনানিবাসের ৭ পদাধিক ডিভিশনের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমিরুল আজিম পিএসসি উপস্থিত ছিলেন।

সরকার চাইলে ভারতের সঙ্গে

মানবতাবিরোধী অপরাধ সংগঠনের অভিযোগে অভিযুক্ত, তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা পেন্ডিং আছে, কিন্তু বাংলাদেশের জুরিসডিকশনের বাইরে তিনি চলে গেছেন, সে কারণে আন্তর্জাতিক পুলিশিং সংস্থা হিসেবে ইন্টারপোল যাতে তাকে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা নেয় এবং তার ব্যাপারে অন্তত রেড অ্যালার্ট জারি করে, সেই ব্যাপারে আমরা অনুরোধ পাঠিয়েছি।"সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে অবস্থান করে মোবাইল ব্যবহার করছেন এবং বিভিন্ন বক্তব্য দিচ্ছেন বলে যে অভিযোগ রয়েছে, সেটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কীভাবে দেখছে, তা জানতে চাইলে তৌফিক হাসান বলেন, "এ বিষয়ে আমরা ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনের মাধ্যমে কূটনৈতিক চ্যানেলে আমাদের বক্তব্য জানিয়েছি। উনাকে (শেখ হাসিনা) এ ধরনের বক্তব্য না রাখতে অনুরোধ করা হয়েছে।" এর বিপরীতে ভারত সরকারের বক্তব্য কী জানতে চাইলে তিনি বলেন, "এখনও ভারত সরকারের কোনো বিবৃতি বা প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।"ভারতের ভিসা-সংক্রান্ত জটিলতার বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কোনো ভূমিকা নিয়েছে কি না, জানতে চাইলে মহাপরিচালক বলেন, "ভারতের ডাবল এন্ট্রি ও মেডিকেল ভিসা দ্রুত দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।" ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে ৫ আগাস্ট পতন হয় শেখ হাসিনা সরকারের, তিনি ভারতে চলে যান। ৮ আগস্ট গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার আগের সরকারের প্রধানসহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন স্তরে হত্যা, গণহত্যা, ঘুম ও নির্যাতনে জড়িতদের বিচারের আওতায় আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। পুনর্গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এরই মধ্যে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে। ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয় থেকে শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তারে ইন্টারপোলে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

অভ্যুত্থানের স্মৃতি তুলে ধরে কাল ঢাবিতে 'লাল মজলুম'

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতি তুলে ধরে রাজধানীর রাজপথে আসছে 'লাল মজলুম' নামে রাজপথ-গণপরিবেশনা। গণ-অর্থায়নে এ আয়োজন করা হবে। আগামীকাল শনিবার বিকাল ৪টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসের রাজু ভাস্কর্য থেকে শুরু হয়ে শাহবাগে গিয়ে শেষ হবে এই পরিবেশনা। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনের (টিএসসি) অতিথি কক্ষে এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেল করেন আয়োজকরা। এই গণপরিবেশনার ভাবনা, পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক ড. শাহমান মৈশান। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, এই পরিবেশনায় ওরস সংস্কৃতির গান, অভ্যুত্থানের মিছিল, রাষ্ট্রীয় ও সংকীর্ণ সেক্টারিয়ান সন্ত্রাস, নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার বিভিন্ন আঞ্চলিক বাংলা ও চাকমা ভাষায় গণরূপায়ণ, রবীন্দ্র-নজরুল কাব্যের রাপ সংগীতায়ন, নারী ও প্রকৃতির বহু রূপ অন্বেষণ প্রয়াসের মিশ্রণ থাকবে। একইসঙ্গে এতে পথনাটক, পোস্টার নাটক, ইনস্টলেশন ও পারফরম্যান্স আর্টের ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে। তিনি বলেন, এই গণপরিবেশনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন প্রক্রিয়া। অনেকাংশেই এটি কোনও পূর্বনির্ধারিত পরিবেশনা নয়। স্থান-স্থাপত্য-চলমানতা ও দর্শকের সংযোগে পূর্ণ হবে লাল মজলুম। তিনি আরও বলেন, লাল মজলুম একদিকে শিক্ষার্থী-শ্রমিক-জনতার জুলাই অভ্যুত্থানের রক্তাক্ত স্মৃতি যেমন রোমন্থন করে পুনরায় তুলে ধরবে, তেমনই এই জনপদে ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁকে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানকেও একসূত্রে গাঁথবে। জনগণের রাজনৈতিক আত্মত্যাগের স্মৃতি ভুলে যাওয়ার বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাকে জনপরিসরে শিল্পরূপ দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা এটি। ড. শাহমান মৈশান আরও বলেন, সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিবাদ, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিবাদ, এমনকি ব্যক্তির ক্ষুদ্রতম পরিসরে থাকা মাইক্রো ফ্যাসিবাদকেও এই পরিবেশনা প্রশ্ন করবে। যেকোনও প্রকার ক্ষমতাকেই সমালোচনার নৈতিক সৌন্দর্য এবং মজলুমের কথা বলার রাজনৈতিক পরিসরকে কল্পনা করার ভাষা প্রভৃতি আত্মস্থ করে একটি হাইব্রিড শিল্পভাষ্য হবে লাল মজলুম। গণপরিবেশনার সহযোগী নির্দেশক ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে আছেন ছাত্র ইউনিয়নের একাংশের সভাপতি রাগীব নাঈম। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য থেকে গণপরিবেশনাটি শুরু হবে। সেখান থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের সামনের রাস্তা ও চারুকলার সামনে খণ্ড খণ্ডভাবে চলমান পরিবেশনাটি শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সামনে এসে একটি গণ-অধিবেশনমূলক সংলাপের দৃশ্যায়নের মাধ্যমে শেষ হবে। তিনি আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, উদীচী, প্

ঝালকাঠিতে আমুসহ ৫৯ জনের

রসুলকেও আসামি করা হয়। মামলার বিবরণে জানা গেছে, ঝালকাঠি-২ আসনের সংসদ সদস্য আমির হোসেন আমুর নির্দেশে ২০২১ সালের ৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় ইউসুফ কমিশনার সড়কে তৎকালীন জেলা বিএনপির কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুর করা হয়। এসময় হামলাকারীরা বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। কার্যালয়ের ভেতরে পেট্রোল বোমা মেরে আসবাবপত্র পুড়িয়ে ফেলা হয়। মামলার বাদী জিয়াউল ইসলাম জুবায়ের জানান, স্বৈরশাসনে অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে এতদিন থানায় মামলা হয়নি। দেশ স্বাভাবিক হওয়ার পরে দলীয় নেতাকর্মীদের সিদ্ধান্ত নিয়ে মামলা দায়ের করেছি। ঝালকাঠি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান জানান, ৫৯ জনের নামে বিএনপি কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলেও জানান তিনি। আমুর বিরুদ্ধে আরো ১৫টি মামলা রয়েছে। এসব মামলায় তিনি গত ৬ নভেম্বর ঢাকার ধানমন্ডি এলাকার একটি বাসা থেকে গ্রেপ্তার হন।

সদরঘাট-গুলিস্তানের জ্যামে ঘণ্টা

সুন্দরবন স্কয়ারের পাশ দিয়ে ফুলবাড়িয়া পর্যন্ত সড়কটিও হকারদের চলে গেছে। যানজটের অন্যতম কারণ ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি গুলিস্তান-সদরঘাট রওনা দিলেই শুরু হয় নতুন এক ভোগান্তি। রাস্তার দু'পাশে অগণিত ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি। বাধাহীনভাবে অর্ধেক রাস্তা দখল করে রাস্তার ওপরেই গাড়ি পার্কিং করে মালামাল ওঠানামার কাজ করছে এসব প্রতিষ্ঠান। শুধু রায় সাহেব বাজার থেকে সিদ্দিক বাজার পর্যন্তই রয়েছে শতাধিক ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির দোকান। সেখানে মালামাল নেওয়ার জন্য দৈনিক হাজারো কাভার্ড ভ্যান এবং পিক-আপ আসে, যেগুলো রাস্তার দুই পাশে মালামাল ওঠানো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে। এতে করে চার লেনের সড়ক হয়ে যায় দুই লেন। ফলে অন্যান্য যানবাহনের স্বাভাবিক চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। রায়সাহেব বাজার থেকে তাঁতিবাজার সিদ্দিক বাজার পর্যন্ত মোট ১১১টি ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির খোঁজ পেয়েছে। এর অধিকাংশেরই লাইসেন্স নেই বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এর মধ্যে রায়সাহেব বাজার থেকে তাঁতিবাজার পর্যন্ত ৪১টি ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি রয়েছে, আর তাঁতিবাজার থেকে সিদ্দিকবাজার পর্যন্ত আছে ৭০টি ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি। অবৈধ ট্রাকস্ট্যান্ড ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির গাড়ি ছাড়াও পুরো ধোলাইখাল জুড়ে অবৈধ ট্রাকস্ট্যান্ডও দায়ী এই যানজটের জন্য। ধোলাইখাল এলাকায় গেলেই দেখা যাবে সড়কের একপাশ জুড়ে ট্রাক পার্কিং করে সড়ক দখল করে আছে। এজন্য যাত্রাবাড়ী, ধোলাইপাড় বা জুরাইন এলাকা থেকে আসা যানবাহন নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে না। যার ফলে ধোলাইখাল এলাকাতেও তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। সেটার প্রভাব পড়ে আবার গুলিস্তানের এই সড়কে।

ভুক্তভোগীরা কী বলছেন এই এলাকার যানজটে সাধারণ মানুষ যেমন অতিষ্ঠ, তেমনি বিরক্ত বাস ও বিভিন্ন যানবাহনের চালকেরাও। যানজটের বিষয়ে ভিক্টর ক্লাসিক বাসের চালক সাইফুল ইসলাম বলেন, গুলিস্তান থেকে সদরঘাটের এই সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তা পার হতে মাঝে মধ্যে তিন ঘণ্টা সময়ও লাগে। অথচ পথ মাত্র ৫ মিনিটের। পুরো শহরের কোথাও জ্যাম না থাকলেও গুলিস্তানে জ্যাম থাকবেই। এই জ্যামে বসে যে জীবনের কতো হাজার ঘণ্টা পার করেছি তার হিসাব নাই। তিনি আরও বলেন, সবাই শুধু জ্যাম হলেই আমাদের দোষ দেয়। বাস চালকদের কারণে নাকি জ্যাম হয়। কিন্তু বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। আপনি যদি এই রোডের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘুরে দেখেন তাহলে দেখবেন যে সবাই যে যার আগে পারছে, যেতে চাইছে। কেউ কোনও সিরিয়াল মানছে না, ওভারটেক করার প্রবণতা সবার মধ্যে আছে। কিন্তু কথা হচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকা যানবাহনের কারণে মূল জ্যামটা বাঁধে। পুলিশ যদি মূল সড়কের ওপরে গাড়ি রাখা বন্ধ করে তাহলে এখানে আর জ্যাম লাগবে না। তাঁতি বাজার মোড় সংলগ্ন এলাকায় মহিউদ্দিন নামের এক প্রাইভেটকার চালক বলেন, রাজধানীর অন্য সব এলাকা থেকে এই এলাকায় আইনশৃঙ্খলার যথেষ্ট ঘাটতি আছে। বিশেষ করে ট্রাফিক ব্যবস্থা খুব দুর্বল। এই রাস্তায় গাড়ি চলাচলের জন্য কোনও নিয়মনীতি নেই। কার, বাস বা মোটরসাইকেলের জন্য নির্দিষ্ট কোনও লেন নেই। মূল সড়কসহ সবজায়গাতেই অটোরিকশা আর মোটরসাইকেলের দৌরাত্ম। যানজটের কারণে এদিকে গাড়ি নিয়ে আসতে ইচ্ছে করে না। এদিকে আসলেই জ্যামে বসে ঘণ্টা পার হয়ে যায়।

বছরের পর বছর ধরে চলছে যানজটের এই সমস্যা মোটরসাইকেল চালক তুহিন খোন্দকার বলেন, পড়াশোনার সুবাদে গত সাত বছর ধরে আমি লক্ষীবাজার এলাকায় বসবাস করি। পড়াশোনার পাশাপাশি ধানমন্ডিতে একটা জব করি। সপ্তাহে ছয় দিন অফিসে করতে হয়। দুঃখের বিষয় প্রতিদিন গুলিস্তানের জ্যামে আমার দুই আড়াই ঘণ্টা কেটে যায়। জ্যামে বসে থাকার ভোগান্তি থেকে বাঁচতে মোটরসাইকেল কিনেছিলাম। কিন্তু তাতেও কোন লাভ হলো না। এখানকার অলিগলি থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক সবজায়গাতে জ্যাম থাকে। মূল সড়কের উপর শত শত কভার ভ্যান ট্রাক পার্কিং করা থাকে। অর্ধেক রাস্তা তাদের দখলে থাকে। নিয়মনীতির কোন তোয়াক্কা নেই। সরকারের পটপরিবর্তনের পর এই সড়কের যানজট আরও বেড়ে গেছে। একজন রিকশাচালক পর্যন্ত এখন পুলিশের কমান্ড মানে না। অটোচালকদের মূল সড়কে উঠতে নিষেধ করলেও কথা শুনে না। সমাধান কী পুরান ঢাকার সূত্রাপুর এলাকার বাসিন্দা হাসিবুর রহমান বলেন, ট্রান্সপোর্ট এজেন্সিগুলো যত্রতত্রভাবে গাড়ি পার্কিংয়ের ফলে সবচেয়ে বেশি যানজট সৃষ্টি হয়। পুলিশ দেখেও কিছু বলে না। উল্টো পয়সা খেয়ে তাদের দীর্ঘসময় গাড়ি রাখার সুযোগ করে দেয়। এই এলাকার অবৈধ সবগুলো ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি যদি অন্য কোথাও স্থানান্তর করা যায় তাহলে এই এলাকার ৭০ শতাংশ জ্যাম কমে যাবে। যানজট নিরসনে সরকার যদি কেবল এই পদক্ষেপটুকু গ্রহণ করে তাহলে সাধারণ জনগণ উপকৃত হবে। কথা হয় বেশ কয়েকটি ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। তারা বলেন, এই এলাকায় শুধু যে অসংখ্য ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি আছে তাই নয়, অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও রয়েছে। রাজধানীর কোথাও সম্ভবত এতো কাছাকাছি এতাগুলো সরকারি প্রতিষ্ঠান নেই। তাছাড়া এখানে কোর্টকাচারি থাকায় সপ্তাহে পাঁচ দিন তো এমনিই যানজট লেগে থাকে। কোর্টে হাজার হাজার মানুষ আসে। সদরঘাট এলাকায় যানজটের এটাও একটা বড় কারণ। মিলন ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড কুরিয়ার সার্ভিসের দায়িত্বরত কর্মকর্তা জসিম উদ্দিন বলেন, এটা আসলে বাণিজ্যিক এলাকা। এখানকার অনেক ব্যবসা আসলে ট্রান্সপোর্টের ওপর নির্ভরশীল। এখান থেকে যদি ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি স্থানান্তর করা হয় তাহলে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের খরচ বেড়ে যাবে। তবে স্থায়ীভাবে যানজট নিরসনের জন্য প্রয়োজন টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। সেক্ষেত্রে ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি স্থানান্তর অন্যতম পন্থা। অবৈধ ট্রাক স্ট্যান্ডের বিষয়ে ধোলাইখালের বাসিন্দা আনিসুর রহমান বলেন, দীর্ঘদিন থেকেই ধোলাইখালের মূল সড়কের ওপরে অবৈধ ট্রাক স্ট্যান্ড করেছিল আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাকর্মীরা। তারা সড়কের ওপরে ট্রাক বা পিকআপ পার্কিং করে কোটি কোটি টাকা কামিয়েছে। এবার তার হাত বদল হয়ে সেই অবৈধ ট্রাক স্ট্যান্ডের দায়িত্ব নিয়েছে বিএনপি'র নেতাকর্মীরা। সরকার পতনের পর স্থানীয়রা ভেবেছে এবার আর এখানে ট্রাকস্ট্যান্ড থাকবে না। কিন্তু তা আর হলো না। ধোলাইখাল থেকে যদি এই অবৈধ ট্রাকস্ট্যান্ড বন্ধ করা হয় তাহলে পুরান ঢাকা যানজট থেকে মুক্তি পাবে। প্রশাসন কী বলছেস্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে একমত প্রকাশ করে রায় সাহেব বাজার মোড়ে দায়িত্বে থাকা ট্রাফিক পুলিশ সাত্তার হোসেন বলেন, অবৈধ ট্রাকস্ট্যান্ড আর ট্রান্সপোর্ট যদি এখান থেকে সরে যায় তাহলে সত্যিকার অর্থেই যানজট কমে যাবে। এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা পালন করা জরুরি। এছাড়াও সাধারণ মানুষের নৈতিক দায়িত্ব পালনেও যানজট নিরসনে ভূমিকা রাখবে। সাধারণ মানুষের নৈতিক দায়িত্ব আছেড় উল্লেখ করে এই পুলিশ সদস্য বলেন, ওভারব্রিজ থাকা সত্ত্বেও মানুষ তা ব্যবহার করছে না। রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলাচল করছে। এতে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। হরহামেশা এমন দৃশ্য দেখা যায় যে মানুষ হাত দিয়ে গাড়ি থামিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে অথচ পুরো ওভারব্রিজ খালি পড়ে আছে। সদরঘাট থেকে গুলিস্তান পর্যন্ত স্থায়ীভাবে যানজট নিরসনের বিষয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) খোন্দকার নজমুল হাসান বলেন, আইন আসলে সবার জন্য সমান। কিন্তু এখন কেউই আইন মানতে চায় না। এখন সবাই স্বাধীন। আইন শুধু এখন পুলিশের জন্য। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যেসব গাড়ি আছে সেগুলোও কিন্তু অবাধে যেখানে সেখানে রাস্তার ওপর পার্কিং করা হয়। আর শুধু দোষ পড়ে গণপরিবহনের। আমরা গত মাসে ১০ হাজারের অধিক বাস জরিমানা করেছি। সড়কে যেসব অবৈধ যানবাহন চলাচল করছে আমরা নিয়মিত অভিযান চালিয়ে জরিমানা আদায় করছি। অবৈধ ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির স্থানান্তর কিংবা অবৈধ ট্রাক স্ট্যান্ড উচ্ছেদের বিষয়ে পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন, ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি স্থানান্তর কিন্তু আমাদের কাজ না। তাদের ট্রেড লাইসেন্স আছে কি নাই সেটা কিন্তু পুলিশের অন্য আরেকটা বিভাগ দেখে। তাছাড়া এখানে সিটি করপোরেশনেরও কাজ আছে। যানজট নিরসনে আমরা আমাদের সর্বোচ্চটুকু চেষ্টা করছি। অবৈধ ট্রাকস্ট্যান্ড এবং অবৈধ ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা জানতে চাইলে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাশক মো. নজরুল ইসলাম বলেন, দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের জায়গার ওপর অবৈধ স্থাপনা থেকে শুরু করে সড়কের ওপর থাকা অবৈধ সবকিছু উচ্ছেদ হবে। আমাদের এখন ফুটপাতে উচ্ছেদ অভিযান চলমান আছে। পর্যায়ক্রমে অবৈধ সবকিছুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাজীপুরে সড়ক অবরোধ করে

বিল, টিফিন বিল, ইনসেনটিভ বোনাস, উৎপাদন বোনাসসহ কোনও সুযোগ-সুবিধা কারখানা থেকে দেওয়া হয় না। প্রতি মাসে সপ্তম কর্ম দিবসে বেতন দেওয়ার কথা থাকলেও ১৫ তারিখের পর বেতন দেয়। সকালে আমরা কাজ করতে এসে দেখি গেটে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধের নোটিশ টানিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। কোনও নোটিশ না দিয়ে কর্তৃপক্ষ অক্টোবর এবং চলতি মাসের ১৫ দিনের বেতন না দিয়ে কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে। আমাদের দোকান বাকি, বাড়ি ভাড়া বাকি, ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজের বার্ষিক পরীক্ষার বেতন দিতে হবে। দেড় মাসের বেতন না দিয়ে কারখানা হঠাৎ বন্ধ ঘোষণা করায় আমরা দোকানের বাকি এবং বাসাভাড়া দিতে পারছি না। এইচডিএফ অ্যাপারেলস লিমিটেডের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপক (এডমিন ম্যানেজার) সিপু চৌধুরী বলেন, শ্রমিকদের এক মাসের বেতন বকেয়া আছে। প্রায় চার মাস ধরে কারখানায় কোনও কাজের অর্ডার নেই। আমরা সাব কন্ট্রাক্টে অর্ডার এনে কাজ করাচ্ছিলাম। আমরা শ্রমিকদের বলেছি, আগামী ১৮ থেকে ২০ নভেম্বরের মধ্যে তাদের বেতন দিয়ে দেওয়া হবে। তারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে অযৌক্তিক দাবি তুলে কারখানার সব কাজ বন্ধ করেছেন। কাজে যোগ দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করলেও তারা নিজ নিজ কাজ বন্ধ রাখেন এবং উশৃঙ্খলা পরিবেশ সৃষ্টি করেন। যা বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ মোতাবেক অবৈধ ধর্মঘটের শামিল। শ্রমিকরা বসে থাকায় কারখানার জেনারেটর বিল, বিদ্যুৎ বিল এবং ডিজেল খরচ হয়েছে। সার্বিক দিক বিবেচনা করে হেড অফিস থেকে কর্মকর্তারা এসে গত বুধবার রাতে সাব কন্ট্রাক্টের মালগুলো ফেরত দিয়ে কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে নোটিশ টানিয়ে দেন। তিনি আরও বলেন, বতর্মানে উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনায় শ্রমিক ও প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তায় বাধা সৃষ্টি হওয়ায় বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ১৩ (১) ধারা অনুযায়ী গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে কারখানা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তী সময়ে কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে কারখানা খোলার তারিখ নোটিশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। গাজীপুর শিল্প পুলিশের ইন্সপেক্টর আব্দুল লতিফ বলেন, আমাদের পুলিশ ঘটনাস্থলে যাচ্ছে। এ মুহূর্তে না জেনে কিছু বলতে পারছি না।

শেষ কার্যদিবসে সূচকের উত্থান

সিএসসিএক্স সূচক আগের দিনের চেয়ে ৬০.২৮ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৯ হাজার ৬২ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ৯৮.৯০ পয়েন্ট কমে ১৪ হাজার ৮৮০ পয়েন্টে, শরিয়া সূচক ৮.০৬ পয়েন্ট কমে ৯৫৬ পয়েন্টে এবং সিএসই ৩০ সূচক ৮৬.২২ পয়েন্ট বেড়ে ১২ হাজার ৪০৭ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সিএসইতে ২০৯টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ১৩০টি কোম্পানির, কমেছে ৫৯টির এবং অপরিবর্তিত আছে ২০টির। দিন শেষে সিএসইতে ৯ কোটি ১০ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৪ কোটি ৩৬ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

সাবেক এমপি মুকুল কারাগারে

হাজারীবাগ এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে র‌্যাব-২।

গত ১৯ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে মিরপুর গোলচত্বর এলাকায় শিক্ষার্থী নাহিদুল ইসলাম গুলিতে নিহত হন। এ ঘটনায় গত ২৭ আগস্ট ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসানের আদালতে নাহিদুল ইসলামের ভাই সবুজ একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় শেখ হাসিনাসহ ৪১ জনকে আসামি করা হয়। আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে অভিযোগটি মিরপুর থানা পুলিশকে এজাহার হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দেন। গত ১ সেপ্টেম্বর মিরপুর মডেল থানা মামলাটি এজহার হিসেবে গ্রহণ করেন।

১৮৪ কোটি টাকা পাচারের মামলায়

উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত তাদের অব্যাহতির আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী আরিফুল ইসলাম এতথ্য নিশ্চিত করেন। আসামিদের মধ্যে ইকরামুজ্জামান ও আনোয়ারুজ্জামান জামিনে ছিলেন। মোসাদ্দেক আলী ফালু পলাতক ছিলেন। আদালত তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। সম্প্রতি তিনি আত্মসমর্পণ করে জামিন নেন। এদিন তারা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। ২০১৯ সালের ১৩ মে উত্তরা পশ্চিম থানায় ফালু ও অন্য ৩ ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুবাইয়ে ১৮৯ কোটি ৯২ লাখ টাকা পাচারের অভিযোগে মানি লন্ডারিং আইনের আওতায় মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন। মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, আসামিরা দুবাইয়ে ২০১০ সালে আল মদিনা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ট্রাই স্টার লিমিটেড ও ডেভেলপমেন্ট ইইউই নামে ৩টি প্রতিষ্ঠান চালু করেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে তারা অবৈধভাবে ১৮৩ কোটি ৯২ লাখ টাকা পাচার করেন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের সহকারী পরিচালক মো. গুলশান আনোয়ার প্রধান ২০২১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

জেনেভায় আসিফ নজরুলকে হেনস্তা

বিমানবন্দরে পৌঁছান। গাড়ি থেকে নামার পর হঠাৎ একদল লোক এসে তাকে ঘিরে ধরে হেনস্তা করেন। ঘটনাস্থলে আসিফ নজরুলের সঙ্গে ছিলেন জেনেভা মিশনের শ্রম কাউন্সেলর মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম ও মিশনের স্থানীয় কর্মী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত মিজান। কিন্তু এ সময় তারা দুইজনই চুপ ছিলেন। কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, জেনেভা বিমানবন্দরে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলকে হেনস্তার ঘটনাকে সরকার পূর্বপরিকল্পিত বলে মনে করছে। এ নিয়ে জেনেভায় বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন থেকে ঢাকায় একটি প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে জেনেভায় অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত ঘটনার পর গত বুধবার মন্ত্রণালয় থেকে বিদেশে বাংলাদেশের সব মিশনে জরুরি একটি পরিপত্র পাঠানো হয়। সেই পরিপত্রে মিশনগুলোকে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সরকারি সফরের সময় দুটি বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে বলা হয়। এক, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের বিদেশ সফরকালে যথাযথ প্রটোকল ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। দুই, যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে রাষ্ট্রদূতসহ সবার সচেষ্ট থাকা। জানা যায়, মিশনের শ্রম কাউন্সেলর মুহাম্মদ কামরুল ইসলামকে স্ট্যান্ড রিলিজের পাশাপাশি মিজানকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিসিএস ২৯ ব্যাচের কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম ২০২১ সালে জেনেভার বাংলাদেশ মিশনের শ্রম উইংয়ে যোগ দেন। উপ-সচিব পদমর্যাদার এ কর্মকর্তা এর আগে প্রবাসীকল্যাণ সচিবের একান্ত সচিব ছিলেন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যায়, জেনেভাকাণ্ডে প্রধান অভিযুক্ত নজরুল ইসলাম জমাদার। তিনি সুইজারল্যান্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি। ঘটনার দিনে তিনি মাফলার পরিহিত ছিলেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে মরোক্কোর এক নারীকে বিয়ে করে বর্তমানে জেনেভায় থিতু হয়েছেন তিনি।

মৃত্যুর ৯৮ দিন পর মিরাজের লাশ

চালক বাবার সঙ্গে ঢাকার যাত্রাবাড়ি এলাকায় পাড়ি জমান মিরাজুল ইসলাম মিরাজ। সেখানে ভাড়া বাসায় থাকতেন মিরাজের পুরো পরিবার। ঢাকা দনিয়া মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ভর্তি হন। পড়ালেখার পাশাপাশি একটি বিকাশ দোকানের কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন মিরাজ। অসুস্থ বাবার চিকিৎসা ছোট দুই ভাইয়ের লেখাপড়াসহ পুরো সংসার চলত মিরাজের আয়ে। বাবার চিকিৎসায় ৩/৪ লাখ টাকা ঋণও করেছেন মিরাজ। সেই ঋণ পরিশোধে আর সংসারের হাল ধরতে লেখাপড়ার পাশাপাশি দোকান কর্মচারী হন মিরাজ। গত ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলনে অন্যদের মতো যাত্রাবাড়ি থানার সামনে মাছের আড়ত এলাকায় আন্দোলনে যোগ দেন মিরাজ। তার খালাত ভাই কারখানা শ্রমিক মাজেদুল ইসলামও তার সঙ্গে যোগ দেন মিছিলে। সেখানে পুলিশের গুলিতে দুই ভাই মিরাজ ও মাজেদুল গুলিবিদ্ধ হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরদিন সেখান থেকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় মিরাজকে। অস্ত্রোপচার করে মিরাজের শরীর থেকে গুলি বের করা হলেও এর দুই দিন পর ৮ আগস্ট মারা যান মিরাজ। তার সঙ্গে যাওয়া গুলিবিদ্ধ খালাত ভাই মাজেদুল ইসলাম চিকিৎসা নিয়ে বর্তমানে সুস্থ রয়েছেন। মিরাজের মৃত্যুর ঘটনায় তার বাবা আব্দুস সালাম বাদী হয়ে লালমনিরহাট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোতাহার হোসেন এমপিকে প্রধান করে সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদসহ ৩৬ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত দুই/তিনশ জনের নামে ২৪ আগস্ট যাত্রাবাড়ি থানায় একটি হত্যা মামলা (নং-১৭(৮) ২৪) দায়ের করেন। মামলাটির তদন্তের স্বার্থে মৃত মিরাজের ভিসেরা (ময়নাতদন্ত) প্রতিবেদনের জন্য কবর থেকে লাশ উত্তোলনের অনুমতি চেয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা যাত্রাবাড়ি থানার এসআই কাওসার হোসেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা সিএমএম আদালতে বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট তাহমিনা হক লাশ উত্তোলনে একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে লালমনিরহাট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে আদেশ দেন। সেই আদেশে গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর ৪টার দিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ৯৮ দিন পর কবর থেকে মিরাজের লাশ উত্তোলন করে লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে নিয়ে যান মামলার তদন্ত কর্মকর্তা। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ঢাকা যাত্রাবাড়ি থানার এসআই কাওসার হোসেন বলেন, মিরাজ হত্যা মামলায় দ্বিতীয় তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে এখন পর্যন্ত একজনকে গ্রেপ্তার করেছে লালমনিরহাট জেলা পুলিশ। মৃতের ময়নাতদন্তের জন্য লাশ উত্তোলন করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। এরপর এ মামলাটি সিআইডিতে হস্তান্তর করা হবে। তারা তদন্ত শেষ করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করবেন। আদিতমারী থানা ওসি (তদন্ত) মোজাফ্ফর হোসেন বলেন, আদালতের নির্দেশে তদন্ত কর্মকর্তাকে সহায়তা করতে মিরাজের কবরস্থানে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। তদন্ত কর্মকর্তা লাশ উত্তোলন করে মর্গে পাঠিয়েছে।

ডায়াবেটিসে আক্রান্তের হার গত

অসুখ, দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া এমনকি অনেকের অকাল মৃত্যুও হচ্ছে।

৩০ নভেম্বরের মধ্যে শেষ করতে

৩০ নভেম্বরের পর প্রাথমিক নিবন্ধনের কোনও সুযোগ থাকবে না। পত্রে আরও বলা হয়, হজ প্যাকেজ নির্বাচনের পর আর প্যাকেজ পরিবর্তন করা যাবে না।

১১ দিনে ১৩শ' সরকারি আইন

মামলায় স্পেশাল পিপি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ২৫ জেলার মধ্যে মুন্সীগঞ্জে ৩০, লক্ষ্মীপুরে ৪১ , ফেনীতে ৪৭, নওগাঁয় ৬২, নোয়াখালীতে ৭৫, মানিকগঞ্জে ৪৮, নরসিংদীতে ৬১, টাঙ্গাইলে ১৫১, চাঁপাইনবাবগঞ্জে ২৬, গাজীপুরে ৭১, মাগুরায় ৩১, নড়াইলে ১৪, চুয়াডাঙ্গায় ৩৩, গোপালগঞ্জে ১৮, কুষ্টিয়ায় ৫৫, হবিগঞ্জে ৩৮, বরগুনায় ৪১, বান্দরবানে ৯, রাঙ্গামাটিতে ৭, রাজশাহীতে ১২৪, চাঁদপুরে ৫২, পটুয়াখালীতে ৭৮, গাইবান্ধায় ৪৫, জামালপুরে ৬৪ ও পাবনায় ৭৮ জনকে নিজ নিজ জেলার জেলা ও দায়রা জজ ও এর অধীন আদালত, বিভিন্ন পর্যায়ের ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ জজ আদালতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গত ৩, ১০, ও ১৩ নভেম্বর তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর উইং থেকে এ সম্পর্কিত পৃথক নিয়োগাদেশ জারি করা হয়। উপ সলিসিটর (জিপি-পিপি) সানা মো. মাহরুফ হোসাইন স্বাক্ষরিত এসব নিয়োগাদেশে উল্লেখিত জেলাগুলোর জেলা ও দায়রা জজ আদালত ও এদের অধীন আদালত, বিভিন্ন পর্যায়ের ট্রাইব্যুনাল এবং বিশেষ জজ আদালতে এর আগে নিয়োগ করা সব আইন কর্মকর্তার নিয়োগাদেশ বাতিল করে তাদের নিজ নিজ পদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

সিলেটে মোমেন দম্পতিসহ ২১৩

আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আবদুর রহমান জামিল (৫৭), বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অভিনেত্রী তারিন জাহান (৪২), সিলেট জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান হেলেন আহমদ (৪০), আওয়ামী লীগ, সিলেট মহানগর শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল আলম রোমেন (৬০), যুব ও ক্রীড়াবিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ড. মোমেনের এপিএস শফিউল আলম জুয়েল (৪০), সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মুর্শেদ আহমদ চৌধুরী (৫৫), কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শামীম আহমদ (৫২), সিলেট মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলীম তুষার (৩৮), জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শাহরিয়ার আলম সামাদ (৪০), জেলা আওয়ামী লীগ সদস্য শহিদুল ইসলাম জাবেদ (৪৫)। এছাড়া জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য সুবাস দাস (৪৫), সিলেট সিটি করপোরেশনের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর আবুল কালাম আজাদ লায়েক (৫০), সিলেট সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিরন মিয়া (৬০), সিলেট মহানগর কৃষক লীগ সভাপতি আব্দুল মোমিন চৌধুরী (৬০), সিলেট সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি নিজাম উদ্দিন (৬০), সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ লায়েক আহমদ চৌধুরী (৬৫), ৭ নম্বর ওয়ার্ড মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নাজমা আক্তার নাজু (৩৭), ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্

সম্পাদকীয়

বিদেশে অর্থপাচার

জড়িতদের চিহ্নিত করুন

বিগত সরকারের আমলে বছরে ১২ থেকে ১৫ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে বলে মত অনেকের। রাষ্ট্রীয় কাঠামো ব্যবহার করে বিগত সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রভাবশালীরা ব্যাংক খাত ও বাণিজ্যের আড়ালে এ অপকর্ম করেছেন। কাজেই পাচারের অর্থ ফেরানো নতুন সরকারের জন্য অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। অন্তর্বর্তী সরকার পাচার করা টাকা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সহায়তা চাইলে বিশ্বব্যাংক এ প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনা কঠিন ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। বিশ্বব্যাংকের সহায়তা কাজটিকে বেশ সহজ করে দেবে বলেই প্রত্যাশা। কারণ যেসব দেশে অর্থ গেছে, সেসব দেশের আইনকানুন, আন্তর্জাতিক আইন ও তদন্ত প্রক্রিয়া এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে বিশ্বব্যাংক চাইলে তা সম্ভব। কারণ তাদের তদন্ত সক্ষমতা এবং ফরেনসিক সাপোর্টসহ সব ধরনের সক্ষমতা আছে। বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর এর পাশাপাশি আরও বলেছেন, অন্যান্য খাতের সঙ্গে বাংলাদেশে বাণিজ্য খাতে সংস্কারও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সরকার চাইলে বিশ্বব্যাংক এখানেও সহায়তা দিতে পারে। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিদেশে পাচার হওয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ ফেরত আনার লক্ষ্যে জোরালো উদ্যোগ নিয়েছে। ইতঃপূর্বে প্রধান উপদেষ্টা ও অর্থ উপদেষ্টা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে বৈঠকের সময় পাচার হওয়া অর্থ ফেরাতে সহায়তাও চেয়েছেন। এছাড়া এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে বাংলাদেশ আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (বিএফআইইউ) বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে অর্থসম্পদ সম্পর্কে জানতে বিভিন্ন দেশে চিঠি দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু করেছে। বস্তুত, গত ১৫ বছরে প্রভাবশালীরা দেশের আর্থিকসহ প্রায় সব খাতেই নজিরবিহীন লুটপাট করে বিদেশে অর্থ পাচার করেছেন। দুঃখজনক হলো, এ কাজে বিগত সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী, সংসদ-সদস্য, আমলা ও ব্যবসায়ীরা ছিলেন সামনের সারিতে। সন্দেহ নেই, দেশের ব্যাংক খাতসহ সার্বিক অর্থনীতিতে সংকটের পেছনে এ অর্থ পাচার অনেকাংশে দায়ী। বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগ এবং বিশ্বব্যাংকের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন কতটা সফলতা পাবে, সময়ই তা বলে দেবে। এক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, যারা অর্থ পাচার করে থাকেন, তাদের অধিকাংশই বেনামে ও নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তা করেছেন। তাই যারা অর্থ পাচারের পেছনে রয়েছেন, তাদের চিহ্নিত করা জরুরি। সুযোগসন্ধানী যারা এখনো অন্তরালে এ অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে, তাদেরও চিহ্নিত করা এবং আইনের আওতায় আনা দরকার।

> গত ১৫ বছরে প্রভাবশালীরা দেশের আর্থিকসহ প্রায় সব খাতেই নজিরবিহীন লুটপাট করে বিদেশে অর্থ পাচার করেছেন। দুঃখজনক হলো, এ কাজে বিগত সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী, সংসদ-সদস্য, আমলা ও ব্যবসায়ী-রা ছিলেন সামনের সারিতে। সন্দেহ নেই, দেশের ব্যাংক খাতসহ সার্বিক অর্থনীতিতে সংকটের পেছনে এ অর্থ পাচার অনেকাংশে দায়ী। বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগ এবং বিশ্বব্যাংকের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন কতটা সফলতা পাবে, সময়ই তা বলে দেবে

আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে বিনিয়োগকারীদের

অশান্ত হয়ে পড়েছে পুঁজিবাজার। ভয়াবহ দরপতন হচ্ছে। অস্থির বাজারে প্রায় প্রতিদিনই মূল্যসূচক কমছে। এর চেয়েও বেশি কমছে শেয়ারের দাম। আতঙ্কিত বিনিয়োগকারীদের অনেকেই যে কোনো মূল্যে শেয়ার বিক্রি করে বাজার থেকে বের হয়ে যেতে মরিয়া। তাতে বাজারে বিক্রির চাপ বেড়ে গেছে। এতে নাজুক হচ্ছে পুঁজিবাজার পরিস্থিতি। বাজারে এখন শেয়ারসহ বিও হিসাবের সংখ্যাও কমে গেছে। সিডিবিএলের হিসাবে, গত ৩০ সেপ্টেম্বর শেয়ার আছে, এমন বিও হিসাবের সংখ্যা ছিল ১২ লাখ ৯০ হাজার ৩৫৫। গত মঙ্গলবার দিন শেষে এ সংখ্যা কমে হয়েছে ১২ লাখ ৮৫ হাজার ৯০৬। বাজার বিশ্লেষকরা বলেন, পুঁজিবাজারে উত্থান ও পতন থাকবে। কিন্তু আমাদের বাজারে নিয়মিত দরপতন চলছে। এটি স্বাভাবিক বাজারের বৈশিষ্ট্য নয়। এছাড়া টানা দরপতন পরিকল্পিত কোনো কারসাজি কিনা- তা খতিয়ে দেখা উচিত। কারণ বিগত সরকারের লোকজন পরিকল্পিতভাবে দরপতন ঘটিয়ে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাইছে কিনা; তাও দেখার বিষয় বলে মনে করছেন তারা। ছাত্র-জনতার আন্দোলন-পরবর্তী সময়ে তিন কার্যদিবস পুঁজিবাজারে উল্লম্ফন দেখা দিলেও অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর পতনের পাল্লা ভারি হতে শুরু করে, যা এখনো চলমান। পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ থাকা লাখ লাখ বিনিয়োগকারী এখন পথে পথে ঘুরছে। টানা দরপতনের কারণে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আস্থাহীনতায় ভুগছেন সাধারণ বিনিয়োগকারীরা। পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরাও অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। ফলে বাজারে ক্রেতার সংকট দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে ঋণগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের একটি বড় অংশের শেয়ার জোরপূর্বক বিক্রি বা ফোর্সড সেলের আওতায় পড়ছে। বাজার যত নিচে নামছে, ফোর্সড সেলের চাপও তত বাড়ছে। বাজারে ক্রেতার চেয়ে বিক্রেতা বেশি হওয়ায় দরপতনের পাশাপাশি লেনদেনের পরিমাণও কমছে। গত প্রায় দেড় দশক ধরেই নিয়ন্ত্রক সংস্থার চেয়ারম্যান-কমিশনাররা বাজার কারসাজি চক্রের সঙ্গে মিলে বিনিয়োগকারীদের এমন সর্বনাশ ঘটিয়েছেন। দুর্বল ও নামসর্বস্ব কোম্পানি তালিকাভুক্তি ও এসব কোম্পানির শেয়ার কারসাজির মাধ্যমে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অর্থ লুটে নেন তারা। এমন পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিপূরণের দাবি জানাচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় পুঁজিবাজার উন্নয়ন, বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াতে ও আন্তর্জাতিক মানের সুশাসন নিশ্চিত করতে পুঁজিবাজার সংস্কারের সুপারিশের জন্য পাঁচ সদস্যের টাস্কফোর্স গঠন করেছে। বিএসইসি গঠিত পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭টি। পুঁজিবাজারের গঠনমূলক ও টেকসই সংস্কার প্রয়োজন। এই অবস্থার পরিবর্তন তথা বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে বাস্তবমুখী নীতি ও পরিকল্পনা নিতে হবে। অনিয়ম ও কারসাজি বন্ধ করতে হবে।

> অন্যদিকে ঋণগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের একটি বড় অংশের শেয়ার জোরপূর্বক বিক্রি বা ফোর্সড সেলের আওতায় পড়ছে। বাজার যত নিচে নামছে, ফোর্সড সেলের চাপও তত বাড়ছে। বাজারে ক্রেতার চেয়ে বিক্রেতা বেশি হওয়ায় দরপতনের পাশাপাশি লেনদেনের পরিমাণও কমছে। গত প্রায় দেড় দশক ধরেই নিয়ন্ত্রক সংস্থার চেয়ারম্যান-কমিশনাররা বাজার কারসাজি চক্রের সঙ্গে মিলে বিনিয়োগকারীদের এমন সর্বনাশ ঘটিয়েছেন

পরিবেশ রক্ষায় জনসচেতনতা

শাহ বিলিয়া জুলফিকার

আমাদের অসচেতনতার জন্য পরিবেশ হুমকির মুখে আছে। প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষিত হয় এমন কর্মকা-বেড়েই চলছে। খোদ রাজধানী ঢাকা ক্রমশ বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠছে। লন্ডনভিত্তিক ম্যাগাজিন দ্য ইকোনমিস্টের ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (ইআইইউ) এক জরিপে বিশ্বের বাসযোগ্য শহরের তালিকায় ঢাকার অবস্থান ছিল শেষের দিক থেকে সপ্তম। সেই ছোট বেলা থেকে পড়ে আসছি আমাদের চারপাশে যা কিছু রয়েছে সব কিছু মিলেই আমাদের পরিবেশ। অথচ আমরা দিনদিন চারপাশের অবস্থানকে মারাত্মক হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছি। পরিবেশ দূষণের প্রকারগুলোর মধ্যে আছে শব্দদূষণ, পানিদূষণ, মাটিদূষণ, বায়ুদূষণ ইত্যাদি।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হলে ব্যক্তিগত যানবাহনের ব্যবহার কমাতে হবে, অপ্রয়োজনে এসি, ওয়াশিং মেশিন, ডিসওয়াশার ব্যবহার বন্ধ করতে হবে, পটকা, আতশবাজি ফোটানো থেকে বিরত থাকতে হবে। কীটনাশক, রাসায়নিক সারের প্রয়োগ সঠিক মাত্রায় করতে হবে, ট্যানারি শিল্পের জন্য আলাদা অঞ্চল গড়ে তুলতে হবে, মেডিকেল বর্জ্য যত্রতত্র ফেলানো বন্ধ করতে হবে, নালা নর্দমা নিয়মিত পরিষ্কার করা, উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ দ্রুত সময়ে শেষ করা, ফুটপাতের আশপাশে ময়লা ফেলানো, মূত্র বিসর্জন ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে, প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে আনা এবং পরিবেশ আইনের যথাযথ প্রয়োগ করা জরুরি।

বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বৃক্ষরোপণ করা। কেননা পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বৃক্ষ মানুষের প্রকৃত বন্ধু। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গাছ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করছে। অক্সিজেন সরবরাহ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণের মাধ্যমে গাছ প্রাণীকূলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখছে। একটি পরিণত গাছ বছরে ৪৮ পাউন্ড কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে। যা বৈশ্বিক উষ্ণতা কমাতে প্রবলভাবে সাহায্য করছে। কিন্তু আজ আমরা তথাকথিত নগরায়ন ও উন্নয়নের নামে নির্বিচারে কেটে ফেলছি এসব গাছ। যার ফলশ্রুতিতে বাস্তুতন্ত্র তার ভারসাম্য হারাচ্ছে। প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে নানা প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী। আমরা জানি যে, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূখ-ের মোট আয়তনের ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা অপরিহার্য। সেখানে, বাংলাদেশের বনভূমি রয়েছে ১৪ দশমিক ১ শতাংশ। সুতরাং, প্রয়োজনের তুলনায় বনভূমি রয়েছে শতকরা ৫৬ দশমিক ৪ শতাংশ, ঘাটতি রয়েছে ৪৩ দশমিক ৬ শতাংশ, যার প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশের জলবায়ুর ওপর। সম্প্রতিক দেশের তাপমাত্রা জানান দিচ্ছে, আমাদের পরিবেশের কী ভয়াবহতার দিকে যাচ্ছে। তারপরও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নির্বিচারে বৃক্ষনিধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় বৃক্ষের সংখ্যা কম হলে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যায় এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। পৃথিবী নামক এই গ্রহে মানবজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে তাই বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। ব্যক্তিপর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৃক্ষায়ন কর্মসূচি বাড়াতে হবে। কেবল তাহলেই রক্ষা পাবে পরিবেশ, রক্ষা পাব আমরা। বিভিন্ন শহরে যেহেতু প্রচুর পরিমাণ গাছ লাগানো সম্ভব না, তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ছাদকৃষিই অন্যতম ভরসার নাম। শব্দটি বাংলাদেশে কিছুটা অপ্রচলিত হলেও বহির্বিশ্বে ইতোমধ্যেই এটি বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। সারাবিশ্বে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে এর পরিধি। বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে বাংলাদেশেও বড় বড় শহরগুলোতে এর ব্যাপকভাবে চর্চা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে রাজধানী শহর ঢাকাতে ছাদকৃষির ব্যাপকতা চোখে পড়ার মতো। বর্তমানে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বৃক্ষনিধনের ফলে প্রতিনিয়ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রচ- গরমে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে।শহর অঞ্চলে গাছপালা কম থাকায় অক্সিজেন উৎপাদন কম এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে প্রতিনিয়ত। বড় বড় শহরগুলোতে অধিক জনসংখ্যা, যানবাহন ও গাছপালা কমে যাওয়ার কারণে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। গাছ কেটে গাছ লাগানোর পরিবর্তে বড় বড় ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। বসতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরের পরিবেশ দিন দিন প্রতিকূলে যাচ্ছে মানুষের। শহরের অধিকাংশ জায়গা দখল করে আছে ফাঁকা ছাদ, যা তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বেশ সহায়ক। এমন পরিস্থিতিতে শহরগুলোতে বসবাসের উপযোগী করতে হলে গাছ লাগানোর কোনো বিকল্প নেই।

যেহেতু সারি সারি ভবনের কারণে গাছ লাগানোর জায়গা তেমন নেই, সেহেতু বাড়ির ছাদে কিংবা ব্যালকনিতে সুষ্ঠুভাবে বাগান করা হলে তাপমাত্রা অনেকাংশেই কমানো সম্ভব। ভবনের ফাঁকা ছাদগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে এই সমস্যা থেকে অনেকাংশে নিস্তার লাভ করা সম্ভব হবে। ভবনের ছাদে বাগান করা গেলে বাগানের গাছ এ তাপ শুষে নেয় এবং গাছের দেহ থেকে যে পানি জলীয়বাষ্প আকারে প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় বেরিয়ে যায়, তা সেই স্থানের তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি কমিয়ে আনে। অসংখ্য ছাদবাগান বা শহুরে গাছপালা এ প্রক্রিয়ায় শহরের উচ্চ তাপমাত্রাকে কমিয়ে আনে। ছাদকৃষি শুধু শখ থেকে নয়, পরিবেশের প্রয়োজনে করতে হবে। বিশেষ করে ঢাকা শহরের জন্য। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ নির্মল থাকবে, অন্যদিকে পারিবারিক ফুল, ফল ও শাকসবজির চাহিদা মিটিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখারও সুযোগ রয়েছে। ছাদকৃষি শুধু একটি শখের কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এটি একসঙ্গে অর্থ আয়ের উৎস, পারিবারিক পুষ্টিসাধন এবং সর্বোপরি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখবে। সরকারিভাবে ছাদকৃষির মতো সম্ভাবনাময় খাত সম্পর্কে জনগণকে উৎসাহিত করা হলে এটি আরও বৃদ্ধি পাবে। সর্বশেষ যেটি জরুরি তাহলো ব্যাপক জনসচেতনতা ও কার্যকরী পদক্ষেপ। কেননা আমাদের চারপাশের সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। নশ্বর পৃথিবীতে বিদ্যমান প্রাণী কূলের সুস্থতা, প্রাণবন্ততা, দৃঢ়চেতা মনোবল ও কর্মদক্ষতা নির্ভর করে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন নির্মল পরিবেশের ওপর। অথচ পরিবেশের সুরক্ষায় মানবজাতির উদাসীনতা ও অপতৎপরতা প্রকাশ পায় প্রতিনিয়ত। তবে বর্তমানে পৃথিবীর সর্বস্তরের মানুষ পরিবেশ রক্ষায় উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

কিন্তু কার্যকর পদক্ষেপ ও জনসচেতনতার অভাবে পরিবেশ রক্ষা সম্ভবপর হচ্ছে না। পৃথিবীকে জীবের জন্য বসবাস যোগ্য করার নিমিত্তে পরিবেশ রক্ষার বিকল্প নেই। সরকারের উচিত উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নীতিমালা প্রণয়ন। পাশাপাশি গৃহীত নীতিমালা কতটুকু কার্যকর হচ্ছে সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার উপকারী দিকগুলো তুলে ধরে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা। পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপগুলো হতে পারে,, যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকা, আবর্জনাপূর্ণ ডোবা-নালা ভরাট করে ফেলা, কলকারখানার বর্জ্য সুচারুরূপে অপসারণকল্পে উদ্যোগ গ্রহণ, অগণিত বৃক্ষ রোপণ ও বনায়নের কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

লেখক: সমাজকর্মী

> ছাদকৃষি শুধু শখ থেকে নয়, পরিবেশের প্রয়োজনে করতে হবে। বিশেষ করে ঢাকা শহরের জন্য। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ নির্মল থাকবে, অন্যদিকে পারিবারিক ফুল, ফল ও শাকসবজির চাহিদা মিটিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখারও সুযোগ রয়েছে। ছাদকৃষি শুধু একটি শখের কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এটি একসঙ্গে অর্থ আয়ের উৎস, পারিবারিক পুষ্টিসাধন এবং সর্বোপরি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখবে। সরকারিভাবে ছাদকৃষির মতো সম্ভাবনাময় খাত সম্পর্কে জনগণকে উৎসাহিত করা হলে এটি আরও বৃদ্ধি পাবে। সর্বশেষ যেটি জরুরি তাহলো ব্যাপক জনসচেতনতা ও কার্যকরী পদক্ষেপ। কেননা আমাদের চারপাশের সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। নশ্বর পৃথিবীতে বিদ্যমান প্রাণী কূলের সুস্থতা, প্রাণবন্ততা, দৃঢ়চেতা মনোবল ও কর্মদক্ষতা নির্ভর করে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন নির্মল পরিবেশের ওপর। অথচ পরিবেশের সুরক্ষায় মানবজাতির উদাসীনতা ও অপতৎপরতা প্রকাশ পায় প্রতিনিয়ত। তবে বর্তমানে পৃথিবীর সর্বস্তরের মানুষ পরিবেশ রক্ষায় উদ্বেগ প্রকাশ করছে। কিন্তু কার্যকর পদক্ষেপ ও জনসচেতনতার অভাবে পরিবেশ রক্ষা সম্ভবপর হচ্ছে না। পৃথিবীকে জীবের জন্য বসবাস যোগ্য করার নিমিত্তে পরিবেশ রক্ষার বিকল্প নেই

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চিঠি ও খ্রিস্টান চার্চ

মিথুশিলাক মুরমু

গত ২২ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, বীরগঞ্জ শাখা, দিনাজপুরের প্যাডে একজন ছাত্র প্রতিনিধির স্বাক্ষরিত একটি চিঠি পেয়েছেন 'বাংলাদেশ লুথারেন চার্চ'-এর মডারেটর রেভারেন্ড মনোজিত রায়। এছাড়া দেশি-বিদেশি দাতা সংস্থা ও বন্ধুপ্রতিম প্রতিষ্ঠান, খ্রিস্টান জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও নেতৃস্থানীয় খ্রিস্টিয়ান ব্যক্তিবর্গকেও অনুলিপি দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ লুথারেন চার্চ (বিএলসি) ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে উত্তরবঙ্গের জেলাসমূহে খ্রিস্টানুসারীদের মাঝে সেবা ও সাক্ষ্যের কাজ পরিচালনা করে আসছে। চার্চ ডিনোমিনেশনটি পরিচালনার জন্য রয়েছে সংবিধান, নির্বাহী পর্ষদ ও সিনোড কমিটি। জাতীয়ভাবে 'ন্যাশনাল খ্রিস্টিয়ান ফেলোসিপ অব বাংলাদেশ' এবং আন্তর্জাতিকভাবে 'লুথারেন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন'-এর চার্টার্ড মেম্বার। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্যাডে প্রাপ্তি পত্রের শিরোনাম হচ্ছে– 'বাংলাদেশ লুথারেন চার্চের (বিএলসির) অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিরসনকল্পে সমন্বিত সভায় আপনার গ্রুপ/দল থেকে প্রতিনিধির নাম (প্রধানসহ) প্রেরণ এবং উপস্থিতি প্রসঙ্গে'। আমরা এটা ভেবে আশ্চার্যন্বিত হয়েছি, কীভাবে শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন 'বাংলাদেশ লুথারেন চার্চ'-এর আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিরসনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে? চার্চের যে সমস্ত খিস্টান ব্যক্তিবর্গ চার্চের নিয়ম- কানুন, বিধি-বিধান ও ধর্মীয় রীতি এবং ধর্মীয় অনুশাসনকে কোনোভাবেই মানতে নারাজ; সেক্ষেত্রে তাদের শৃঙ্খলায় রাখার জন্য চার্চের নিজস্ব কাঠামোগত পদ্ধতি রয়েছে। চার্চগতভাবে অনুশাসনে থাকা ব্যক্তিবর্গদের আমন্ত্রণে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা কোনোভাবেই চার্চের অভ্যন্তরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। উক্ত চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, 'আপনাদের বাংলাদেশ লুথারেন চার্চের (বিএলসির) মধ্যে কারণে-অকারণে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার নিমিত্তে বা ফায়দা হাসিলের জন্য হয়তো কিছু সংখ্যক সুবিধাভোগী স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির কারণে বিভিন্ন দলে বা গ্রুপে বিএলসি বিভক্ত হয়ে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে যা বর্তমানে প্রবল আকারে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। যে কোন সময়ে আপনাদের বিএলসি চার্চে যে কোন ধরনের তা-বলীলা সংঘটিত হতে পারে মর্মে আশংকায় আপনাদের গ্রুপসমূহের পক্ষ থেকে শান্তি আনয়নে বীরগঞ্জ উপজেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছাত্র প্রতিনিধিদের দৃষ্টান্তমূলক সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য আবেদন পাওয়া যায়। উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশৃঙ্খল সমাজে শান্তি স্থাপনের সহায়ক হিসেবে সহযোগিতায় এগিয়ে যাওয়ায় আমরা ছাত্র সমাজ বধ্যপরিকর।' ... তারই ধারাবাহিকতায় আপনার গ্রুপের/দলের পক্ষ থেকে মৌখিকভাবে একাধিকবার ০৫ (পাঁচ(জন অভিজ্ঞ ও দক্ষতা সম্পন্ন লিডার/প্রতিনিধির নাম তালিকা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু আপনি/আপনারা লিডার বা প্রতিনিধির নাম তালিকা না পাঠিয়ে বিভিন্ন মহলের সঙ্গে কুপরামর্শ করে কালক্ষেপণ করছেন। যা কাউকে মূল্যায়ন না করে বরং অবজ্ঞার বশবর্তী হয়ে নিজেদের মধ্যেই চার্চে নাশকতার আশঙ্কা সৃষ্টি করতেছেন। দেশে বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোন সমাজে এরুপ বিশৃঙ্খল পরিবেশ লেগে থাকলে তা নিরসনের জন্য এগিয়ে আসা সবার দায়িত্ব। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ লুথারেন চার্চের (বিএলসির) মধ্যে অনেক দিনের পুষে রাখা দ্বন্দ্ব-কলহ তথা অস্থিতিশীল পরিস্থতি নিরসনকল্পে আসামি ৩১/১০/২০২৪ খ্রি. সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে একটি সমন্বিত সভা আহবানের লক্ষ্যে শেষ বারের মত আপনার গ্রুপের/দলের পক্ষ থেকে ০৫ (পাঁচ) জন অভিজ্ঞ ও দক্ষতা সম্পন্ন লিডার/প্রতিনিধির নাম (চার্চ প্রধানসহ) তালিকা (নাম, পদবী, ঠিকানা, মোবাইল ও ই-মেইল নম্বরসহ) বিনা ব্যর্থতায় ২৭/১০/২০২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে বীরগঞ্জ উপজেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বরাবর প্রেরণ করার জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় ইহার সামান্যতম ব্যত্যয় হলে বা একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হলে এবং কোন বিশৃঙ্খলা তৈরি হলে এর দায়ভার আপনাদের, যাতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন কোন প্রকার দায়ী থাকবে না তৎসঙ্গে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে।'

বর্তমানেও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের প্রতিনিয়ত হুমকি-ধামকিতে বাংলাদেশ লুথারেন চার্চের নেতারা আতঙ্কগ্রস্ত, সেবা ও সাক্ষ্যের কাজগুলোকে স্থবির ও বাধাগ্রস্ত করে আপামর জনসাধারণের মধ্যেও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমত– খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, গির্জা-প্রার্থনা-উৎসবাদি সবকিছুই খ্রিস্টানুসারী কেন্দ্রিক। চার্চের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কার্যাদি চার্চের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান সিনোড/সাধারণ সভা ইত্যাদি দ্বারা নির্ধারিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। সর্বদা নিয়মতান্ত্রিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে খ্রিস্টানুসারীদের সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে ধর্মীয় কার্যাদি সম্পাদনের লক্ষ্যে আপোস করে না। বাংলাদেশ লুথারেন চার্চের শৃঙ্খলায় থাকা ব্যক্তিবর্গরা বারং বার চার্চের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও ইন্ধনে সিদ্ধহস্ত, একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে ব্যবহার করতে আগ্রহী হয়েছেন। বোধ করি, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্ডায় এটি কখনোই আওতাধীন নয়। দ্বিতীয়ত– বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চিঠির ভাষা ও হুমকিধমকি বাংলাদেশ লুথারেন চার্চের নেতারা ও চার্চের সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের তটস্থ ও আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে। বাংলাদেশ লুথারেন চার্চ সরাসরি চার্চের কর্মকা- পরিচালনা করে, এটি কোনো শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান নয়। খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের আধ্যাত্মিক, আত্মিক সেবার পাশাপাশি আত্ম নির্ভরশীল, কুসংস্কার এবং সচেতনতামূলক বিষয়াদিতে প্রচার-প্রচারাভিযানের অংশী হয়ে থাকে। আজকের শিক্ষার্থীরাই আসামি ভবিষ্যৎ, প্রতিষ্ঠান, সমাজ, দেশ ও বিশ্বকেও নেতৃত্ব দিতে এখনই নিজেদের গড়ে তোলার উপযুক্ত সময়। আমাদের সন্তানতুল্য শিক্ষার্থীরা দেশের অন্যতম ধর্ম খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নিজেদের সম্পৃক্ত করা কখনোই কাম্য নয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কর্তৃক চার্চের কর্মকা-কে স্থবিরে নিজেদের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করছে, অনুরূপভাবে সরকারের ধর্মীয় নিরপেক্ষতাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আমাদেরকে লজ্জিত হতে হয়েছে।

তৃতীয়ত– কখনো কখনো চার্চের আভ্যন্তরীণ সমস্যার সৃষ্টি হলে জাতীয় প্রতিষ্ঠান 'ন্যাশনাল খ্রিস্টিয়ান ফেলোসিপ অব বাংলাদেশ' (এনসিএফবি) দায়িত্ব পালন করে থাকে। গুরুতর বিষয়গুলোতে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে গঠিত 'ইউনাইটেড ফোরাম অফ চার্চেস বাংলাদেশ' অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের স্বার্থান্বেষী চেষ্টা পুরো খ্রিস্টান সমাজকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চার্চের স্পর্শকাতর বিষয়গুলোতে নিজেদেরকে জড়িয়ে দেশব্যাপী যে সংস্কারের প্রচেষ্টা করে চলেছে, সেটিতে যেন বিরূপ ইমেজ চিত্রিত না হয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ধর্ম উপদেষ্টা গত ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রি. চট্টগ্রামের পাথরঘাটার সেন্ট প্লাসিড স্কুল ও জপমালা রানী ক্যাথিড্রাল গির্জা পরিদর্শন করেছেন। তিনি ধর্মীয় কর্তধারদের উৎসাহিত করেছেন, স্কুল, কলেজ, হাসপাতালের পাশাপাশি এতিম, দুস্থ ও

যুদ্ধ করতে গিয়ে পর্ন দেখায় ব্যস্ত উত্তর কোরিয়ার সেনারা!

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি কিম জং উন বিভিন্ন সময় সংবাদের শিরোনামে উঠে আসেন। কখনো হুমকি ধামকি তো কখনো পারমানবিক পরীক্ষা, শত্র দেশদের বেশ আতঙ্কের উপরেই রাখেন কিম। তবে এবার তার দেশের সেনারা জায়গা করে নিলেন খবরের শিরোনামে, সেটিও অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটিয়ে! যুদ্ধ করতে গিয়ে পর্ন দেখায় ব্যস্ত উত্তর কোরিয়ার সেনারা। সম্প্রতি এই তথ্য উঠে এসেছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে। মার্কা ডটকমের প্রতিবেদন অনুসারে, ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধে মস্কোকে সাহায্য করতে ভ্লাদিমির পুতিনের দেশে রয়েছেন উত্তর কোরিয়ার কয়েক হাজার সেনা। রাশিয়ায় তারা যতখুশি ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন। আর এই ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পেয়েই নাকি নীল সিনেমায় বুঁদ হয়ে গেছেন কিম জং উনের সেনারা। ব্রিটেনের সংবাদমাধ্যম ফিনান্সিয়াল টাইমসের সাংবাদিক গিডেন ব্যাচম্যানের এক টুইট ঘিরে বিষয়টি নিয়ে বেশ হইচই শুরু হয়েছে। এক্স হ্যান্ডলে ব্রিটিশ সাংবাদিক ব্যাচম্যান লিখেছেন, "বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছে, রাশিয়ায় মোতায়েন উত্তর কোরিয়ার সেনা আগে কখনও যথেচ্ছ ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পায়নি। ফলে সেই সুযোগ পেয়ে নীল সিনেমায় বুঁদ হয়ে পড়েছে তারা।" ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ চলছে। আড়াই বছরের বেশি সময় ধরে চলা এই যুদ্ধে পুতিনকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জং উন। উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনীর প্রায় হাজার সাতেক সেনা এখন রাশিয়ায় রয়েছেন। তাদের ইউক্রেন সীমান্তে মোতায়েন করা হয়েছে। তাদের কাছে একে-১২ আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। দীর্ঘকালীন যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে রাশিয়ার পাঁচটি জায়গায় তাদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয় বলে জানা গেছে। এদিকে, রাশিয়ায় আসার পর যতখুশি ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছেন কিমের দেশের সেনারা। এই প্রথম ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পেয়েই পর্ন সিনেমায় বুঁদ হয়েছেন উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনীর সদস্যরা। আমেরিকায় প্রতিরক্ষা বিভাগের মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল চার্লি ডিয়েটকে এই নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, এই নিয়ে তার কাছে তথ্য নেই। এর জবাব ভাল দিতে পারবে মস্কো।

মেক্সিকোয় বারে বন্দুক হামলা, নিহত ১০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মেক্সিকোর মধ্যাঞ্চলীয় শহর কেরেতারোর একটি বারে ভয়াবহ বন্দুক হামলায় ১০ জন নিহত হয়েছেন। শনিবার রাতে শহরের ঐতিহাসিক এলাকা লস কান্তারিতোস বারে এই হামলা ঘটে বলে জানিয়েছেন কেরেতারোর জননিরাপত্তা বিভাগের প্রধান হুয়ান লুইস ফেরুস্কা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা এক ভিডিওতে ফেরুস্কা জানান, জরুরি সেবাকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিশ্চিত করেছেন, চারজন বন্দুকধারী একটি পিকআপ ট্রাকে করে এসেছিল। তারা ভারী অস্ত্র নিয়ে বারে প্রবেশ করে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। তিনি জানান, হামলার পর বারের ভেতরে ১০ জনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং আরও অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। হামলার পর সন্দেহভাজনদের মধ্যে একজনকে আটক করা হয়েছে। হামলায় ব্যবহৃত গাড়িটিকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়ার পর সেটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয়দের মতে, কেরেতারোর মতো শান্ত শহরে এ ধরনের হামলা খুবই অস্বাভাবিক। এই হামলার সঙ্গে কারা জড়িত এবং তাদের উদ্দেশ্য কী ছিল, তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে স্থানীয় প্রশাসন দ্রুত তদন্ত শুরু করেছে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মেক্সিকোয় মাদক চক্র ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে সহিংসতা ক্রমশ বাড়ছে। ২০০৬ সাল থেকে দেশটিতে মাদক ও গ্যাং-সংক্রান্ত সহিংসতায় ৪ লাখ ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। সূত্র: এএফপি

স্পেনের রাস্তায় হাজার হাজার বিক্ষোভকারী, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কয়েক দশকের মধ্যে ভয়াবহ বন্যা মোকাবেলায় কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং জবাবদিহিতার আহ্বান জানাতে স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ায় হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ করেছে। স্থানীয় সময় শনিবার রাতে ভ্যালেন্সিয়া সিটি হলের সামনে দাঙ্গা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বিক্ষোভকারীদের। ভিডিওতে দেখা গেছে, আঞ্চলিক সরকারের কার্যালয়ের দিকে মিছিল করা বিক্ষোভকারীদের সরাতে পুলিশকে লাঠিপেটা করছে। লোকজনও পুলিশকে ধাওয়া দিচ্ছে এবং হাতে থাকা প্ল্যাকার্ড দিয়ে পুলিশকে পেটাচ্ছে। স্পেনে সম্প্রতি আকস্মিক বন্যায় সবশেষ ২১২ জনের মৃত্যুর খবর এসেছে। প্রায় ৮০ জন এখনো নিখোঁজ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বহু বাড়িঘর ধ্বংসের পাশাপাশি সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দেশটিতে আঞ্চলিক সরকারগুলো প্রায়ই বেসামরিক সুরক্ষা পরিচালনায় ব্যর্থতার জন্য অভিযুক্ত হয়ে আসছে। ভ্যালেন্সিয়ার বর্তমান আঞ্চলিক নেতা রক্ষণশীল পপুলার পার্টির কার্লোস মাজন। তার প্রশাসন নাগরিকদের বন্যা সতর্কতা জারি করতে ব্যর্থ হয়। এরপর তার পদত্যাগের দাবি জোড়ালো হয়ে ওঠে। তবে কার্লোস মাজন যুক্তি দিয়েছেন, সঙ্কটের মাত্রা অপ্রত্যাশিত ছিল। মাদ্রিদের কর্তৃপক্ষ তার প্রশাসনকে পর্যাপ্ত সহায়তা এবং সময়মতো অবহিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু স্পেনের আবহাওয়া সংস্থা অনেকটা আগেই খারাপ আবহাওয়ার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছিল। মাজন প্রশাসনের ওউদাসিনতার ফলেই শহরের বাসিন্দাদের সেলফোনে সতর্কতা পাঠাতে এর চেয়েও ১২ ঘণ্টার বেশি সময় দেরি হয়ে যায়। সেই সঙ্গে দুর্যোগকালীন সময়ে কর্তৃপক্ষের ধীরগতি ওঅসংগঠিত সাড়া দেওয়াই কারণে আঞ্চলিক নেতা তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছেন। ভ্যালেন্সিয়ার দক্ষিণ উপকণ্ঠে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে স্বেচ্ছাসেবীরাই প্রথম লোকজনকে সাহায্য করে। বন্যার্তদের সহায়তার জন্য পাঠানো হাজার হাজার পুলিশ বাহিনী ও সৈন্যদের পুরোপুরি একত্রিত করতেই সরকারের কয়েক দিন সময় লেগে যায়। বিক্ষোভকারীদের কেউ কেউ প্রতিবাদী ব্যানারে লিখেছে,ওতোমরা আমাদের হত্যা করেছ অনেকেই মাজনের পদত্যাগের জন্য স্লোগান দেয় এবং কেউ কেউ তাদের ক্ষোভ দেখানোর জন্য কাউন্সিল ভবনের বাইরে কাদাযুক্ত বুট রেখে যায়।

ইরান যাচ্ছেন সৌদি আরবের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সৌদি আরবের সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অব স্টাফ ফায়াদ আল-রুওয়াইলি গতকাল রোববার তেহরান সফর করবেন। ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল স্টাফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তিনি। ইরানের সংবাদমাধ্যম বলছে, সফরকালে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফায়াদ বিন হামেদ আল-রুওয়াইলি ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল মোহাম্মাদ হোসেইন বাঘেরির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা সম্পর্ক ও পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প জানুয়ারিতে দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবেন এবং মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর এই সফর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ট্রাম্প প্রথম মেয়াদে ট্রাম্প আরব দেশগুলো এবং ইরানের আঞ্চলিক চিরশত্রু ইসরায়েলের মধ্যে স্বাভাবিকীকরণের উদ্যোগ নেন, যা ওআব্রাহাম চুক্তি নামে পরিচিত। সৌদি আরব ইসরায়েলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক স্থাপন না করলেও ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার গত কয়েক বছরে একাধিকবার ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে এ সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র রয়টার্সকে জানিয়েছে।

নরওয়েতে টেকসই উপায়ে স্যামন মাছের চাষ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : অন্যান্য অনেক কারণের পাশাপাশি নরওয়ে সুস্বাদু স্যামন মাছের জন্যও বিখ্যাত। বড় আকারে সেই মাছের চাষকে ঘিরে কিছু জটিলতা ও সমস্যা রয়েছে। এক তরুণ উদ্যোগপতি পর্যটকদের কাছে নরওয়ের ফিয়র্ড বড় আকর্ষণ। সেখানে নতুন ধরনের এক স্যামন ফার্ম ভিন্নভাবে কাজের অঙ্গীকার করছে। নরওয়ে গোটা বিশ্বের প্রায় অর্ধেক স্যামন উৎপাদন করে। টোমাস মিরহল্ট আকভাফিউচার কোম্পানির কর্ণধার, যেটি সেই ফার্ম চালায়। সুযোগ পেলেই তিনি দফতর ছেড়ে টিমের সঙ্গে ফিয়র্ডে কাজে হাত লাগান। তিনি বলেন, ''আমরা স্যামন মাছ চাষের নতুন উপায় খোঁজার চেষ্টা করছি। বিশ্বের সবচেয়ে টেকসই স্যামন ফার্মিং সৃষ্টি করাই আমাদের অলীক স্বপ্ন। সি লাইসের মতো সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার আগেই আমরা সক্রিয়ভাবে সেটা এড়াতে চাই। যাতে এখানে একেবারেই কোনো সামুদ্রিক উকুন না আসে। প্যাথোজেন মোকাবিলা ও মাছের সুরক্ষাও আমাদের কাছে জরুরি প্রচলিত ফার্মে প্যারাসাইট বা পরজীবী বড় সমস্যা। বিশেষ করে সি লাইস নামের ক্ষুদ্র ক্রাস্টেসিয়ান জাতের জীব বড় আকারে তাদের হোস্টের মৃত্যু ঘটাতে পারে। সেই প্যারাসাইট ওয়াইল্ড অ্যাটলান্টিক স্যামন মাছের মধ্যেও সংক্রমিত হতে পারে। গত শতাব্দীর আশির দশক থেকে সেই মাছের সংখ্যা ৫০ শতাংশেরও বেশি কমে গেছে। পরিবেশবিদদের মতে, সেটা একটা বড় সমস্যা। এনএনভি পরিবেশবাদী সংগঠনের প্রতিনিধি কাইয়া লাংভিক-হানসেন বলেন, ''সি লাইস শুধু সাধারণ স্যামন নয়, ওয়াইল্ড স্যামনের জন্যও বড় সমস্যা। এই এলাকায় সেটা হলো অ্যাটলান্টিক স্যামন। এই প্রাণী সবসময়ে হুমকির মুখে রয়েছে। এই মাছের সংখ্যা নাটকীয় মাত্রায় কমে গেছে আরেকটি সমস্যা হলো, খামারের মাছ প্রায়ই জালের ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যায়। অ্যাটলান্টিক স্যামনের সঙ্গে সেই মাছের প্রজনন ঘটলে শাবকগুলির পক্ষে টিকে

থাকা কঠিন হয়। ফলে গোটা মহাসাগরে এই মাছের সংখ্যা আরো কমে যায়। তাছাড়া অ্যাকোয়াকালচার থেকে বেরিয়ে আসা বিষ্ঠা আশেপাশের পানিতে প্রায়ই দূষণ ঘটায়। ফলে মাছের মধ্যে ত্বকের রোগ ছড়িয়ে পড়ে। প্রশ্ন উঠছে, এই খামার অন্যগুলির তুলনায় কতটা ভিন্ন? আসলে সেটির নির্মাণের মধ্যেই এর চাবিকাঠি রয়েছে। জাল দিয়ে ঘেরার বদলে মাছের গতিবিধির সীমা হিসেবে সেখানে প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়েছে। টোমাস মিরহল্ট বলেন, ''সুরক্ষার স্বার্থে এক বন্ধ ব্যাগের মধ্যে মাছ রাখা হয়।

৬ সন্ত্রাসীকে হত্যার দাবি পাকিস্তান বাহিনীর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : উত্তর ওয়াজিরিস্তানের স্পিনওয়াম এলাকায় গোয়েন্দাভিত্তিক অভিযান চালিয়েছে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী। এতে অন্তত ছয়জন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও অনেকে। গতকাল রোববার পাকিস্তানের আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এই তথ্য জানিয়েছে। খবর জিও নিউজের। সন্ত্রাসীদের উপস্থিতির খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালানো হয় বলে দাবি করেছে আইএসপিআর।

স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে দুঃসংবাদ দিল কানাডা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিদেশি শিক্ষার্থীদের স্টুডেন্ট ভিসা দিতে বাড়তি একটি সুবিধা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে কানাডা। ভারত, পাকিস্তানসহ ১৪টি দেশের শিক্ষার্থীরা 'স্টুডেন্ট ডাইরেক্ট স্ট্রিম'-এর (এসডিএস) আওতায় ভিসার আবেদন করতে পারতেন। তবে, এখন থেকে আর সেই সুবিধাটি থাকছে না। স্টুডেন্ট ভিসার আবেদনে আগ্রহী করতে ২০১৮ সালে এসডিএস প্রোগ্রাম চালু করেছিল কানাডা। এর আওতায় এন্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডা, ব্রাজিল, চীন, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, মরক্কো, পেরু, ফিলিপাইন, সেনেগাল, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড গ্রানাডা, ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো এবং ভিয়েতনামের শিক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারতেন। এসডিএসের মাধ্যমে ভিসা আবেদন গ্রহণের সুযোগ ছিল বেশি। সেই সঙ্গে এক্ষেত্রে ভিসার প্রক্রিয়াও ছিল দ্রুত। এ বিষয়ে কানাডা সরকার তাদের ওয়েবসাইটে বলেছে, তারা সব দেশের শিক্ষার্থীদের সমান সুযোগ দেওয়ায় বিশ্বাসী। কানাডা সরকারের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, সবার জন্য একই ধরনের ব্যবস্থা থাকবে। একেবারে একটা স্বচ্ছ ব্যবস্থা থাকবে এখানে। নাইজেরিয়া পড়ুয়াদের জন্য নাইজেরিয়া স্টুডেন্ট এক্সপ্রেস চালু ছিল। সেই ব্যবস্থাকেও বাতিল বলে ঘোষণা করা হচ্ছে।তবে ৮ নভেম্বর স্থানীয় সময় ২টার মধ্যে যারা আবেদন করেছেন তারা এসডিএসের আওতায় ভিসার সুবিধা পাবেন। তারপর থেকে আর এই ব্যবস্থা কাজে দেবে না, অন্যদের মতো একই পদ্ধতিতে আবেদন করতে হবে।

যুদ্ধ শুরুর পর মস্কোয় সবচেয়ে বড় ড্রোন হামলা চালাল ইউক্রেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কমপক্ষে ৩৪টি ড্রোন দিয়ে মস্কোতে হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। ২০২২ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে রাশিয়ার রাজধানীতে এটিই সবচেয়ে বড় ড্রোন হামলা। স্থানীয় সময় গতকাল রোববার এমন ঘটনার পর শহরের তিনটি প্রধান বিমানবন্দর থেকে ফ্লাইট ঘুরিয়ে দিতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, রাশিয়ার বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গতকাল রোববার তিন ঘণ্টায় পশ্চিম রাশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে ৩৬টি ড্রোন ধ্বংস করেছে।

বিনোদন

কলকাতার সিরিজে নাম লেখালেন আরিফিন শুভ

বিনোদন ডেস্ক : গত জুলাই থেকে আড়ালে চিত্রনায়ক আরিফিন শুভ। ছাত্র আন্দোলনে নীরব থাকায় তাকে নিয়ে যখন সমালোচনা হচ্ছিল, সে সময় হঠাৎ করেই জানান দেন বিবাহবিচ্ছেদের কথা। এরপর আবারও অন্তরালে অভিনেতা। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর তার সরকারি প্লট বাতিল নিয়ে আলোচনা তৈরি হলেও শুভ ছিলেন নিশ্চুপ। অবশেষে খোঁজ পাওয়া গেল তার। সৌমিক সেনের 'জ্যাজ সিটি'র শুটিংয়ে কলকাতায় গেছেন আরিফিন শুভ। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকা জানিয়েছে, গত সপ্তাহে শুরু হয়েছে সিরিজটির শুটিং। শুটিংয়ে যোগ দিতে গত শুক্রবার কলকাতায় গেছেন শুভ। 'জ্যাজ সিটি' সিরিজটি তৈরি হচ্ছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। তবে বাংলাদেশে এর কোনো অংশের শুটিং হবে না। গত জুনেই জানা গিয়েছিল শুভর এই সিরিজের খবর। এতে শুভর বিপরীতে আছেন সৌরসেনী মিত্র। এ ছাড়া টালিউড ও বলিউডের একাধিক অভিনয়শিল্পীকে দেখা যাবে। যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের সময়ের গল্প, তাই সত্তরের দশকের আদলে সেট বানিয়েই চলছে শুটিং। 'জ্যাজ সিটি'র নির্মাতা সৌমিক সেন যুক্ত ছিলেন গত বছর মুক্তি পাওয়া জনপ্রিয় হিন্দি সিরিজ 'জুবিলি'র সঙ্গে।

বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানের সঙ্গে যৌথভাবে সিরিজটির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন সৌমিক। প্রেক্ষাপট ছিল চল্লিশের দশকের শেষের দিকের মুম্বাই শহর ও বলিউডের শুরুর দিকের ঘটনা। জুবিলির মতো নতুন এ সিরিজেও সৌমিক পর্দায় তুলে ধরবেন পুরোনো প্রেক্ষাপট। জ্যাজ সিটি পশ্চিমবঙ্গে আরিফিন শুভর তৃতীয় ওয়েব কনটেন্ট। এর আগে করেছেন অরিন্দম শীলের 'উনিশে এপ্রিল' ও রাহুল মুখার্জির 'লহু'। সত্তরের দশকের একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত হয়েছিল উনিশে এপ্রিল। শুভ ছাড়াও এতে অভিনয় করেছেন অঙ্কিতা চক্রবর্তী, সৌরসেনী মৈত্র, ইন্দ্রাশিস রায় প্রমুখ। গত জুলাইয়ে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ফ্রাইডেতে মুক্তি পেয়েছে ওয়েব সিনেমাটি। উনিশে এপ্রিল আলোর মুখ দেখলেও আটকে আছে 'লহু'। উল্লেখ্য, গত বছর কলকাতায় কার্যক্রম শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকির। 'লহু' ছিল সেই প্রজেক্টের একটি সিরিজ। বিভিন্ন সমস্যার কারণে কলকাতায় কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় চরকি। ফলে মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায় লহুর শুটিং। পরে বাংলাদেশে কিছু অংশের কাজ হয়। এতে শুভর বিপরীতে আছেন সোহিনী সরকার। আরও আছেন রাজনন্দিনী পাল, সৌম্য মুখোপাধ্যায়, শ্যামল চক্রবর্তী, অনুজয় চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

প্রিয়জনকে হারিয়ে আবেগঘন পোস্ট কঙ্গনার

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড কুইন ও সংসদ সদস্য কঙ্গনা রনৌত আপাতত হিমাচলের বাড়িতেই পরিবারের সঙ্গে থাকছেন। আর এরই মধ্যে তার পরিবারে ঘটে গেছে অঘটন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত শুক্রবার রাতে কঙ্গনার দিদিমা ইন্দ্রাণী ঠাকুর প্রয়াত হন। প্রিয়জনকে হারিয়ে শোকবিহ্বল এ অভিনেত্রী। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় দিদার সঙ্গে হাসিমুখের ছবি শেয়ার করে একটি নোট পোস্ট করেন কঙ্গনা। এসময় তিনি লেখেন, 'কাল রাতে আমার দিদা মারা গেছেন। শোকে বিহ্বল গোটা পরিবার। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ নারী। আমার দিদার পাঁচ সন্তানই ছিল তার মূল সম্পদ।' অভিনেত্রী আরও লেখেন, 'দাদুর খুব একটা অসচ্ছলতা না থাকা সত্ত্বেও সন্তানরা যাতে ভালোভাবে মানুষ হন, সেদিকে খেয়াল রেখেছেন। বিশেষ করে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার দিকে নজর দিয়েছিলেন। সেইসময়ও দিদার মেয়েরা সরকারি চাকরি পেয়েছিলেন। প্রত্যেক সন্তান ছিল তার গর্ব।

আমেরিকায় 'বাপা' থেকে পুরস্কৃত প্রতীক হাসান

বিনোদন ডেস্ক : বাংলাদেশের কিংবদন্তী সংগীতশিল্পী খালিদ হাসান মিলুর দুই যোগ্য উত্তরসূরী প্রতীক হাসান ও প্রীতম হাসান। দুজনেই বাংলাদেশের গানের ভুবনে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রতীক হাসান অনেক আগেই শ্রোতা দর্শকের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন। আর সাম্প্রতিক সময়ে প্রীতম হাসান রয়েছেন গানের ভুবনে আলোচনার শীর্ষে। গত জুলাই মাসে প্রতীক হাসান আমেরিকা গিয়েছেন স্ত্রী মৌসুমী ও একমাত্র সন্তান (কন্যা) প্রতীকাকে নিয়ে। সেখানে গিয়ে তিনি এরইমধ্যে বেশ কয়েকটি স্টেজ শোতেও অংশগ্রহন করেছেন। এরইমধ্যে প্রতীক আমেরিকাতে একটি বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েসন (বাপা) অ্যাওয়ার্ড-এ ভূষিত হয়েছেন প্রতীক হাসান। 'নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টম্যান্ট'র ডেপুটি চীফ ভিক্টোরিয়া পেরির হাত থেকে তিনি এই সম্মাননা গ্রহন করেন। এমন একটি এসোসিয়েন থেকে একজন শিল্পী হিসেবে

সম্মাননা পেয়ে ভীষণ উচ্ছ্বসিত প্রতীক। এ বিষয়ে প্রতীক বলেন, একজন শিল্পী হিসেবে বাপা আমাকে যে সম্মাননা দিয়েছে তাতে সত্যিই আমি ভীষণ গর্বিত। আমি বাপা'র প্রত্যেকের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা প্রকাশ করছি। সেই সাথে সবার কাছে দোয়া চাই যেন আগামীতেও আমি আরো ভালো ভালো গান শ্রোতা দর্শককে উপহার দিয়ে যেতে পারি। আমার স্ত্রী সন্তান, আমার মা আর আমার ছোট ভাই প্রীতমের পরিবারের জন্যও দোয়া করবেন সবাই। প্রতীকের সর্বশেষ প্রকাশিত গান ছিলো 'প্রেমে দিওয়ানা'। গানটি এখনপর্যন্ত ইউটিউবে ৭০ লক্ষ'রওবেশি ভিউয়ার্স উপভোগ করেছেন। ২০১৭ সালে প্রকাশিত প্রতীক ও নাওমির গাওয়া 'বেইয়াইন সাব' গানটি দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। গানটি তিন কোটিওর বেশি ভিউয়ার্স উপভোগ করেছেন। গানটি লিখেছেন প্রতীক ও প্রীতম। সুর করেছেন প্রীতম হাসান। প্রতীকের বাবার কণ্ঠের অনেক জনপ্রিয় একটি গান 'প্রাণের চেয়ে প্রিয়'।

কবে মা হবেন, জন্মদিনে জানালেন মিম

বিনোদন ডেস্ক : ছোটপর্দা ও চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিমের জন্মদিন ছিল গতকাল রোববার। বরাবরে মত এবারও ঘরোয়া পরিবেশেই দিনটি উদযাপন করবেন তিনি। জন্মদিন ও বর্তমানের কর্মব্যস্ততা নিয়ে কথা বলেছেন অভিনেত্রী। জন্মদিন কেমন কাটবে প্রশ্নের জবাবে বিদ্যা সিনহা মিম বলেন, 'জন্মদিনটা আসলে খুব ঘটা করে পালন করা হয় না। বরাবরের মতই মা, হাজবেন্ড, পরিবারের সদস্য ও কাছের বন্ধুদের সঙ্গে ঘরোয়া আয়োজনেই কাটাবো।' ছেলেবেলার জন্মদিনের স্মৃতি সম্পর্কে অভিনেত্রী বলেন, 'মায়ের কাছ থেকে ছেলেবেলার জন্মদিনগুলোর যত ছবি এবং ভিডিও দেখেছি তার সবগুলোতেই দেখি জন্মদিনের কেক সামনে নিয়ে আমি কাঁদছি। আয়োজন বা লোক সমাগম দেখলেই আমি ঘাবড়ে যেতাম। এখন সেসব ছবি আর ভিডিও দেখলে নিজেরই হাসি পায়।' বর্তমান ব্যস্ততা কী নিয়ে? জানতে চাইলে মিম বলেন, 'বিভিন্ন ব্রান্ডের বিজ্ঞাপনের শুটিং নিয়ে বর্তমানে ব্যস্ত আছি। তাছাড়া বেশ কিছু নাটকেরও কথা হয়ে আছে। দেশের অস্থির পরিস্থিতির জন্য সেগুলোর শুটিং পিছিয়ে গিয়েছিল। আশা করছি শিগগীরই সেগুলোর কাজ শুরু হবে।' 'পরাণ' এবং 'দামাল' এর মত হিট ছবির পরও নতুন চলচ্চিত্রে দর্শকরা আপনাকে পাচ্ছে না কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমি মূলত অভিনয়কে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করি। গল্প ও চরিত্র ভালো লাগলে আমার কাজের গতি এবং আগ্রহ বেড়ে যায়। বিশেষ দিবস উপলক্ষ্যে কিছু নাটকের কাজ করি। তবে আমার শুরু সিনেমা দিয়ে, তাই

সিনেমাটিই বেশি করতে চাই। এটি ঠিক, আমি অভিনয় করতে পছন্দ করি, তা যে মাধ্যমেই হোক। আমার দর্শক এবং ভক্তরাই আমার অনুপ্রেরণা, আমার শক্তি।' একটি সিনেমায় বহুল আলোচিত ধর্ষণের শিকার ইয়াসমিনের চরিত্রে অভিনয়ের করবেন বলে জানিয়েছিলেন, সেই সিনেমাটির খবর কি জানতে চাইলে মিম বলেন, 'সত্য ঘটনা অবলম্বনে 'আমি ইয়াসমিন বলছি' নামে এ সিনেমাটি তৈরি হওয়ার কথা রয়েছে। এটাও হৃদয় স্পর্শ করার মতো একটি গল্প।

'জেগেছে বাংলাদেশ' নির্মাণে চলছে প্রস্তুতি

বিনোদন ডেস্ক : গত কয়েকদিন ধরেই এফডিসির জসিম ফ্লোরে চলছিল সেট নির্মাণের কাজ। সেও বিশাল আয়োজনে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভিন্ন কনসেপ্ট, ভিন্ন সেট আর অর্ধশত আর্টিষ্ট! খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বাংলাদেশের গণ অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত গান 'জেগেছে বাংলাদেশে' নির্মাণে চলছে এই প্রস্তুতি। গানটি রচনা করেছেন ফাহিম আল ইসহাক চৌধুরী। মিউজিক করেছেন আহমেদ হুমায়ুন আর গানটিতে সুর ও কণ্ঠ দিয়েছেন রুবেল খন্দকার। ফিহা মাল্টিমিডিয়া'র প্রযোজনায় গানটির ভিডিওচিত্র নির্মাণে রয়েছেন নির্মাতা উজ্জ্বল রহমান। ডিওপি রয়েছেন দৃশ্য কারিগর সাহিল রনি। কোরিওগ্রাফীতে আসাদ খান ও তার দল। গানটির নির্মাণ নিয়ে নির্মাতা উজ্জ্বল রহমান বলেন, 'আমরা ভিডিওতে অনেক কিছু বলার চেষ্টা করেছি। ১৯৪৭ থেকে ২০২৪, সাধারণ মানুষ আসলে কতভাবে বন্দী সেই চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি।' অন্যদিকে গানটির রচয়িতা ফাহিম আল চৌধুরী বলেন, 'এই গানে সাধারণ মানুষের কথা আছে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের বার বার অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠার গল্প আছে। প্রবাসী জীবনেও দেশের জন্য যে তীব্র ভালবাসা তার প্রকাশ আছে।' জানা যায় গানটি কিছু প্লাটফর্মে মুক্তি পাবে।

ইমনকে নিয়ে পাবনায় পূজা চেরি

বিনোদন ডেস্ক : সৌন্দর্য, স্টাইল আর অভিনয় দিয়ে অল্প বয়সেই দর্শকের মন জয় করেছেন পূজা চেরি। বয়স কম হলেও অভিনয় নিয়েই কাটে তার ব্যস্ততা। প্রতিনিয়ত চেহারায় ভিন্নতা নিয়ে দর্শক-ভক্তদের সামনে হাজির হন তরুণ প্রজন্মের এই অভিনেত্রী। সেটা কখনও চরিত্রের প্রয়োজনে, আবার কখনও নিজের ভালোলাগায়। জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী লুক পরিবর্তনের মেকআপ নিয়ে বেশ খুঁতখুঁতে স্বভাবে সেটা আগেও বহুবার বলেছেন। গত শনিবার নায়ক ইমনের সঙ্গে কসমেটিকস রিটেইল চেইন শপ ??দহারল্যান স্টোর??দ এর নতুন আউটলেটের উদ্বোধনীতে পাবনায় গিয়ে দিলেন নতুন বার্তাএই অভিনেত্রী বললেন, 'এর আগেও বলেছি আমি নিজের ক্যারিয়ার ও নিজের মেকআপের বিষয়ে বেশ খুঁতখুঁতে। সবকিছু পারফেক্ট না হলে আমি কখনও কোনো জায়গায় মুভ করি না। পারফেক্ট মন

শুকানোর পর শুঁটকি হতে ব্যবসায়ী। পাঁচ কেজি ওজনের এই লাক্ষা শুঁটকির দাম ১৪ হাজার টাকা। নতুন ফিশারিপাড়া, কক্সবাজার,

পানিফল চাষে খরচ কম, লাভ বেশি

নাটোর প্রতিনিধি : একটা সময় নাটোরের গ্রামাঞ্চলের আনাচে কানাচে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকত কৃষি জমির পাশের জলমগ্ন জমি। বর্ষাকাল ছাড়াও বছরের অধিকাংশ সময় পানি জমে থাকায় সেখানে কোনো চাষ হতো না বললেই চলে। এখন সেই জলমগ্ন পতিত জমিতেই বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে পানিফল। ফলে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন কৃষকরা। পাশাপাশি প্রাকৃতিকভাবেই ওই জমি থেকে পাওয়া যাচ্ছে দেশি প্রজাতির মাছ। আবার পানিফল চাষের সঙ্গে একই জমিতে মাছ চাষও করছেন কেউ কেউ। ফলে জলমগ্ন এসব পতিত জমি কৃষকদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য এক বড় উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষি বিভাগ থেকে সহযোগিতা দেওয়া হলে পানিফল চাষ আরও লাভজনক হবে বলে মনে করছেন চাষিরা। আর কৃষি বিভাগ বলছে, দেশের খাদ্য চাহিদা মেটানোসহ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে দেশের কোনো জমি আর পতিত রাখা যাবে না। জমিগুলোতে কৃষি কাজের জন্য সময়োপযোগী ফসল চাষের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তবেই কৃষি অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ হবে দেশ। এজন্য কৃষি বিভাগ থেকে পরামর্শসহ সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়া হবে। নাটোর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, জেলায় এবার জলমগ্ন ১০ হেক্টর জমিতে পানিফল চাষ হয়েছে। তবে জেলার সদর উপজেলা, নলডাঙ্গা, সিংড়া ও গুরদাসপুর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি পানিফল চাষ হয়েছে। অন্যান্য উপজেলায় একটু কম চাষ হয়েছে। সূত্র জানায়, জলমগ্ন এসব জমিতে প্রায় সারা বছর পানি জমে থাকে। এসব জমিতে জ্যৈষ্ঠ মাসে পানিফলের চারা রোপণ করা হয়। চার মাস পর থেকে ফল আসা শুরু হয় এবং আশ্বিন মাসের প্রথম দিকে ফল তুলে বিক্রি করা শুরু হয়। পানি-ফল চাষ প্রক্রিয়া সহজ এবং উৎপাদন খরচও কম। ঠিকমতো ফসলের পরিচর্যা করা হলে এবং আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে বিঘা প্রতি ২০ থেকে ২৫ মণ ফলন পাওয়া যায়। জেলার সদর ও সিংড়া উপজেলায় গিয়ে দেখা যায়, কেউ গাছ থেকে ফল তুলতে ব্যস্ত, কেউ কেউ ফসল পরিচর্যা ও বালাইনাশক দিচ্ছেন, কেউ বা বিভিন্ন সড়কের পাশে বসে পানিফল বিক্রি করছেন। আর শহরের বাজারগুলোতে পানিফলের চাহিদাও বেশ লক্ষ্য করা গেছে। গ্রাম এলাকায় ৫০ থেকে ৬০ টাকা ও শহরাঞ্চলে ৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে পানিফল। পাইকারি বাজারে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ক্রেতারা ১৫০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা মণ পানিফল কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। সদর উপজেলার বরভিটা-দিয়ারভিটা গ্রামের কৃষক হজরত আলী বলেন, এ বছর চার বিঘা জমিতে পানিফলের চাষ করেছি। চারা রোপণের চার মাস পর ফল আসতে শুরু হয়েছে। এক থেকে দুই দিন পর পর দুই মণ করে পানিফল তুলি। পরে স্থানীয় বাজার এবং জমিতেই এসব পানিফল পাইকারি ৫০ থেকে ৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করি। আর স্থানীয় বাজারে খুচরা বিক্রি করছি কেজি প্রতি ৭০ থেকে ৮০ টাকা দরে। পানিফল চাষ মোটামুটি লাভজনক। একই এলাকার অপর কৃষক মো. আসাদ জানান, বর্ষাকালে বিঘা প্রতি ১২০০ টাকায় জমি লিজ নিয়ে পানিফল চাষ করেছেন তিনি। এ ফল চাষে বিঘা প্রতি তার খরচ হয়েছে প্রায় নয় থেকে ১০ হাজার টাকা। প্রতিদিন তিনি ৩০ থেকে ৪০ কেজি করে পানিফল তুলে ৬০ থেকে ৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করছেন। তিনি বলেন, সাধারণত পানিফলের বিঘা প্রতি ফলন হয় ২০ থেকে ২৫ মণ। কোনো কোনো সময় আরও বেশি ফলন হয়। খরচ বাদে প্রতি বিঘায় পানিফল বিক্রি করে লাভ হয় ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। এছাড়া জলমগ্ন জমিতে পানিফলের পাশাপাশি মাছও চাষ করা যায়। তা না করা হলেও প্রাকৃতিকভাবেই দেশীয় প্রজাতির হরেক রকম মাছ পাওয়া যায়। যা পারিবারিক চাহিদা মিটিয়ে বাজারজাতও করা যায়। গত পাঁচ বছর ধরে তিনি জলমগ্ন এসব জমিতে পানিফল চাষ করে আসছেন। সঙ্গে মাছও চাষ করছেন। ভবিষ্যতে পানিফল চাষের পরিধি আরও বাড়াতে চান। দিয়ারভিটা গ্রামের কৃষক মো. আক্তার হোসেন জানান, চার বিঘা জমিতে এবার তিনি পানিফল চাষ করেছেন।

গজারিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ৫

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : গজারিয়া আনারপুরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাস তিশা পরিবহন নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া আইল্যান্ড মেরে দেয় পাঁচজন আহত হয়। গতকাল রোববার সকাল ১০:৪৫ ঘটিকায় গজারিয়া থানাধীন ভবেরচর ইউনিয়নের অন্তর্গত বসুন্ধরা পেপার মিল সংলগ্ন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ঢাকা গামী লেনে,। তিশা পরিবহনের একটি বাস, যাহার রেজিঃ নং পাবনা জ -১১-০১৩৪, এর সামনের চাকা ফেটে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আইল্যান্ডের উপর উঠে দুর্ঘটনা কবলিত হয়। উক্ত বাস দুর্ঘটনায় এক পথচারী বসুন্ধরা পেপার মিলের শ্রমিক মোঃ সুজন (২৫) পিতা মোঃ মোস্তাক আহমেদ, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ, গুরুত্বর আহত হইলে, স্থানীয় লোকজন তাকে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান বলে জানা যায়। দুর্ঘটনা কবলিত বাসের যাত্রী ১। রুহুল আমিন,(২৬) পিতা- আবু সালেহ, সাং- চর বাউশিয়া, বাউশিয়া, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ, ২। মরিয়ম (৪৩) পিতা- রাসেল, সাং- চর বাউশিয়া, বাউশিয়া, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ, ৩। তারা মিয়া (৫৬) পিতা- আমির হোসেন, সাং- মাথাভাঙ্গা, রসুলপুর, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ, সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত হলে স্থানীয় ভাবে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। বাস দুর্ঘটনার পরপরই দুর্ঘটনা কবলিত বাসের ড্রাইভার পালিয়ে যায়। সংবাদ পেয়ে, গজারিয়া হাইওয়ে পুলিশ দুর্ঘটনা কবলিত বাস গাড়িটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে রাস্তায় যান চলাচল স্বাভাবিক। এ বিষয়ে ভবেরচর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মনিরুজ্জামান বলেন আহত রোগীদের উদ্ধার করে গজারিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয় গাড়ির ড্রাইভার পালিয়ে গেছে যাত্রীবাহী বাস পুলিশ হেফাজত রয়েছে।

অধ্যক্ষর অপসারনের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

বরিশাল প্রতিবেদক : দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অসদাচরণের অভিযোগে বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোহাম্মদ এহতেশামুল হকের অপসারণের দাবিতে গতকাল রোববার দুপুরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে শিক্ষার্থীরা। দুপুর একটার দিকে ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল করে অধ্যক্ষর অপসারনের দাবি করেন। পরবর্তীতে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষ নানা অনিয়মের বিরুদ্ধে মহানগর পুলিশ কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শিক্ষা সচিবের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, অধ্যক্ষ এখনো স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগের দোসর হয়ে কাজ করছে।

আগাম আলু চাষের এখনই সময়

বগুড়া প্রতিনিধি : একটু লাভের আশায় বগুড়ায় প্রতিবছর আগাম আলু চাষা করে থাকেন চাষিরা। জেলার ১২টি উপজেলায় এখনো রোপা-আমন ধান কাটা-মাড়াই শেষ হয়নি। তবে সদ্য ফাঁকা হওয়া জমিগুলোতে এখন আগাম আলু চাষ করে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন চাষিরা। বৃহস্পতিবার (৩১ অক্টোবর) বগুড়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপ-পরিচালকের কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, জেলার বিভিন্ন উপজেলার তুলনামূলক উঁচু জমিগুলোতে আগাম আলু চাষ শুরু করেছেন চাষিরা। জানা গেছে, সবজির জেলা হিসেবে পরিচিত বগুড়া। এ জেলায় জমি কখনো ফেলে রাখেন না চাষিরা। অ্যাস্টেরিক ও কার্টিনাল নামে আগাম জাতের আলু চাষ করা হয়েছে। এ দুই জাতের আলু রোপণের ৫৫ থেকে ৬০ দিনের মাথায় বিক্রির উপযোগী হয়। এসব আলুতে পুষ্টি বেশি আবার কম সময়ে বিক্রির উপযোগী হয়। ফলে লাভ বেশি। এজন্য গতবারের মতো এবারও আগাম আলু চাষে নেমেছেন চাষিরা। বগুড়ার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে দেখে যায়, জেলার বিভিন্ন উপজেলায় এখনো বিস্তীর্ণ মাঠজুড়ে রয়েছে কাঁচা-পাকা ধান। আগামী দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যেই পুরোদমে ধানগুলো কাটা ও মাড়াই শুরু হয়ে যাবে। ধান তোলা হয়ে গেলেই লাগানো হবে বিভিন্ন জাতের আলু। এখন মাঠে মাঠে চাষিরা একদিকে তাদের জমিগুলো প্রস্তুত করতে হাল দিচ্ছেন, আলগা মাটি সমান করতে জমিতে মই দিচ্ছেন, অন্যদিকে আলু বীজ বপনে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন কেউ কেউ। সময়ে বাতাস আবার সময়ে ভ্যাপসা গরমের মধ্যেই চাষিরা কাজ করে চলেছেন।

শিবগঞ্জ উপজেলার শিবু ঘোষ, মোমিনুল ইসলাম বাংলানিউজকে জানান, প্রায় প্রতি বছরই আগাম আলু চাষ করে থাকেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিগত কয়েক বছর ভালো দাম পাওয়ায় এখন আলু চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছেন অনেক চাষি। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে আলুর বাম্পার ফলন হওয়ার আশা করছেন তারা। কৃষি বিভাগ থেকে আলু চাষের প্রশিক্ষণ ও উৎপাদিত আলু সরকার সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে কিনলে কৃষকরা বেশি লাভবান হবেন।

মেয়ে জামাইয়ের প্রতারণায় নিঃস্ব প্রবাসী

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় প্রতারণার মাধ্যমে বাড়িসহ এক প্রবাসীর প্রায় পৌনে দুই কোটি টাকার সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মেয়ে এবং মেয়ে জামাইয়ের বিরুদ্ধে। সব হারিয়ে নিঃস্ব পরিবারটির বর্তমানে পথে বসার উপক্রম। নিজের সম্পত্তি ফিরে পেতে বাধ্য হয়ে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন তিনি।সেই মামলায় প্রতারক মেয়ে ও মেয়ে জামাইকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত। ঘটনাটি ঘটেছে মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার বালুয়াকান্দি ইউনিয়নের শান্তিনগর গ্রামে। ভুক্তভোগী প্রবাসীর নাম গিয়াস উদ্দিন। খবর নিয়ে জানা যায়, তার মেয়ে মৌরিন আফরিন রানী ও তার স্বামী মাহবুব আলম মনির তার কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে বাড়ির সহ প্রায় পৌনে দুই কোটি টাকার সম্পদ হাতিয়ে নিয়েছেন। জমি কিনার নামে ৩২ লক্ষ, সেই জমিতে বিল্ডিং করার জন্য ৭০ লক্ষ এবং বিভিন্ন সময় পাঠানো আরো ৭৩ লক্ষ টাকাসহ মোট ১কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার সম্পদ হাতিয়ে নিয়েছেন তারা। বিষয়টি সম্পর্কে জানতে সরেজমিনে গত শনিবার সকালে বালুয়াকান্দি ইউনিয়নের শান্তিনগর গ্রামে গিয়ে ভুক্তভোগী গিয়াস উদ্দিনের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা কুমিল্লার তিতাস উপজেলার বাসিন্দা ছিলাম। গত কয়েক বছর আগে আমার মেয়ে মৌরিন আফরিন রানীকে বালুয়াকান্দি ইউনিয়নের কাজিরগাঁও গ্রামের মাহফুজ মিয়ার ছেলে মাহবুব আলম মনিরের সাথে বিয়ে দেই। বিয়ের পর মনির আমাদের এই এলাকায় জমি কেনার ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলেন। তার কথায় বালুয়াকান্দি মৌজায় আরএস ৫১নং দাগে ১০ শতাংশ জমি কিনতে রাজি হই আমরা। আমার স্ত্রী আমেনা বেগমের নামে জমি রেজিস্ট্র করার কথা বলে ৩২ লক্ষ টাকা দেওয়া হলেও কৌশলে জমি রেজিস্ট্রি করা হয় আমার মেয়ে মৌরিন আফরিন রানীর নামে। সে জমিতে বিল্ডিং নির্মাণের খরচ বাবাদ আরো ৭০ লক্ষ টাকা আমরা তাকে দেই। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে আমার মেয়ে ও মেয়ে জামাইয়ের একাউন্টে আমরা আরো ৭৩ লক্ষ টাকা পাঠাই। ২০১৮ সালে দেশে আসার পরে জানতে পারলাম আমরা প্রতারণার শিকার হয়েছি। আমাদের মিথ্যা বলে জমি রেজিস্ট্রি করা হয়েছে মেয়ের নামে। এখন মেয়ে এবং মেয়ের জামাই আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে। সন্ত্রাসী ভাড়া করে এনে আমাদের এলাকাছাড়া করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি আমি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং থানা পুলিশকে জানিয়েছিলাম কোন লাভ হয়নি তাই বাধ্য হয়ে কোর্টে মামলা করেছি। এ বিষয়ে ভুক্তভোগী গিয়াস উদ্দিনের স্ত্রী আমেনা বেগম বলেন,আমি জমিটির বায়না দিয়ে বিদেশ চলে গিয়েছিলাম। বাকি টাকা পাঠানোর পর আমাকে জানানো হয়েছিল জমিটি আমার নামে কেনা হয়েছে। সে জমিতে আমাদের জন্য বিল্ডিং করা হচ্ছে এখন দেখছি আমরা প্রতারিত হয়েছি। আমার স্বামী,আমি, আমার দুই ছেলের প্রবাস জীবনের সকল ইনকামের টাকা এখানে রয়েছে। নিজের মেয়ে এবং মেয়ে জামাইয়ের মাধ্যমে আমরা এভাবে প্রতারিত হবো সেটা চিন্তাও করতে পারিনি। আমাদের এখন আর কিছু নেই, আমরা নিঃস্ব হয়ে গেছি। বাধ্য হয়ে সম্পত্তি ফিরে পেতে আমরা কোর্টে মামলা করেছি। টাকা পাঠানোর সকল প্রমাণ আমার কাছে রয়েছে। আমরা সেগুলো আদালতে জমা দিয়েছি। স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল প্রধান বলেন, আমরা যতটুকু জানি এই জায়গা কিনতে এবং বাড়ি নির্মাণের সকল খরচ দিয়েছেন সৌদি আরব প্রবাসী গিয়াস উদ্দিন। তার মেয়ে এবং মেয়ের জামাই প্রতারণার মাধ্যমে তার কাছ থেকে বাড়িসহ জায়গাটি হাতিয়ে নিয়েছে। ঘটনাটি যা ঘটেছে তা অত্যন্ত মর্মান্তিক। নিজের মেয়ে যদি বাবার সাথে এরকম প্রতারণা করে তাহলে মানুষ কাকে বিশ্বাস করবে? স্থানীয় বাসিন্দা তমিজা খাতুন বলেন,একটা মানুষের ৩০ বছরের প্রবাস জীবনের ইনকাম আরেকজন হাতিয়ে নিয়েছে। আমরা যারা প্রতিবেশী বিষয়টি জানার পর আমরা অবাক হয়েছি। এই শোকে তিনি স্ট্রোক করে এখন শয্যাশায়ী। অসহায় এই লোকটির প্রতি আমাদের মায়া হয়। শুনেছি আদালতে মামলা হয়েছে দেখি সেখান থেকে কি রায় আসে। বিষয়টি সম্পর্কে জানতে অভিযুক্ত মেয়ের জামাইয়ের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গেলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য জানতে তার বাড়িতে যাওয়া হলেও তারা কথা বলতে রাজি হননি।

বকশীগঞ্জে বৃদ্ধ শ্বশুরকে পেটালেন পুত্রবধূ

বকশীগঞ্জ, জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের বকশীগঞ্জে ১১০ বছর বয়সী শ্বশুরকে পিটিয়ে আহত করেছেন তারই পুত্রবধূ। এঘটনার বিচার চেয়ে ওই পুত্রবধূর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী শ্বশুর আবদুস সালাম। গত শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে বকশীগঞ্জ সদর ইউনিয়নের সূর্যনগর পূর্ব পাড়া গ্রামে। জানা গেছে, সূর্যনগর পূর্বপাড়া গ্রামের আবদুস সালামের ছেলে এসএম সাইয়ুম এক বছর আগে হৃদযন্ত্র ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। এসএম সাইয়ুম বকশীগঞ্জ পৌর শহরের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছিল। বৃদ্ধ আবদুস সালামকে তার ছেলে এসএম সাইয়ুম জীবদ্দশায় ভোরণ পোষন করতো। এর বিনিময়ে আবদুস সালাম ছোট ছেলে নেহাল উদ্দিনের ১২ শতাংশ জমি ও তার মেয়ে ছালমা বেগমের নামে ৪ শতাংশ জমি মোট ১৬ শতাংশ ছেলে এসএম সাইয়ুমকে চাষাবাদের জন্য মৌখিকভাবে প্রদান করেন। ছেলে সাইয়ুমের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রবধূ শিউলি বেগম বৃদ্ধ আবদুস সালামকে ভোরণ পোষণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে ছোট ছেলে নেহাল উদ্দিন তাঁর ভোরণ পোষণের দায়িত্ব নেন। গত শুক্রবার বেলা ১১ টায় বৃদ্ধ আবদুস সালাম তাঁর পুত্রবধূ শিউলি বেগমের নিকট ছোট ছেলের নামের জমিটি ফেরত চাইলে তিনি শ্বশুরের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন । শিউলি বেগম জমি ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে উল্টো বৃদ্ধ শ্বশুর আবদুস সালামকে বেধরক লাঠি পেটা করেন শিউলি বেগম ও নাতি শারমিন আক্তার। এসময় আবদুস সালামের আরেক পুত্রবধূ নুরজাহান বেগম শ্বশুরকে মারপিটে বাঁধা দিতে গেলে তাকেও মারপিট করা হয়। লাঠি পেটা খেয়ে বৃদ্ধ আবদুস সালাম অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে বকশীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। বৃদ্ধ শ্বশুরকে মারপিটের ঘটনায় স্থানীয় এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

মুলাদীতে অটোরিকশা ছিনতাই

মুলাদী, বরিশাল প্রতিনিধি : বরিশালের মুলাদীতে চালককে অচেতন করে অটোরিকশা ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল রোববার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে মুলাদী উপজেলা নির্বাচন কার্যালয়ের সামনে এই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। পথচারীরা অচেতন অটোরিকশা চালক পারভেজ সিকদারকে উদ্ধার করে মুলাদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন। পারভেজ সিকদার পার্শ্ববর্তী মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার কাজিরহাট থানার আজিমপুর গ্রামের মৃত ফরিদ উদ্দীন সিকদারের ছেলে। তিনি যাত্রী নিয়ে মুলাদী নির্বাচন কার্যালয়ে গিয়ে ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন বলে জানান স্থানীয়রা। অটোরিকশা চালকে উদ্ধারকারী পথচারী শফিকুল ইসলাম জানান, উপজেলা নির্বাচন কার্যালয়ের সামনে এক ব্যক্তিকে অচেতন পড়ে থাকতে দেখে কয়েকজনের সহযোগিতায় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। সেখানে হাসপাতালের হোমিও চিকিৎসক মো. আসাদ তাকে চিনতে পারেন এবং অটোরিকশা চালক হিসেবে পরিচয় শনাক্ত করেন। চিকিৎসক মো. আসাদ জানান, পারভেজ সিকদার ২৫-২৬ দিন আগে প্রায় আড়াই লাখ টাকা দিয়ে অটোরিকশা কিনেছিলেন। দুর্বৃত্তরা যাত্রীবেশে কিছুটা নির্জন উপজেলা নির্বাচন কার্যালয় এলাকায় নিয়ে থাকতে পারে। সেখানে রাসায়নিক স্প্রে দিয়ে অচেতন করে তার অটোরিকশা ছিনতাই করা হয়েছে। মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহিরুল আলম বলেন, ওউপজেলা পরিষদের মধ্য থেকে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনা জানতে পেরেছি। দুর্বৃত্তদের শনাক্ত ও অটোরিকশা উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. নিজাম উদ্দিন জানান, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সে একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। সেগুলো পরীক্ষা করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে

পোরশা, নওগাঁ প্রতিনিধি : পোরশা উপজেলাকে মাদক ও নেশা মুক্ত করতে সবাইকে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। মাদক ব্যবসায়ী, সেবন ও সরবরাহকারীকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করবেন। আইনের মধ্য থেকে এ উপজেলাকে মাদকমুক্ত করতে যা যা করার দরকার তাই করা হবে। এজন্য মাদকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থানা প্রশাসনকে সকলকে সহযোগীতা করতে হবে। গত শুক্রবার ও গত শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলার সরাইগাছি গ্রামে স্থানীয় জনসাধারনের আয়োজনে মাদক নির্মূলে করনীয় বিষয়ে এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখার সময় উপোরক্ত কথাগুলি বলেন নওগাঁর পোরশা থানা অফিসার ইনচার্জ শাহীন রেজা। তিনি আরো বলেন, "আমি মাদক সেবন করবোনা, কাউকে মাদক সেবন করতে দেবোনা" এই শ্লোগানটি সবাইকে মনে রেখে মাদকের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে। এসময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি সহ অর্ধশতাধীক যুবক উপস্থিত ছিলেন।

সরিষাবাড়ীতে ২ গরু চোর গ্রেফতার

সরিষাবাড়ী, জামালপুর প্রতিনিধি :জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে প্রাইভেটকারসহ দুই গরুচোরকে আটক করে পুলিশে সোর্পদ করেছে জনতা। গতকাল রোববার গভীর রাতে পৌরসভার বাউসি বাঙালিপাড়া এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতরা হলো- ময়মনসিংহের নান্দাইল থানার পানচারুথী এলাকার আহম্মদ আলীর ছেলে হান্নান মিয়া (৪৫) ও মুক্তাগাছা সাহাপুর এলাকার আজমত আলীর ছেলে সোহাগ মিয়া (২৯)। সরিষাবাড়ী থানার ওসি চাঁন মিয়া বলেন, পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে,পৌরসভার বাউসি এলাকায় সোলায়মান হোসেনের বাড়ী সংলগ্ন সরিষাবাড়ী-দিগপাইত মহাসড়কের পাশে ডাকাতির প্রস্তুতি নেয় কয়েকজন ডাকাত।

পুষ্টিগুণসম্পন্ন 'বাতাবি লেবু' তবুও অপ্রচলিত

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি : মৌসুমি ফলের কোনো বিকল্প নেই। প্রকৃতিতে যে সময় যে ফলটি ধরে তাকেই সহজ ভাষায় মৌসুমি ফল বলে। মৌসুমি ফল মানেই বাংলার শাশ্বত ফল। শরতের এই সময়টাতে গাছে গাছে বাতাবি লেবু ঝুলে থাকতে দেখা যায়। সবুজ বৃত্তাকার প্রাকৃতিক এ ফলটি পরিপক্ব বা পেকে গেলে ধারণ করে মৃদু হলুদে বর্ণ। আর তার ভেতরের অংশটি হালকা থেকে গাঢ় গোলাপি হয়ে থাকে। বাতাবি লেবু টক-মিষ্টি জাতীয় রসালো ফল। খেতে দারুণ মুখরোচক। কারো কারো কাছে বেশ প্রিয় এই ফল। বাংলাদেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বাতাবি লেবুর ভেতরের অংশটি অধিকতর সুমিষ্ট ও সুস্বাদু করে উৎপন্ন করছেন। কেউ কেউ এটিকে 'জাম্বুরা' বলে থাকেন। গরমকালে এই ফলটির জুড়ি মেলা ভার। বাতালি লেবুর প্রসঙ্গ আলোচনায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সামছুদ্দিন আহমেদ বাংলানিউজকে বলেন, বাতাবি লেবুর ইংরেজি নাম এৎধঢ়ব ভৎঁরঃ। এ লেবুর খোসা পাতলা এবং মসৃণ হয় এবং এর ভেতরে সাদা বা গোলাপি রঙের রসালো মাংস থাকে। এই লেবুর স্বাদ মিষ্টি এবং টক। বাতাবি লেবু খাওয়ার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। এটি তাজা, নাস্তা বা জলখাবারে অথবা স্ন্যাক হিসেবে খাওয়া যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, এই বাতাবি লেবু ফলটি অপ্রচলিত হয়ে যাচ্ছে। আসলে এই ফলটি জনপ্রিয় হওয়ার কথা ছিল। ফলপ্রেমিদের পছন্দের তালিকায় এই ফলটি নেই বলেই প্রান্তিক কৃষকরা এই ফলটি চাষ করতে নিরুৎসাহিত হন। কম সংখ্যায় কৃষকরা এটি চাষ করছেন বলে এ ফলটি এখন অবহেলিত। এর পরেও মৌলভীবাজার জেলার মধ্যে জুড়ী উপজেলাতেই ২৭২ হেক্টর জায়গায় বাতাবি লেবু চাষ হয়। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের হিসাব অনুযায়ী ২ হাজার ৭৯৩ মেট্রিক টন ফলন। চারার প্রকারভেদ এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে সামছুদ্দিন বলেন, কাটিং চারা লাগালে ২ বছরের মধ্যেই ফলন চলে আসে। আর অন্য চারাতে ফলন ধরে ৩ থেকে ৪ বছর। আমাদের কৃষি বিভাগের ২টি উন্নতমানের জাত রয়েছে। এগুলো হলো বারি-১ এবং বারি-২। এছাড়াও আমাদের নিজস্ব কয়েকটি ভ্যারাইটি রয়েছে। সেগুলোর নাম জুড়ী-বাতাবি লেবু-১, জুড়ী-বাতাবি লেবু-২। এগুলো কাটিং চারা হওয়ায় ফলন দ্রুত এবং বেশি পরিমাণে হয়। এগুলোর ভেতর লাল এবং মিষ্টি স্বাদের হয়ে থাকে। মৌলভীবাজারের স্থানীয় নার্সারিগুলোতে এর চারাগুলো পাওয়া যাবে। পুষ্টিগুণের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাতাবি লেবু বহু গুণে ভরপুর এক মৌসুমি ফল। ভিটামিন 'এ' ও ভিটামিন 'সি' এর বড় উৎস। ৯১ শতাংশই রসে টইটম্বুর। লো ক্যালোরি, পুষ্টিতে ভরপুর। বাতাবি লেবুতে থাকা গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রোলাইটস ডিহাইড্রেশন দূর করে। ফাইবার, পটাসিয়াম, লাইকোপেন, কোলাইনের মতো সম্পদে সমৃদ্ধ বাতাবি। বাতাবির অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট ভিটামিন ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ফ্রি র‍্যাডিক্যালস এর সঙ্গে লড়াই করে।

সেনবাগে ৪ মাদক কারবারি সহ গ্রেফতার ৬

সেনবাগ, নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালীর সেনবাগ থানা পুলিশ গত শনিবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পৃথক অভিযান চালিয়ে ৪ মাদক কারবারিসহ ৬জনকে গ্রেফতার করেছে। এসময় তাদের নিকট থেকে ১১০ পিস ইয়াবা ও মাদক পরিবহন কাজে ব্যবহৃত একটি সিএনজি চালিত অটোরিকশা জব্দ করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে ঃ সেনবাগ উপজেলার ৭নং মোহাম্মদপুর ইউপির উত্তর মোহাম্মদপুর গ্রামের মো: নুর নবী প্রকাশ নুরুন নবী (৩৫), উপজেলার নবীপুর ইউপির দেবিসিংহপুর গ্রামের মনিরুল ইসলাম প্রকাশ ছাব্বির (২৫),বেগমগঞ্জ উপজেলার কাদিরপুর গ্রামের মো: মিলন হোসেন (৩০) ও কাদিরপুর গ্রামের শাহীনুর আলম চৌধুরী (২৮)। এছাড়াও সেনবাগ উপজেলার ৯নং নবীপুর ইউপির নবীপুর গ্রামের মাদক মামলার ওয়ারেন্টের আসামি মাদক ব্যবসায়ী কুতুব উদ্দিন প্রকাশ ফরহাদ ও কেশারপাড় ইউপির কেশারপাড় গ্রামের মো: এমাম হোসেন প্রকাশ সুমন (৩১) গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের গতকাল রোববার দুপুরে নোয়াখালী বিচারিক আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। গ্রেফতারে বিষয়টি নিশ্চিত করে সেনবাগ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এস.এম.মিজানুর রহমান জানান, গতকাল রোববার গভীর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নোয়াখালী পুলিশ সুপার মোঃ আব্দুল্লাহ্ আল ফারুক ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বেগমগঞ্জ সার্কেল) মোহাম্মদ নাজমুল হাসান রাজিবের নির্দেশনায় সেনবাগ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এস এম মিজানুর রহমানের তত্বাবধানে থানার এসআই মোজাম্মেল হোসেন,এসআই জাকির হোসেন, এএসআই শাহাদাৎ হোসেন ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করে এবং ইয়াবা উদ্ধার কর

লজ্জার রেকর্ড গড়লো ম্যানসিটি ও গার্দিওলা

স্পোর্টর্স ডেস্ক : এমন দুঃসময় পেপ গার্দিওলার কোচিংয়ে খুব কমই এসেছে। টানা তিন ম্যাচে হারের ক্ষত খুব একটা নেই তার ক্যারিয়ারে। যেটা দেখতে হলো এবার। চলতি মৌসুমে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা তিন ম্যাচ হারলো ম্যানচেস্টার সিটি। সবশেষ প্রিমিয়ার লিগে তাদেরকে ২-১ গোলে হারিয়ে হ্যাটট্রিক পরাজয়ের স্বাদ দিলো ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়ন। গত শনিবার ব্রাইটনের মাঠে শুরুতেই আরালিং হালান্ডের গোলে এগিয়ে যায় সিটি। প্রথমার্ধে এগিয়ে থেকে বিরতিতে গেলেও দ্বিতীয়ার্ধে তাদের চূড়ান্ত পরীক্ষা নেয় ব্রাইটন। দ্বিতীয়ার্ধে দুই গোল হজম করে তারা। গোল দুটি করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড পেদ্রো ও ডেনমার্কের মিডফিল্ডার ম্যাট ও'রাইলি। প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণ করে খেলতে থাকে সিটি। তারই ধারাবাহিকতায় ২৩তম মিনিটে এগিয়ে যায় তারা। হালান্ডকে লক্ষ্য করে দারুণ এক পাস দেন মাতেও কোভাচিচ। শট নেন হালান্ড, গোলরক্ষক বলের গতি কমালেও আটকাতে পারেননি। এক ডিফেন্ডার আটকাতে গেলেও ক্ষীপ্র গতিতে এগিয়ে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় গোলটি করেন নরওয়ের তারকা। তিন মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ হতে পারতো। তবে এবার ফিল ফোডেনের পাস ধরে হালান্ডের কোনাকুনি শট কর্নারের বিনিময়ে ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক। প্রথমার্ধে আর কোনো গোল আসেনি। এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় সিটি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই গোল শোধে মরিয়া হয়ে খেলতে থাকে ব্রাইটন। ৫২তম মিনিটে ভালো একটি সুযোগ পেলেও তাদেরকে হতাশ করেন এডারসন। ধীরে ধীরে নিজেদের পুরোই যেন হারিয়ে ফেলে সিটি। ক্রমেই আরও আক্রমণাত্মক হতে থাকে ব্রাইটন। অবশেষে ৭৮তম মিনিটে এগিয়ে যায় তারা। বক্সে সতীর্থের পাস পেয়ে শট নিতে দেরি করেন ওয়েলবেক, বল ক্লিয়ার করার সুযোগ পেয়েও পারেনি সিটির খেলোয়াড়রা। ছুটে গিয়ে জটলার মধ্যে থেকে নিচু শটে স্কোরলাইন ১-১ করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড পেদ্রো। গোল পেয়ে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে তারা। পাঁচ মিনিট পর ৮৩তম মিনিটে সিটির কফিনে শেষ পেরেকটা ঠুকে দেন ও'রাইলি। সতীর্থের পাস বক্সে ধরে, দ্বিতীয় ছোঁয়ায় বাঁ পায়ের শটে আগুয়ান গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ডেনিশ মিডফিল্ডার। এই হারের পর ১১ ম্যাচে সাত জয় ও দুই ড্রয়ে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে সিটি। ১৯ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে উঠে এসেছে ব্রাইটন।

আমোরিম অধ্যায় শুরুর আগে ম্যানইউর দুর্দান্ত জয়

স্পোর্টস ডেস্ক : এরিক টেন হ্যাগ বরখাস্ত হওয়ার পর রুড ফন নিস্টেলরয় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্ব নেন। ধুঁকতে থাকা দলকে পথে ফিরিয়েছেন তিনি। তার শেষটাও হলো দারুণ জয় দিয়ে। রবিবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দুই ম্যাচ পর জিতেছে ম্যানচেস্টার ক্লাব। রুবেন আমোরিম অধ্যায় শুরুর আগে লিস্টার সিটিকে ৩-০ গোলে হারালো তারা। দায়িত্ব নেওয়ার পর লিস্টারের বিপক্ষে প্রথমবার ম্যানইউর ডাগআউটে দাঁড়ান নিস্টেলরয়। ওই ম্যাচে ৫-২ গোলে জিতে লিগ কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে দল। সেই লিস্টারকে হারিয়ে তার বিদায় রাঙালো রেড ডেভিলরা। গত ২৮ অক্টোবর টেন হ্যাগ বরখাস্ত হওয়ার পর নিস্টেলরয়ের অধীনে চার ম্যাচে একটি ড্র ও তিনটি জয় এসেছে। ১১ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে ১৩তম স্থানে ম্যানইউ। সেরা পাঁচ থেকে তিন পয়েন্ট পেছনে তারা। আট পয়েন্ট নিয়ে লেস্টার ১৭তম। টেন হ্যাগের অধীনে ১৭ ম্যাচ গোলখরায় ভোগা ব্রুনো ফের্নান্দেস ইউনাইটেডের জার্সিতে ২৫০তম ম্যাচ খেলতে নেমে ১৭তম মিনিটে গোল করেন। আমাদ দিয়ালোর ব্যাকহিল পাস থেকে নিচু জোরালো শটে জাল কাঁপান তিনি। নিস্টেলরয়ের কোচিংয়ে চার ম্যাচে এটি অধিনায়কের চতুর্থ গোল। লিস্টার ডিফেন্ডার ভিক্টর ক্রিস্টিয়ানসেন ৩৮তম মিনিটে আত্মঘাতী গোল করে বসেন। নৌসাইর মাজরোইর ক্রসে ফের্নান্দেস হেড করতে না পারলেও বল ক্রিস্টিয়ানসেনের উরুতে লেগে জালে জড়ায়। বদলি নামা আলেহান্দ্রো গারনাচো ৮২তম মিনিটে ম্যানইউর তৃতীয় গোল করেন।

'যখন সাকিব তামিম মুশফিকরা এসেছিল তখনও তারা টপ খেলোয়াড় হয়নি'-সালাউদ্দিন

স্পোর্টর্স ডেস্ক : জাতীয় দলের কোচিং প্যানেলের প্রতিটি পদেই বিদেশি কোচদের উপর আস্থা রেখে আসছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এবার নতুন পদ 'সিনিয়র সহকারী কোচ' সৃষ্টি করে দেশি কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিনকে পাঁচ মাসের চুক্তিতে নিয়োগ দিয়েছে দেশের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। সালাউদ্দিন যখন দায়িত্ব নিলেন জাতীয় দল তখন আরব আমিরাতে। তবে দেশে থাকা অন্য ক্রিকেটারদের নিয়ে সময়ক্ষেপণ না করে মাঠে নেমে যান। তার অ্যাসাইনমেন্ট শুরু হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর থেকে। তার আগে গতকাল রোববার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন দেশসেরা এই কোচ। বিদেশি কোচদের ভিড়ে তার দায়িত্বটা কী থাকবে? এমন কৌতূহলী প্রশ্ন ঘুরাপাক খাচ্ছে সালাউদ্দিনের নিয়োগের পর থেকেই। সালাউদ্দিন বিষয়টি খোলাসা করে বলেন, 'যেহেতু সহকারী কোচ আর হেড কোচ আছে এখানে।

আটলান্টার কাছে হেরে বিদায় নিলো মেসির মায়ামি

স্পোর্টর্স ডেস্ক : নকআউট পর্ব থেকে বিদায়, লিওনেল মেসির সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটেছে বহুবার। বেশির ভাগ ঘটেছে আর্জেন্টিনার জার্সিতে। এবার ইন্টার মায়ামির জার্সিতেও বিবর্ণ এক বিদায় নিতে হলো মেসিকে। যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ইন্টার্ন কনফারেন্সের সেমিফাইনালে যেতে হলে আটলান্টা ইউনাইটেডের বিপক্ষে ম্যাচে জিততেই হতো ইন্টার মায়ামিকে। কিন্তু শেষের নাটকীয়তায় আটলান্টার কাছে ৩-২ গোলে হেরে প্লে-অফ থেকেই বিদায় নিতে হয়েছে জেরার্ডো মার্টিনোর শিষ্যদের। সেমিতে যাওয়ার জন্য আটলান্টার বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলছিল মায়ামি। প্রথম ম্যাচে আটলান্টাকে ২-১ গোলে হারিয়ে শেষ চারের লড়াইয়ে অনেকটাই এগিয়ে গেয়েছিল মেসিরা। দ্বিতীয় ম্যাচ জিতলেই সেমি নিশ্চিত হতো মায়ামির। কিন্তু গেল ২ নভেম্বরের ওই ম্যাচে শেষ দিকে বাজে খেলে ২-১ ব্যবধানে হেরে যায় ফ্লোরিডাভিত্তিক ক্লাবটি। তিন ম্যাচের সিরিজ ১-১ সমতায় থাকার কারণে গতকাল রোববারের ম্যাচটি পরিণত হয় অঘোষিত 'কোয়ার্টার ফাইনালে'। বাঁচামরার এই ম্যাচে গোল করলেও মায়ামির বিদায় ঠেকাতে পারলেন না মেসি। শেষদিকে অগোছালো রক্ষণের শাস্তি পেতে হয় মিয়ামিকে। নাটকীয় হারে ২০২৪ মৌসুমও শেষ হলো মেসিদের। সেমিফাইনালে অরল্যান্ডের সিটির মুখোমুখি হবে আটলান্টা। গতকাল রোববার নিজেদের ঘরের মাঠ চেজ স্টেডিয়ামে শুরুতে গোল পায় মায়ামিই।

১৭ মিনিটে মাতিয়াস রোজাসের গোলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। এর মিনিট পরই মায়ামির হাজার হাজার দর্শকদের স্তব্ধ করে দেন আটলান্টার জামাল থিয়ারে। ১৯ ও ২১ মিনিটে দুটি গোল করেন তিনি। এতে সফরকারী দল এগিয়ে যায় ২-১ গোলে। ২৭ মিনিটে আটলান্টার জালে বল জমা করেছিলেন মায়ামির মিডফিল্ডার দিয়েগো গোমেজ। লুইস সুয়ারেজের পাস থেকে প্যারাগুয়ের এই মিডফিল্ডারের গোল কাজে আসেনি। ভিএআরে অফসাইড ধরা পড়ায় গোলটি বাতিল করে দেন রেফারি। দ্বিতীয়ার্ধে একসঙ্গে তিনটি বদল আনেন মিয়ামি কোচ মার্টিনো। এরপরই খেলায় গতি বাড়ে মেসিদের। ৬৫ মিনিটে গোলও পেয়ে যান মেসি। দুর্দান্ত হেড থেকে আর্জেন্টাইনের সুপারস্টারের গোলে ২-২ সমতায় ফেরে মায়ামি। ৭৬ মিনিটে বারতোজ সিলৎসের গোলে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে যায় আটলান্টা। এই গোল শোধ করতে পারেনি মায়ামি।

ইতিহাসের পাতায় নাম লেখালেন যশবর্ধন দালাল

স্পোর্টর্স ডেস্ক : হরিয়ানার ওপেনার যশবর্ধন দালাল ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। অনূর্ধ্ব-২৩ সিকে নাইডু ট্রফিতে মুম্বাইয়ের বিপক্ষে ৪২৮ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন যশবর্ধন। ১৯৭৩-৭৪ মৌসুম থেকে চলছে অনূর্ধ্ব-২৩ সিকে নাইডু ট্রফি। এই প্রতিযোগিতার রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। ভারতের প্রায় সব ক্রিকেটার নিজেদের রাজ্য দলকে প্রতিনিধিত্ব করেছে। গত আসরেই উত্তর প্রদেশের ব?্যাটসম?্যান সামির রিজবি সৌরাষ্ট্র ক্রিকেটের বিপক্ষে ২৬৬ বলে ৩১২ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। যা ছিল প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ রান। তবে এক বছরও এই রেকর্ড ধরে রাখতে পারেননি সামির। যশবর্ধন দালাল ছাড়িয়ে গেলেন তাকে। হরিয়ানার সুলতানপুরের গুরগ্রাম ক্রিকেট গ্রাউন্ডে মুম্বাইয়ের বিপক্ষে আগে ব?্যাটিংয়ে নামে হরিয়ানা। যশবর্ধনের কোয়াড্রপল সেঞ্চুরিতে ৮ উইকেটে ৭৪২ রান করে হরিয়ানা। শেষ দুই ম?্যাচে যশবর্ধনের ব?্যাটে তেমন রান ছিল না। মধ?্যপ্রদেশের বিপক্ষে ৪ এবং ঝারখান্ডের বিপক্ষে করেছিলেন ২৩ ও ৬৭ রান। মুম্বাইয়ের বিপক্ষে ওপেনিংয়ে নেমে সব ক্ষুধা মিটিয়ে নেন তিনি।

আবারও ভিনিসিয়ুসের হ্যাটট্রিক

স্পোর্টর্স ডেস্ক : কাঙ্ক্ষিত ব্যালন ডি'অর পাননি। তাতে কী হয়েছে? ভিনিসিয়ুস তো ভেঙে পড়ার মতো মানুষ নন। এই কথা তিনি ব্যালন ডি'অর ঘোষণার পরদিনই জানিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, প্রয়োজনে আরও ১০ বার ব্যালন ডি'অর জেতার মতো পারফর্ম করবেন। সেই লক্ষ্য নিয়েই বোধহয় গত শনিবার লা লিগায় ওসাসুনার বিপক্ষে দুদান্ত এক হ্যাটট্রিক করলেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। ভিনিসিয়ুসের হ্যাটট্রিকের দিনে সমালোচকদের জবাব দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। ওসাসুনাকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে তারা। এতে টানা দুই ম্যাচে বড় হারের পর জয়ে ফিরলো রিয়াল। গত শনিবারের আগের দুই ম্যাচে ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে লা লিগার খেলায় বার্সেলোনার কাছে ৪-০ গোলে ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এসি মিলানের কাছে ৩-১ ব্যবধানে হেরে কঠোর সমালোচনার মুখে পড়েছিল লস ব্লাঙ্কসরা। গত শনিবারের ম্যাচও রিয়াল খেলেছে ঘরের মাঠে। প্রথমে স্কোরলাইনে ব্যবধান গড়েন ভিনি-সিয়ুস। ৩৪ মিনিটে অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার জুড বেলিংহ্যামের পাস থেকে দুদান্ত গোল করেন এই ব্রাজিলিয়ান। অফসাইড ফাঁদ এড়িয়ে গোলরক্ষক সার্জিও হেরারাকে ফাঁকি দেন এই ব্রাজিলিয়ান। ভিনিকে দিয়ে গোল করিয়ে পরে নিজেই গোল করেন বেলিংহ্যাম।

৪২ মিনিটে ইংলিশ মিডফিল্ডারের গোলে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় রিয়াল। দ্বিতীয়ার্ধে ৯ মিনিটের ব্যবধানে দুটি গোল করে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন ভিনিসিয়ুস। ৬১ ও ৬৯ মিনিটে গোল করেন এই ফরোয়ার্ড। ১২ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগার টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে আছে রিয়াল। সমান ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা।

লাইফস্টাইল

প্রসাধনী ব্যবহারের পরিমাণ

লাইফস্টাইল ডেস্ক : একেবারে কমও না, আবার বেশিও না! সৌন্দর্যবর্ধনে প্রসাধনী ব্যবহারে পরিমাণ কিংবা প্রণালি নিয়ে এমন মধুর দোটানায় ভোগেন অনেকেই। সাধারণ বিষয়, তবে তাও অনেক সময় কপালে ফেলে চিন্তার ভাঁজ। কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা! চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, স্কিন কেয়ারের পারফেক্ট রুটিন না থাকলেও কিছু নিয়ম রয়েছে, ত্বকে কতটুকু পণ্য ব্যবহার করতে হবে। কারণ, অতিরিক্ত পণ্যের ব্যবহারে উপকার মেলে না। অনেক সময় তা ত্বকের ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। এ ছাড়া অনেক বেশি অ্যাকটিভ প্রডাক্ট একসঙ্গে ব্যবহারের ফলে ত্বকে দেখা দিতে পারে অস্বস্তি, শুষ্কতা, লালচে ভাব এমনকি কেমিক্যাল বার্নও হয়ে যেতে পারে। আর প্রয়োজনের তুলনায় পণ্যের কম ব্যবহারে যে কার্যকারিতার ঘাটতি হয়, তার বড় প্রমাণ সানস্ক্রিন। পর্যাপ্ত পরিমাণে না মাখলেই বিপদ। এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ, পণ্যের প্যাকে থাকা নির্দেশনা ভালোভাবে পড়ে নেওয়ার। জেনে নিন প্রসাধন ব্যবহারের পরিমাণ কিংবা প্রণালি। ক্লিনজার সাধারণত দুই ধরনের হয়। একটি মেকআপ রিমুভ করে দেয়, অন্যটি যেটা মেকআপ তুলতে কার্যকর নয়। মেকআপ রিমুভালের জন্য ব্যবহৃত ক্লিনজিং বাম বা অয়েল অল্প অল্প করে ব্যবহার শুরু করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরো মেকআপ উঠে যাচ্ছে। আর ডাবল ক্লিনজিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে এর পরে জেল বা ফোমিং ক্লিনজার ব্যবহার করাই নিয়ম। সে ক্ষেত্রে এক পাম্প বা কয়েন সাইজ পরিমাণের ক্লিনজার নিলেই পুরো ত্বক পরিষ্কার করে নেওয়া যাবে। সঠিক পরিমাণে ব্যবহারে ২০০ মিলির বোতল ক্লিনজার টিকবে ৪-৫ মাস অব্দি। টোনার বা এসেন্স ব্যবহারের সময় অনেকেই গোলাকার কটন প্যাড অথবা রিইউজেবল ক্লথ ব্যবহার করেন। কিন্তু এতে অনেকটা পণ্য অপচয় হয়। সে ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ- সরাসরি হাতে টোনার বা এসেন্স ঢেলে নেওয়ার। পরিমাণটা পণ্যের গায়ের নির্দেশনা দেখে নেওয়াই ভালো। আর স্প্রে বোতলে টোনার থাকলে পাঁচ থেকে ছয়বার স্প্রে করে নিতে হবে ত্বকে। তবে মাইসেলার ওয়াটারের ক্ষেত্রে রিইউজেবল কটন প্যাড ব্যবহার করাই ভালো। ফর্মুলার ওপর নির্ভর করবে এক্সফোলিয়েটরের পরিমাণ। এ ক্ষেত্রে উৎপাদনকারীর নির্দেশনা মেনে চলাই ভালো। কেমিক্যাল এক্সফোলিয়েন্ট ব্যবহারে নতুন? মুখে পাতলা এক লেয়ার দেওয়ার মতো এক্সফোলিয়েটর থাকলেই চলবে। আর ফিজিক্যাল এক্সফোলিয়েটরের ক্ষেত্রে টিউব বা বোতলে একবার চাপ দিলে যতটুকু বের হয় ততটুকুই যথেষ্ট। ত্বকে টোনার যদি ভেজা অবস্থায় থাকে, তাহলে অল্প সেরাম নিলেই চলবে। তবে ফর্মুলেশনের ভিন্নতা থাকায় অনেক সময় হেরফের হতে পারে পরিমাণে। রেটিনল সাধারণত পি-সাইজ পরিমাণে হলেই চলে। আর ড্রপার ফর্মে থাকা সেরামগুলোর পাঁচ থেকে ১০ ফোঁটা যথেষ্ট। ত্বকের এই অংশ বেশ স্পর্শকাতর হওয়ায় 'লেস ইজ মোর' থিওরিই বেস্ট।

খালি পেটে কালোজিরা খাওয়ার উপকারিতা

লাইফস্টাইল ডেস্ক : খালি পেটে কালোজিরা খাওয়া খুবই উপকারী। এক গবেষণায় দেখা গেছে, সকালে কালোজিরা খেলে হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়। কারণ এটি হজমকারী এনজাইমের উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং এটি পেটের ফোলাভাব ও গ্যাস কমাতেও সাহায্য করে। এছাড়া খাদ্য থেকে পুষ্টির শোষণে কালোজিরা সাহায্য করতে পারে। ডায়েবেটিস প্রতিরোধ করে ডায়েবেটিস বা বহুমূত্র রোগের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হয় কালোজিরা। পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল এই রোগ প্রতিরোধ করার জন্য কালোজিরার তেলে রয়েছে পুষ্টি উপাদান। প্রতিদিন সকালে এক চা চামচ তেলের সঙ্গে কালোজিরা মিশিয়ে খেলে ডায়েবেটিস নিরাময় করা সম্ভব। মাথা ব্যথা দূর করতে মাথা ব্যথায় কপালে উভয় চিবুকে ও কানের পার্শ্ববর্তি স্থানে দৈনিক ৩/৪ বার কালোজিরা তেল মালিশ করলে উপকার পাওয়া যায়। ডায়েটে কাজে আসে ডায়েটে কালোজিরা রাখলে উপকার মেলে। রুটি ও যেকোনো তরকারির সঙ্গে কালোজিরা খেলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়।

অনেকে মধু ও পানির সঙ্গে কালোজিরা মিশিয়ে খেয়ে থাকেন। তবে ওটমিল ও টক দইয়ের সঙ্গে কালোজিরা খেলে আরও ভালো উপকার পাওয়া যাবে। বিভিন্ন ব্যথা ও মুখের দাগ দূর করে লেবুর রস কালোজিরা তেল একসঙ্গে মিশিয়ে খেলে মুখের ব্রণ ও দাগ দূর হবে। এছাড়া লেবুর রস ও কালোজিরার তেল মুখে লাগিয়েও ব্রণ দূর করা যায়। অনেকে মাথা ব্যথা রোগের জন্য কালোজিরা খেয়ে থাকেন। এটি একটি পুরনো ঘরোয়া প্রতিকার। সরিষার তেলের সঙ্গে কালোজিরা তেল মিশিয়ে হাঁটু বা অন্যান্য জয়েন্টে ম্যাসাজ করলে হাঁটু ও জয়েন্টের ব্যথা দূর করা সম্ভব। সর্দি-কাশি দূর করে সর্দি-কাশির সময় আরাম পেতে এক চা চামচ কালোজিরার তেলের সঙ্গে এক চা চামচ মধু মিশিয়ে খেতে পারেন। অথবা এককাপ লাল চায়ের সঙ্গে আধা চা চামচ কালোজিরার তেল মিশিয়ে খেলেও উপকার মেলে। দিনের মধ্যে তিনবার এভাবে খেলে সর্দি-কাশি রোগ দূর হয়ে যাবে।

যেসব খাবারের সঙ্গে চিয়া সিড মেশালেই বিপদ

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ওজন কমানোর জন্য হোক বা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা, আজকাল অনেকেই চিয়া সিডকে বেছে নিচ্ছেন। এই কালো-সাদা বীজ পুষ্টিতে ভরপুর। ফাইবার, প্রোটিন, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মতো উপাদান রয়েছে, যে কারণে চিয়া সিডকে সুপারফুডও বলা হয়। চিয়া সিড খেলে ওবেসিটি, ডায়াবেটিস, ক্যান্সারের মতো রোগের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকা যায়। এমনকি হার্ট, হাড়ের স্বাস্থ্য বজায় রাখতেও এই বীজের জুড়ি মেলা ভার। হজম স্বাস্থ্য উন্নত করে চিয়া সিড। কেউ চিয়া সিড শুধু পানি ভিজিয়ে খায়। আবার কেউ কেউ দুধ-দই দিয়ে স্মুদি, ওটমিল বানিয়েও খান। সেই স্মুদি বা ওটমিলের মধ্যে আরও নানা উপাদান থাকে। কিন্তু সব ধরনের খাবারের সঙ্গে চিয়া সিড খাওয়া যায় না। এমন বেশ কিছু খাবার রয়েছে, যার সঙ্গে চিয়া সিড না খাওয়াই ভালো।

ফাইটিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার

বিনস, ডাল, বাদাম ও বেশ কিছু দানাশস্য রয়েছে, যার মধ্যে ফাইটিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। এই ধরনের খাবারের সঙ্গে চিয়া সিড খেলে দেহে ক্যালশিয়াম, আয়রন, জিঙ্কের মতো পুষ্টি শোষণে বাধা তৈরি হতে পারে। চিয়া সিডের মধ্যে ভরপুর পরিমাণে ফাইটিক অ্যাসিড রয়েছে, তাই এমন কোনো খাবারের সঙ্গে চিয়া সিড মেশাবেন না, যার মধ্যে এই উপাদান পাওয়া যায়।

ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার

চিয়া সিডের মধ্যে উচ্চ মাত্রা ফাইবার পাওয়া যায়। ২৮ গ্রাম চিয়া সিডে ১০ গ্রাম ফাইবার পাবেন। সুতরাং, আপনি যদি চিয়া সিড এমন কোনো খাবারে মিশিয়ে খান যার মধ্যেও ফাইবার রয়েছে, তা হলে বিপদ। অত্যধিক মাত্রায় ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খেলে হজম স্বাস্থ্যে গোলমাল দেখা দিতে পারে। ওটস, ডালিয়ার মতো খাবারের সঙ্গে চিয়া সিড এড়িয়ে চলুন।

মিষ্টিজাতীয় খাবার

চিনি স্বাস্থ্যের জন্য বিষ। সুতরাং, যে ধরনের খাবার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে তার সঙ্গে চিয়া সিড মিশিয়ে খাওয়ার ভুল একেবারেই করবেন না। ডেজার্টের উপর চিয়া সিড ছড়ানোর আগে সাবধান।

চিয়া খাওয়ার সঠিক উপায়

১) জলে চিয়া সিড ভিজিয়ে খান। এটাই চিয়া সিড খাওয়া সবচেয়ে ভালো উপায়। এক গ্লাস পানি ১-২ চামচ চিয়া সিড ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। তারপর সেটা পান করুন।

রসুন খাওয়ার উপকারিতা

লাইফস্টাইল ডেস্ক : রসুন আমাদের রান্নাঘরের খুবই পরিচিত একটি উপাদান। এটি শুধু খাবারে স্বাদ যোগ করে না বরং স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। রসুনে রয়েছে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি-ফাঙ্গাল এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য, যা শরীরের বিভিন্ন অসুখ থেকে রক্ষা করে। চলুন, জেনে নিই, রসুনের এমন কিছু উপকারিতা, যা আপনাকে এটি প্রতিদিন খাওয়ার জন্য উদবুদ্ধ করবে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় : রসুনে থাকা অ্যালিসিন নামক একটি উপাদান শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এটি শরীরের ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে। রসুন নিয়মিত খেলে ফ্লু ও ঠাণ্ডার মতো সাধারণ রোগগুলো থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের জন্য উপকারী : রসুনে রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান, যা শরীরের রক্তনালিকে শিথিল রাখতে সাহায্য করে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। এটি খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় এবং হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস করে। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন ১-২টি রসুনের কোয়া খেলে হৃৎপিণ্ড থাকে সুস্থ। বিপাকক্রিয়া উন্নত করে : রসুন খেলে হজমে সহায়তা করে এবং পরিপাকতন্ত্রকে আরো শক্তিশালী করে। এটি পাচক রস নিঃসরণে সহায়তা করে, যা খাবার দ্রুত হজম করতে সাহায্য করে এবং গ্যাস, বদহজম ও কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা দূর করে। ওজন কমাতে সহায়ক : রসুনে থার্মোজেনিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা শরীরের অতিরিক্ত চর্বি গলাতে সাহায্য করে। এটি বিপাক ক্রিয়া বাড়ায়, ফলে শরীরে জমে থাকা মেদ সহজে কমে। নিয়মিত রসুন খেলে ওজন কমানো সম্ভব, বিশেষ করে যখন এটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়। ত্বক ও চুলের যত্নে : রসুনে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ত্বককে ফ্রি র?্যাডিক্যালের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে, যা ত্বককে সতেজ ও উজ্জ্বল রাখে। এটি ব্রণের জীবাণু ধ্বংস করতে সহায়ক এবং ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা দূর করতে কার্যকরী। এ ছাড়া চুল পড়া রোধ করতেও রসুন কার্যকরী ভূমিকা রাখে। ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক : গবেষণায় দেখা গেছে, রসুনের নিয়মিত সেবন ক্যান্সারের ঝুঁকি হ্রাস করে। বিশেষ করে কোলন, স্তন এবং পেটের ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রসুন অত্যন্ত কার্যকর। এতে থাকা অ্যালিসিন শরীরে ক্যান্সারের কোষ বৃদ্ধিতে বাধা দেয়।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে : উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য রসুনকে প্রাকৃতিক ওষুধ বলা হয়। রসুনের সক্রিয় উপাদানগুলো শরীরে নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করে, যা রক্তনালিকে প্রসারিত করে রক্তচাপ কমাতে সহায়তা করে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য এটি বিশেষ উপকারী। ডিটক্সিফিকেশন ও শরীরের পরিশুদ্ধি : রসুন শরীরের বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে সহায়ক। এটি লিভার ও কিডনিকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। রসুনে থাকা সালফার যৌগসমূহ বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে কার্যকরী। এটি শরীরের ভেতরকার অপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলিকে বাইরে বের করে দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। রসুন খাওয়ার সঠিক উপায় : ১-২ কোয়া কাঁচা রসুন সকালে খালি পেটে খেলে এর স্বাস্থ্যগুণ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। তবে কাঁচা রসুন খেতে সমস্যা হলে এটি রান্নার সময়ও ব্যবহার করা যায়। সতর্কতা : অতিরিক্ত রসুন খেলে কখনো কখনো গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হতে পারে। যারা রক্তের ওষুধ সেবন করেন, তাদের ক্ষেত্রে রসুনের পরিমাণের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। রসুন সেবনের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ভালো। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় রসুন যুক্ত করলে আপনি পাবেন অসাধারণ স্বাস্থ্যগুণ। তাই আজ থেকেই রসুন খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন এবং উপভোগ করুন সুস্থ জীবন।

পিঁপড়া-মাছি দূর করার সহজ উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : মাঝে মধ্যেই ঘরে পিঁপড়া, মাছি বা অন্যান্য পোকামাকড়ের উপদ্রব বেড়ে যায়। ঘরের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকা এই ছোট ছোট কীটপতঙ্গ আমাদের বিরক্ত করার পাশাপাশি খাবার এবং স্বাস্থ্যেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে বাজারের রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করার চেয়ে প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে এসব পোকামাকড় দূর করা অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। ঘরে থাকা সহজলভ্য কিছু উপাদান দিয়ে তৈরি মিশ্রণ ঘরের পিঁপড়া, মাছি এবং অন্যান্য পোকামাকড় দূর করতে খুবই কার্যকর। চলুন জেনে নিই, এই মিশ্রণ তৈরির প্রক্রিয়া এবং এটি ব্যবহারের উপায়। ভিনেগার ও লেবুর রস ভিনেগার ও লেবুর রসে রয়েছে অ্যাসিডিক উপাদান, যা পিঁপড়া ও মাছি তাড়াতে অত্যন্ত কার্যকর। এই দুটি উপাদান মিশিয়ে ঘর মুছে ফেললে পোকামাকড়ের উপদ্রব কমে যায়। পদ্ধতি: এক কাপ ভিনেগার ও দুই টেবিল চামচ লেবুর রস এক লিটার পানির সঙ্গে মিশিয়ে নিন।